NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

# একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

সপ্তাহ জুড়ে শেষের পাতায়

রবি সাহিত্য সংস্কৃতি · সোম স্বাস্থ্য বীমা · মঙ্গল শিক্ষা প্রযুক্তি চাকরি · বুধ ভ্রমণের টুকিটাকি · বৃহস্পতি খেলার জগৎ · শুক্র সিনেমা অনুষঙ্গ · শনি অর্বেক আকাশ

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৩ বাংলা সিনেমার পাশে দাঁড়াল রাজ্য সরকার

পাঁচ মাসের মধ্যেই ভূতনীর বাঁধে ভাঙন ৫

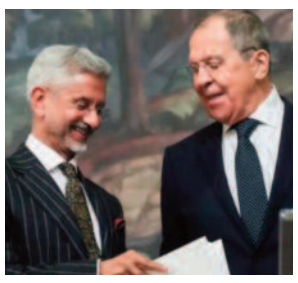

কলকাতা ১৪ অগস্ট ২০২৫ ২৮ শ্রাবণ ১৪৩২ বৃহস্পতিবার উনবিংশ বর্ষ ৬৬ সংখ্যা ১০ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 14.08.2025, Vol.19, Issue No. 66, 10 Pages, Price 3.00

# রেলিংয়ে ধাক্কায় গাড়িতে আগুন

## মাঝে আটকে জীবন্ত দগ্ধ ডেলিভারি বয়



**নিজস্ব প্রতিবেদন:** সল্টলেকে পথদুর্ঘটনার বলি ডেলিভারি বয়। জীবন্ত দগ্ধ হয়ে মর্মান্তিক মৃত্যু ডেলিভারি বয়ের। বুধবার বিকেলে কেষ্টপুর এবং সল্টলেকের মাঝে ৮ নম্বর ব্রিজের কাছে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে।

সূত্রের খবর, বুধবার বিকেলে চারচাকার একটি গাড়ির সঙ্গে কুরিয়ার সার্ভিসের গাড়ির সংঘর্ষ হয়। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ধারের রেলিংয়ে ধাক্কা মারে চারচাকা। মুহূর্তের মধ্যে গাড়িটিতে বিস্ফোরণ হয় এবং দাউদাউ করে জ্বলে ওঠে আগুন। ঘটনাস্থলেই বাইক নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন ডেলিভারি বয়। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, কোনও ভাবে ওই রেলিংয়ের মাঝে তিনি আটকে পড়েছিলেন। গাড়িতে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের বার করা সম্ভব হলেও ওই যুবককে উদ্ধার করা যায়নি। গাড়ির আগুনে দগ্ধ হয়ে যান তিনি। মৃতের নাম সৌমেন মণ্ডল। দু'টি গাড়ি থেকেই জখমদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তাঁদের মধ্যে এক জনের আঘাত গুরুতর। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁর চিকিৎসা চলছে।

ঘটনার পর স্থানীয়েরা পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। এলাকায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে নামানো হয় র‍্যাফও। পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয়েরা। শুরু হয় তুমুল ইটবৃষ্টি। পরিস্থিতি একসময় রণক্ষেত্রের আকার নেয়। পুলিশের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখাতে প্রচুর মানুষ ঘটনাস্থলে জড়ো হয়েছিলেন। সন্ধ্যার পর জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে কাঁদানে গ্যাস ছোড়ে পুলিশ। বিক্ষুব্ধ জনতাও পাল্টা পাথর ছুড়তে শুরু করে পুলিশের দিকে। সেতুর দু'দিক থেকেই পাথর ছোড়া হয়। বেশ কিছুক্ষণ ধরে চলে দু'পক্ষের সংঘর্ষ। দমকল সূত্রে জানা গিয়েছে, বিকেল ৫টা ৪০ মিনিট নাগাদ তাদের কাছে এই দুর্ঘটনার খবর যায়। দমকলের দু'টি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে গিয়েছিল। গোটা ঘটনায় পুলিশের গাফিলতির দিকে আঙুল তুলেছেন স্থানীয়েরা। অভিযোগ, সময় থাকতেও পুলিশ নীরব দর্শক হয়ে ছিল। যুবককে উদ্ধারের চেষ্টা করা হয়নি। পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন স্থানীয়েরা। ঠিক কী কারণে এই দুর্ঘটনা, গাড়িটি কেন নিয়ন্ত্রণ হারাল, কী ভাবে কোন পরিস্থিতিতে সেখানে আটকে গেলেন ডেলিভারি বয়, তা এখনও স্পষ্ট নয়। সল্টলেক পূর্ব থানা বিষয়টি খতিয়ে দেখছে।

পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, 'আমরা এসে দেখি, একটা গাড়িতে আগুন ধরে গিয়েছে এবং এক জন মারা গিয়েছেন। সেই দেহ আমরা উদ্ধার করি। গাড়িতেও কয়েক জন আটকে পড়েছিলেন। তাঁদের এখান থেকে হাসপাতালে পাঠানো হয়। দমকল আসার সময়েও কয়েক জন ঢিল ছুড়েছিলেন। এখানে অনেকে বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলেন। আমরা প্রথমে কিছু বলিনি। কিন্তু তাঁরা রাস্তা আটকানোর চেষ্টা করেন। আমাদের তখন কাঁদানে গ্যাস ব্যবহার করতে হয়েছে।'



# ডোভালের পর মস্কোয় জয়শঙ্করও

**নয়াদিল্লি, ১৩ অগস্ট:** জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভালের পরে এ বার মস্কো যাচ্ছেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। আগামী ২১ অগস্ট রুশ বিদেশমন্ত্রী সের্গেই লাভরভের সঙ্গে বৈঠকে বসার কথা রয়েছে তাঁর। এক বিবৃতিতে রুশ বিদেশ মন্ত্রক জানিয়েছে, দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক এবং আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতার বিষয়ে আলোচনা হবে দু'দেশের বিদেশমন্ত্রীর। মনে করা হচ্ছে, আমেরিকার সঙ্গে কূটনৈতিক টানাপড়েনের মাঝে রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্ককে আরও দৃঢ় করছে ভারত।

ট্রাম্পের শুল্কনীতির জেরে আমেরিকার সঙ্গে কূটনৈতিক টানাপড়েনের মাঝেই রাশিয়া থেকে ঘুরে এসেছেন ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা ডোভাল। রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিনের সঙ্গে বৈঠক করেছেন তিনি। রুশ সংবাদ সংস্থা 'ইন্টারফ্যাক্স' ডোভালকে উদ্ধৃত করে জানিয়েছে, অগস্ট মাসের শেষেই ভারত সফরে আসছেন পুতিন। যদিও নির্দিষ্ট ভাবে কোনও তারিখ এখনও জানা যায়নি। এরই মধ্যে রুশ বিদেশ মন্ত্রক জানিয়ে দিল, আগামী ২১ অগস্ট মস্কোয় বৈঠকে বসবেন দু'দেশের বিদেশমন্ত্রী। আমেরিকার সঙ্গে কূটনৈতিক উত্তেজনার মাঝে জয়শঙ্করের রাশিয়া সফর এই বৈঠকের গুরুত্বকে আরও বৃদ্ধি করেছে।

রাশিয়ার সঙ্গে ব্যবসায়িক সম্পর্ক থাকার কারণেই সম্প্রতি ভারতের উপর ৫০ শতাংশ শুল্ক চাপিয়েছেন ট্রাম্প। কোনওরকম রাখঢাক না রেখেই এমনটা জানিয়েছেন ট্রাম্প। প্রথমে শুল্ক ছিল ২৫ শতাংশ। পরে তা বৃদ্ধি করে ৫০ শতাংশ করে দেয় আমেরিকা। যদিও ট্রাম্পের শুল্ক-হুমকির পর রাশিয়ার সঙ্গে ব্যবসায়িক সম্পর্ক বন্ধ করেনি ভারত। বরং, দীর্ঘদিনের বাণিজ্যিক বন্ধুর সঙ্গে সম্পর্ককে আরও মজবুত করার বার্তা স্পষ্ট করে দিয়েছে নয়াদিল্লি।

মার্কিন হুমকির পরে ভারত স্পষ্ট করে দিয়েছে, দেশের স্বার্থের সঙ্গে কোনও আপস করা হবে না। কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রী পীযূষ গয়ালও জানিয়ে দিয়েছেন, ভারত এখন অনেক শক্তিশালী রাষ্ট্র এবং কোনও ভাবেই মাথা নত করবে না। এই কূটনৈতিক টানাপড়েনের আবহে রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিনের সঙ্গে ফোনে কথা হয় ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীরও। পুতিনকে নিজের 'বন্ধু' বলে উল্লেখ করে সমাজমাধ্যমে মোদী লেখেন, তাঁরা দু'জনেই ভারত-রাশিয়ার সম্পর্ক আরও মজবুত করার উপর জোর দিয়েছেন।

# এসআইআরে আপত্তি কোথায়, প্রশ্ন সুপ্রিমের

**নয়াদিল্লি, ১৩ অগস্ট:** বিহারে ভোটার তালিকার বিশেষ এবং নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) প্রক্রিয়াকে চ্যালেঞ্জ করে দায়ের হওয়া মামলার শুনানি বুধবার হয় বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর বেঞ্চে।

বুধবারের শুনানিতে বেশ কিছু বিষয় উঠে আসে। বিহারে কেন এসআইআর প্রক্রিয়া বাতিল চাইছেন, তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন মামলাকারীর আইনজীবীরা। মামলাকারীর পক্ষের প্রায় সব আইনজীবীই প্রশ্ন তুলেছেন, কেন এখন বিহারে ভোটার তালিকার বিশেষ এবং নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) করা হচ্ছে? ভোটের পর কি করা যেত না?

শুনানিতে বিচারপতি কান্তের মন্তব্য, 'বিহার থেকে সবচেয়ে বেশি আইএএস অফিসার আসেন। তরুণ প্রজন্মের মধ্যে উচ্চশিক্ষায় আগ্রহ না থাকলে এটা কি সম্ভব?' বিচারপতির প্রশ্নের উত্তরে মামলাকারীর আইনজীবী সিঙ্ঘভি বলেন, 'সেই সংখ্যাটা কয়েকটি শ্রেণির মধ্যে সীমাবদ্ধ।' তার পরেই তাঁর দাবি, 'আমরা এসআইআরের বিরোধিতা করছি না। কিন্তু ভোটের আগে কেন? পরে সারা বছর ধরে করা যেত।'

শুনানিতে বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী বলেন, 'আধার কেন গ্রহণ করা হবে না তার বিপক্ষে যুক্তি আমরা বুঝতে পেরেছি।' তিনি জানান, কমিশন যে সব নথি চাইছে তা ভোটার-বান্ধব। বিচারপতি বাগচী জানতে চান, নাগরিকত্ব প্রমাণ করার জন্য কত ধরনের নথি ব্যবহার করা যেতে পারে? নাগরিকত্বের প্রমাণ হিসাবে কমিশনের চাওয়া নথি প্রসঙ্গে বিচারপতি কান্ত বলেন, 'কেউ যদি বলত ওই ১১টি নথির সব চাই, তা হলে সেটা ভোটার বিরোধী হত। কিন্তু এখানে বলা হয়েছে ১১টির মধ্যে যে কোনও একটি দেওয়ার কথা। তবে আপত্তি কোথায়?'

আপত্তির কারণ হিসাবে মামলাকারীর আইনজীবী অভিষেক মনু সিংভি জানান, আধার কার্ড গ্রহণ করা হচ্ছে না। জল, বিদ্যুৎ, গ্যাস সংযোগ প্রায় সকলের বাড়িতে রয়েছে। কিন্তু সেগুলি বিবেচনা করা হয়নি। পাসপোর্টের কথা



বলা হয়েছে। কিন্তু পাসপোর্ট দুই শতাংশের কম ভারতীয়ের রয়েছে। বাকি যা নথি চাওয়া হচ্ছে তা-ও সকলের কাছে নেই। শুনানি জুড়ে এসআইআর প্রক্রিয়া নিয়ে নানা প্রশ্ন এবং সমস্যার কথা তোলেন মামলাকারীর আইনজীবীরা। বুধবারের শুনানি শেষে সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণ, অনেক সমস্যার মুখোমুখি হতে হবে প্রশাসনকে। তবে কাউকে না কাউকে তো উপায় খুঁজে বার করতে হবে। এর মানে এই নয় যে এই সব সমস্যার কোনও সমাধান নেই।

শুনানির শুরুতে আইনজীবী অভিষেক মনু সিংভি কমিশনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। তাঁর দাবি, 'গত লোকসভা নির্বাচনে যাঁদের নাম ছিল, খসড়া তালিকায় তাঁদের মধ্যে অনেকের নাম বাদ গিয়েছে।' কেন এবং কোন পদ্ধতিতে কমিশন নাম বাদ দিয়েছে, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন অভিষেক মনু সিংভি। তিনি আরও বলেন, 'কোনও ব্যক্তির নাগরিকত্ব নিয়ে সন্দেহ থাকলে ইআরও (নির্বাচন নিবন্ধন আধিকারিক) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের কাছে পরামর্শ নিন। অথবা, তাঁর উচিত এই সংক্রান্ত বিষয়ে সুপ্রিম আগের রায়গুলি বিবেচনা করা।'

আইনজীবী সিংভি আদালতে দাবি করেন, কমিশন নিজেই তাদের তৈরি ভোটার কার্ড গ্রহণ করছে না। বিহারের বেশির ভাগ মানুষের ক্ষেত্রে কমিশনের চাওয়া নথি নেই। ২০০১ সাল থেকে ২০২৪ পর্যন্ত ৪ কোটি জন্ম সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছে। মাত্র ৩৬ লক্ষের কাছে পাসপোর্ট রয়েছে।'

# বঙ্গে তুঙ্গে এসআইআর আলোচনা

**নিজস্ব প্রতিবেদন: বিহারের পর এবার পশ্চিমবঙ্গেও শুরু হতে চলেছে ভোটার তালিকার নিবিড় পরিমার্জন বা এসআইআর প্রক্রিয়া। ৮ অগস্ট কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন রাজ্যকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছে, শীঘ্রই এই বিশেষ পর্যালোচনা শুরু হবে।**

**বুধবার সুপ্রিম কোর্টে এক মামলার শুনানিতে রাজ্যের পক্ষে আইনজীবী গোপাল শঙ্কর নারায়ণ এই চিঠির প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন। তাঁর বক্তব্য, প্রক্রিয়া শুরুর বিষয়ে রাজ্য সরকারের সঙ্গে পূর্ব আলোচনা হয়নি। তবে বিচারপতি সূর্যকান্ত জানান, আদালতের নথি অনুযায়ী, এখনও রাজ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে এসআইআর কার্যকর হয়নি। তবুও রাজ্যের প্রতিনিধি দাবি করেছেন, মাঠপর্যায়ে বিএলওদের প্রশিক্ষণ ও প্রস্তুতির কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে।**

**এই উদ্যোগকে ঘিরে রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া ইতিমধ্যেই তীব্র হয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেসের আশঙ্কা, ভোটার তালিকা পর্যালোচনার আড়ালে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে বাদ দেওয়ার ঘটনা ঘটতে পারে। অন্যদিকে বিরোধীরা বলছে, ভুয়ো নাম বাদ দিয়ে প্রকৃত ভোটারদের অন্তর্ভুক্ত করাই মূল উদ্দেশ্য।**

**নির্বাচনী বিশ্লেষকদের মতে, এসআইআর প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে হলে ভোটের সমীকরণে বড় পরিবর্তন আনতে পারে। তবে বাস্তবায়ন কতটা নিরপেক্ষ ও স্বচ্ছ হয়, সেটাই আগামী দিনে নজর কাড়বে।**

# নির্দেশ কার্যকরে পন্থকে সময় বেঁধে দিল কমিশন



**নিজস্ব প্রতিবেদন:** মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্পষ্ট বলে দিয়েছিলেন, রাজ্যের সরকারি কর্মীদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নিতে দেবেন না তিনি। রাজ্যের চার অফিসার-সহ মোট পাঁচজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠার পর এমনটাই বলেছিলেন মমতা। তবে বুধবার রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থকে ডেকে বুঝিয়ে দিয়েছে যে ওই পাঁচজনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতেই হবে। আগামী ২১ অগস্ট পর্যন্ত সময় বেঁধে দেওয়া হয়েছে রাজ্যকে।

ভোটার তালিকায় গরমিলের অভিযোগে পাঁচজনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল নির্বাচন কমিশন। অভিযুক্তদের মধ্যে রয়েছেন দুই ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসার, দুই সহকারী ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসার এবং এক ডেটা এন্ট্রি অপারেটর। কমিশনের দাবি, তাদের বিরুদ্ধে ডিজিটাল প্রমাণ হাতে আছে, তাই প্রত্যেককে সাসপেন্ড করে এফআইআর দায়ের করতে হবে।

কেন্দ্রীয় কমিশনের নির্দেশ কার্যকর না হওয়ায় বুধবার মুখ্যসচিব মনোজ পন্থকে দিল্লির সদর দপ্তরে তলব করা হয়। সেখানে প্রায় দুই ঘণ্টার বৈঠকে কমিশন জানতে চায়, কেন এখনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। মুখ্যসচিব জানান, ২১ অগস্টের মধ্যে নির্দেশ কার্যকর করা হবে। সূত্রের খবর, এই প্রতিশ্রুতিতে কমিশন সন্তুষ্ট হলেও দ্রুত পদক্ষেপের ওপর জোর দিয়েছে।

ঘটনার পিছনে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটও রয়েছে। সম্প্রতি ভোটার তালিকা ইস্যুতে সংসদ থেকে রাজনীতি পর্যন্ত তীব্র বিতর্ক চলছে। বিরোধীরা অভিযোগ তুলেছে, এই কারচুপি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে বিপন্ন করছে। কমিশন জানিয়েছে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ব্যবস্থা না নিলে আরও কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

# অনুরাগের নিশানায় অভিষেক





নয়াদিল্লি, ১৩ অগস্ট: অভিষেকের লোকসভা কেন্দ্র ডায়মন্ড হারবার নিয়ে সুর চড়াতে দেখা গেল প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে। সরাসরি অভিষেককে নিশানা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুরের।

ফলতা, ডায়মন্ড হারবার, বিষ্ণুপুর, মহেশতলা, বজবজ নিয়ে আলাদা আলাদা পরিসংখ্যান দিয়ে অভিষেকের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়ে অনুরাগ বলেন, 'ডায়মন্ড হারবারে ৩০১টি বুথে ১৫ শতাংশ ভোটার বৃদ্ধি হয়েছে গত ৪ বছরে। সব জায়গায় তৃণমূল জিতেছে। তাহলে কী ভুয়ো ভোটার দিয়েই আপনি ভোটে জিতছেন?'

অভিযোগ, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কেন্দ্রে অস্বাভাবিকভাবে ভোটার বৃদ্ধি হয়েছে। ডায়মন্ড হারবারের প্রচুর বুথে ৪ বছরে ১৫ শতাংশ পর্যন্ত ভোটার বৃদ্ধি হয়েছে বলে অভিযোগ। সাংবাদিক বৈঠক করে এই গুরুতর অভিযোগ করেছেন অনুরাগ। তা নিয়েই পুরোদমে শুরু হয়ে গিয়েছে চর্চা। অনুরাগের প্রশ্ন, তাহলে কী ভুয়ো ভোটারের সাহায্যেই জিতছেন অভিষেক?

এখনও যদিও বাংলায় এসআইআর শুরু হয়নি, কিন্তু তার আগেই বিজেপির এই চাঞ্চল্যকর অভিযোগ নিয়ে শোরগোল শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলে। প্রসঙ্গত, শেষ লোকসভা ভোটে ডায়মন্ড হারবারে ১০ লক্ষের বেশি ভোট পেয়েছিলেন অভিষেক। জিতেছিলেন ৭ লক্ষেরও বেশি ভোটে।

# 'নাগরিকত্বের পূর্বেই ভোটার সনিয়া গান্ধি'

**নয়াদিল্লি, ১৩ অগস্ট:** ভোটচুরি, বিহারের এসআইআর নিয়ে সরব হয়েছে কংগ্রেস। রাহুল গান্ধি তথ্য-প্রমাণও তুলে ধরেছেন। এবার পাল্টা জবাব দিল বিজেপি। কেন্দ্রের শাসক দলের দাবি, কংগ্রেস নেত্রী সনিয়া গান্ধি ভারতের নাগরিক হওয়ার আগেই তাঁর নাম ভোটার লিস্টে উঠে গিয়েছিল।

খাতায়কলমে ভারতের নাগরিক হওয়ার আগেই নাকি ভোটার তালিকায় নাম উঠে গিয়েছিল কংগ্রেস নেত্রী সনিয়া গান্ধির! বুধবার দুপুরে নিজের এক্স হ্যান্ডলে এই অভিযোগ এনে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে পাল্টা আক্রমণ শানিয়েছেন বিজেপির আইটি সেলের সর্বভারতীয় প্রধান অমিত মালব্য।

অমিতের দাবি, আজ থেকে ৪৫ বছর আগে নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে 'আঁতাত' করে ভোটার জালিয়াতি করেছেন সনিয়া। অভিযোগ, সে সময় তিনি ভারতের নাগরিকও হননি। কিন্তু তার আগেই অবৈধ ভাবে ভোটার তালিকায় নাম উঠে গিয়েছিল তাঁর। নিজের দাবির সপক্ষে প্রামাণ্য 'নথি'ও দেখিয়েছেন অমিত। ১৯৮০ সালের ভোটার তালিকার একটি ছবি পোস্ট করে অমিত দাবি করেছেন, ওই বছরের ভোটার তালিকায় সনিয়ার নাম ছিল। অথচ সনিয়া তখনও ভারতের নাগরিকত্ব পাননি। এর পরেই অমিত লেখেন, 'এটি যদি নির্বাচনী বিধিলঙ্ঘন না হয়, তা হলে কী?'

বিজেপির দাবি, ১৯৮০ সালে লোকসভা ভোটের আগে প্রথম বার নয়াদিল্লি কেন্দ্রের ভোটার তালিকায় নাম ওঠে সনিয়ার। সে সময় গান্ধি পরিবার তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধির সরকারি বাসভবনেই থাকত। বিজেপির আরও দাবি, ১৯৮২ সাল পর্যন্ত সনিয়ার নাম ভোটার তালিকাভুক্ত ছিল। অথচ তিনি ভারতীয় নাগরিকত্ব পান ১৯৮৩ সালে। এই 'তথ্যপ্রমাণ' প্রকাশ্যে এনে অমিত লেখেন,



'এটি স্পষ্টত আইনের লঙ্ঘন। ভোটার হিসাবে নিবন্ধিত হতে গেলে একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই ভারতীয় নাগরিক হতে হয়। ১৯৮২ সালে বিতর্ক ও সমালোচনার জেরে সনিয়ার নাম তালিকা থেকে মুছে ফেলা হয়েছিল। ১৯৮৩ সালে ভারতীয় নাগরিকত্ব পাওয়ার পর তাঁর নাম ফের তালিকাভুক্ত হয়।' অমিতের দাবি, সনিয়ার নাম যখন দ্বিতীয় বার ভোটার তালিকায় ওঠে, তাতেও একাধিক অসঙ্গতি রয়েছে। ১৯৮৩ সালের ১ জানুয়ারির আগে নাগরিকত্ব পেলে তবেই সে বছর নাম ওঠার কথা। অথচ সনিয়া ভারতের নাগরিক হন ১৯৮৩ সালের এপ্রিল মাসে।

অমিতের ওই পোস্টের পরেই সরব হয়েছে বিজেপি। বিজেপি নেতা তথা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর দাবি করেছেন, মহারাষ্ট্র ও কর্নাটকের নির্বাচনে কারচুপির যে অভিযোগ সম্প্রতি রাহুল গান্ধি এনেছেন, তা 'সম্পূর্ণ অসত্য এবং ভুল পরিসংখ্যান'। বিজেপির দাবির পাল্টা প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে কংগ্রেসও।

# বিজেপি ক্ষমতায় এলে সংগ্রামী ভাতা: শুভেন্দু

**নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর:** বাংলায় বিজেপি ক্ষমতায় এলে জেল খাটা কর্মীদের মাসে পাঁচ হাজার টাকা করে সংগ্রামী ভাতা দেওয়া হবে। বুধবার বীজপুর বিধানসভা কেন্দ্রে কন্যা সুরক্ষা যাত্রায় অংশ নিয়ে এমনই আশ্বাস দিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এদিন থানা মোড় থেকে কন্যা সুরক্ষা যাত্রা শুরু হয়ে গান্ধি মোড় অতিক্রম করে কেজি আর পথ ধরে কলেজ মোড়ে শেষ হয়। তবে কন্যা সুরক্ষা যাত্রায় দলীয় কর্মী-সমর্থকদের যোগদান ছিল চোখে পড়ার মতো।

পদযাত্রা শেষে কলেজ মোড়ের সভায় শুভেন্দু অধিকারী বলেন, '২০১৯ সালের পর থেকে ব্যারাকপুরে সাতজন কর্মী খুন হয়েছেন। বিজেপি ক্ষমতায় এলে সাতজনের মূর্তি স্থাপন করা হবে। আর ওই সাতজনের পরিবারের অর্থনৈতিক দ্বায়িত্ব নেবে বিজেপি পার্টি।' তাঁর সংযোজন, ২০১৯ সালের পর থেকে যারা জেল খেটেছেন, তাদের মাসে পাঁচ হাজার টাকা করে সংগ্রামী ভাতা দেওয়া হবে। পুরানো স্মৃতি রোমন্থন করে শুভেন্দু বলেন, 'বাম



আমলে সিপিএম বলতো আমরা ২৩৫, ওরা ৩০। সিপিএমের সেই দম্ভ শেষ করে দিয়েছি।' এদিন তিনি ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, ২০২১ সালে নন্দীগ্রামে তাঁর কাছে হেরেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ২০২৬ সালে প্রাক্তন হবে মমতা, আর ভাইপো যাবে জেলে। তাঁর হুঁশিয়ারি, 'মমতা বলতেন বদলা নয়, বদল চাই। কিন্তু আমি বলছি, বদল হবে এবং বদলাও হবে।' এদিন তিনি জোরের সঙ্গে দাবি করেন, 'নন্দীগ্রামে মমতাকে হারিয়েছি, এবার ভবানীপুরেও হারাবো।'

তাঁর সংযোজন, রোহিঙ্গা কিংবা বাংলাদেশি মুসলিম তাড়াও বললে হবে না। এবার বলতে হবে, তৃণমূল তাড়াও বাংলা বাঁচাও। বীজপুরের মাটিতে দাঁড়িয়ে শুভেন্দু আরও বলেন, 'তৃণমূল সরকার ২০০ স্কুল বন্ধ করে দিয়েছে। তাই সরকারি স্কুলে ভর্তির সুযোগ নেই। বাচ্চাদের প্রাইভেট স্কুলে ভর্তি করাতে হচ্ছে। তাঁর অভিযোগ, বাংলায় শিল্প, চাকরি কিছুই নেই। গোটা ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চল অন্ধকার হয়ে গিয়েছে। গোটা ব্যারাকপুর জুড়ে শুধুই তোলাবাজি চলছে।' শুভেন্দুর কথায়, ধর্মীয় কারণে বাংলাদেশ থেকে অনেক হিন্দুকে প্রাণ বাঁচাতে বাংলায় আসতে হয়েছে। এখানে মতুয়ারাও আছেন। কাউকে চিন্তা করতে হবে না। বড় গ্যারান্টার নরেন্দ্র মোদী। আর ছোট গ্যারান্টার হচ্ছেন তিনি নিজেই। তিনি বলেন, মৃত ভোটার, রোহিঙ্গা কিংবা বাংলাদেশি মুসলিমদের নাম ভোটার তালিকা থেকে নির্বাচন কমিশন বাদ দেবে। আর বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর লখনউ থেকে ১০০ টা বুলডোজার এনে কাঁটাতারের ওপারে বাকিদের ছুঁড়ে ফেলবো।

# অভিষেকের 'লোকসভা ভাঙো' দাবিতে সুকান্তর পালটা তোপ

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** নির্বাচন কমিশনের ভোটার তালিকা সংক্রান্ত মন্তব্যকে হাতিয়ার করে লোকসভা ভেঙে দেওয়ার দাবি তুললেন তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর বক্তব্য, কমিশন নিজেই বলেছে ২০২৪ সালের সাধারণ নির্বাচনের ভোটার তালিকায় ত্রুটি রয়েছে। সেক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক নৈতিকতা রক্ষায় প্রথম পদক্ষেপ হওয়া উচিত অবিলম্বে লোকসভা ভেঙে দিয়ে সারা দেশে স্পেশাল ইলেক্টোরাল রিভিশন করা, শুধু নির্বাচনের মুখে থাকা রাজ্যে নয়।

অভিষেকের তিন দফা প্রস্তাব হল লোকসভা ভাঙো, সারা দেশে (জ্জট্ট করো, পুনর্নির্বাচনের মাধ্যমে মানুষের রায় নাও। এই মন্তব্যের পরই চাঁচাছোলা ভাষায় পালটা আক্রমণ করেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ও বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। তিনি অভিষেককে কটাক্ষ করে বলেন, 'পাগলের প্রলাপ বকছে ও। ওর যুক্তি অনুযায়ী ২০০২ সালে যখন এসআইআর হয়েছিল, তখনও কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের ইস্তফা দেওয়া উচিত ছিল।'

তিনি আরও জানান, অভিষেকের রাজনৈতিক পরিপক্কতা এখনও আসেনি, কারণ তিনি অল্পদিন রাজনীতিতে আছেন। ২০১১ সালে তৃণমূলকে ক্ষমতায় আনা হয়েছিল তৃণমূল স্তরের কর্মীদের লড়াইয়ে, আর উনি তখন প্যারাশুটে নেমে মধু খেতে এসেছেন। ইতিহাস ক্লাসে ঘুমোচ্ছিলেন বলেই এসব জানা নেই, কটাক্ষ সুকান্তের।

# তৃণমূল সাংসদের দাবির বিরোধিতায় কেন্দ্রের জবাব, গেরুয়া শিবিরের কটাক্ষ

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** বসন্ত কুঞ্জের জয় হিন্দ কলোনিতে 'উচ্ছেদ অভিযান' ও বিদ্যুৎ-জল সংযোগ বিচ্ছিন্নের অভিযোগে লোকসভায় প্রশ্ন তুলেছিলেন তৃণমূল সাংসদ জুন মালিয়া। কিন্তু কেন্দ্রের লিখিত জবাবেই তৃণমূলের দাবির সঙ্গে বাস্তব তথ্যের বিস্তর ফারাক প্রকাশ্যে এল।

আবাসন ও নগর বিষয়ক মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী তোখন সাহুর উত্তরে জানানো হয়েছে, দিল্লি ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (ডিডিএ) ওই এলাকায় কোনও উচ্ছেদ অভিযান চালায়নি এবং বিদ্যুৎ বা জল সংযোগ বিচ্ছিন্নের কোনও অভিযোগও পায়নি। দিল্লি জল বোর্ডও কোনও লিখিত অভিযোগ পায়নি, শুধু ১০ জুলাই এক্স-এ একটি পোস্ট ছাড়া। বিদ্যুৎ দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, মাত্র দু'টি সংযোগ ৮ জুলাই বিচ্ছিন্ন করা হয়েছিল, যা দিল্লির দেওয়ানি আদালতের ১৪ মে ২০২৪-এর রায় (সিভিল স্যুট নং ৫৬৯১৪/২০১৬) অনুযায়ী। ফলে উচ্ছেদ হওয়া পরিবার, নাগরিকত্ব যাচাই বা পুনর্বাসন সংক্রান্ত প্রশ্নই ওঠে না।

রাজ্যের গেরুয়া শিবিরের কটাক্ষ, এই জবাব প্রমাণ করে তৃণমূল সাংসদ বিভ্রান্তিকর তথ্য ছড়িয়েছেন এবং মিথ্যা দাবি তুলে সংসদকে ভুল পথে চালিত করার চেষ্টা করেছেন। তাদের অভিযোগ, নিজের দলেরই সাংসদ কেন্দ্রের জবাবে নিজের বক্তব্যের অসারতা ফাঁস করে দিয়েছেন।

# ননদের সঙ্গে 'ঘনিষ্ঠতা' স্বামীর, নির্যাতনের অভিযোগ বধূর

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** হাওড়ার সালকিয়ার বাসিন্দা শুভজিৎ হাজরার সঙ্গে ২০১৯ সালে দেখাশোনা করে বিয়ে হয় বরাহনগরের রিয়া হাজরার। রিয়ার দাবি, বিবাহের পর থেকেই স্বামীর আচরণে অস্বাভাবিক কিছু বিষয় তাঁর নজরে আসে; বিশেষত ননদের সঙ্গে অতিরিক্ত ঘনিষ্ঠতা। এ নিয়ে আপত্তি জানালে, শুরু হয় মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন। রিয়ার অভিযোগ, প্রায়ই তাঁকে একা রেখে গভীর রাত অবধি দিদির সঙ্গে সময় কাটাতেন শুভজিৎ, বাইরে যাওয়া বা সামাজিক যোগাযোগে বাধা দিতেন। ত্বক-রং ও চেহারা নিয়ে কটূক্তি এবং গায়ে হাত তোলাও নিত্য ঘটনা হয়ে ওঠে। পরিস্থিতি চরমে পৌঁছয় ১০ আগস্ট। ১৪ মাসের শিশুকে কোলে নিয়ে তাঁকে বাড়ি থেকে বের করে দেওয়া হয়। প্রতিবেশীরা সাময়িকভাবে ফিরিয়ে দিলেও পরে ফের হামলার শিকার হন তিনি। শুভজিৎ নাকি স্পষ্ট জানান, দিদির সঙ্গেই থাকবেন এবং স্ত্রীকে এই সম্পর্ক মেনে নিতে হবে। মালিপাঁচঘড়া থানায় রিয়া ৪৯৮এ ধারা-সহ হত্যার চক্রান্তের অভিযোগ দায়ের করেছেন। এরপর থেকে স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির সবাই পলাতক। রিয়ার বাবার উপরও হামলার অভিযোগ ওঠে।

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ALLAHABAD
কৃষ্ণনগর মেইন ব্রাঞ্চ,
ডি.এল. রায় রোড, বউবাজার, নদীয়া, পঃবঃ, পিন - ৭৪১১০১

সংশোধনী

কৃষ্ণনগর মেইন **ব্রাঞ্চের শ্রী রবীন কুমার চ্যাটার্জীর মর্টগেজ** করা সম্পত্তি সংক্রান্ত ই-অকশন বিক্রির বিজ্ঞপ্তি, যা এই সংবাদপত্রে ০৩.০৮.২০২৫ তারিখে প্রকাশিত হয়েছিল এবং যা ২০.০৮.২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত হবে, সেই বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত প্রপার্টি আইডিটি IDIB 10634633553-এর পরিবর্তে **IDIB10634633553A** হিসেবে পড়তে হবে। বিজ্ঞপ্তির বাকি সমস্ত তথ্য অপরিবর্তিত থাকবে। অসুবিধার জন্য আমরা দুঃখিত।

তারিখ: ১৪.০৮.২০২৫ — অনুমোদিত অফিসার
স্থান: কলকাতা — ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

# অভয়ার বাবা-মাকে খুন করার চক্রান্ত করছেন মমতা ব্যানার্জি: অর্জুন সিং



**নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর:** অভয়ার বাবা-মাকে খুন করার চক্রান্ত করছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। বুধবার জগদ্দলের মজদুর ভবনে সাংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বিস্ফোরক অভিযোগ করলেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। তাঁর অভিযোগ, অভয়াকে খুন করার পর কোনও প্রমাণ রাখেন নি মমতা ব্যানার্জি। বিনীত গোয়েলকে দিয়ে উনি সমস্ত প্রমাণ লোপাট করিয়েছেন। নবান্ন অভিযানে অভয়ার মাকে মারধরের প্রমাণ পর্যন্ত রাখা হয়নি। ক্যামেরায় নবান্ন অভিযানের সমস্ত ছবি আছে। অথচ অভয়ার মা-কে মারার ছবিটাই নেই। প্রাক্তন সাংসদের অভিযোগ, অভয়ার বাবা-মাকে খুন করার চক্রান্ত করছেন মমতা ব্যানার্জি। তাঁর দাবি, অভয়ার বাবা-মাকে অবিলম্বে জেড ক্যাটাগরির নিরাপত্তা দেওয়া উচিত। পদ্ম শিবিরের লড়াকু নেতার আরও অভিযোগ, পশ্চিমবাংলাকে 'প্রসারিত বাংলাদেশ' বানানোর চক্রান্ত করছেন মমতা ব্যানার্জি। এসআইআর অর্থাৎ ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনের উনি বিরোধিতা করছেন। তাঁর দাবি, দেশকে বাঁচাতে অবিলম্বে 'অল ইন্ডিয়া সার্ভিস রুল' লাগু করা উচিত। ভুয়ো ভোটার নিয়ে তাঁর অভিযোগ, যারা সৌদি আরব, আফগানিস্তান কিংবা পাকিস্তানে থাকেন, তাঁদের নাম রয়েছে বাংলার ভোটার তালিকায়। তাছাড়া যারা মারা গিয়েছেন। তাঁদের নামও ভোটার তালিকায় জ্বলজ্বল করছে। তাঁর অভিযোগ, মমতা ব্যানার্জি যেনতেন প্রকারে ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন প্রক্রিয়া আটকানোর চেষ্টা করছেন। এমনকি নিবিড় সংশোধনী প্রক্রিয়া রুখতে আদালতের দ্বারস্থ হচ্ছেন। প্রসঙ্গত, শুভেন্দু অধিকারীর 'কু-মন্তব্যের' অভিযোগ তুলে মঙ্গলবার কলকাতা প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক বৈঠক করেন কলকাতা পুলিশে কর্মরত পুলিশ আধিকারিক ও কর্মীদের স্ত্রীরা। এপ্রসঙ্গে প্রাক্তন সাংসদ তথা বিজেপি নেতা অর্জুন সিং দাবি করেন, ওই সাংবাদিক বৈঠকে পুলিশ কর্মীর স্ত্রীরা ছিলেন না। আশা কর্মী এবং হাসপাতালের কিছু কর্মীদের সাজিয়ে সাংবাদিক বৈঠকে আনা হয়েছিল। অনুব্রত মন্ডল যখন বোলপুর থানার আইসি-কে কটু কথা বলেছিলেন, তখন তাঁরা কেন প্রতিবাদ করেননি। এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন নি সাংবাদিক বৈঠকে থাকা মহিলারা। তিনি বলেন, নবান্ন অভিযানে দলীয় কর্মীদের ওপর বর্বরতার সঙ্গে আক্রমণ করেছে মমতার পুলিশ। পুলিশের এহেন আক্রমন নিয়ে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী সঠিক কথাই বলেছেন।

# পুলিশ হেপাজত

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** নবান্ন অভিযানের সময় পুলিশের ওপর হামলার অভিযোগে ধৃত চন্দন গুপ্তকে ব্যাঙ্কশাল আদালতে পেশ করা হলে, বিচারক ১৫ অগস্ট পর্যন্ত পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন। এ ঘটনায় রাজনৈতিক মহলেও উত্তেজনা ছড়িয়েছে। নবান্ন অভিযানের সময় পুলিশের ওপর হামলার অভিযোগে উত্তর ২৪ পরগনার বাসিন্দা চন্দন গুপ্তকে গ্রেপ্তার করছে কলকাতা পুলিশ। সূত্রের খবর, ঘটনার ভিডিয়ো ফুটেজ বিশ্লেষণ করে তাঁকে শনাক্ত করা হয়। বুধবার নিউ মার্কেট এলাকা থেকে তাঁকে আটক করা হয়। পুলিশের দাবি, অভিযুক্ত পুলিশের ওপর ইট-পাটকেল ছোড়া এবং ভাঙচুরে জড়িত ছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে খুনের চেষ্টা, সরকারি কাজে বাধা এবং ভাঙচুর-সহ একাধিক ধারায় মামলা হয়েছে। যদিও গেরুয়া শিবির একে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলেই দাবি করেছে।

## ওয়েবসোল এনার্জি সিস্টেম লিমিটেড

সিআইএন : L29307WB1990PLC048350
**রেজিঃ অফিস :** প্লট নং ৮৪৯, ব্লক-পি৪৮, প্রমথ চৌধুরি সরণি, ৩য় তল, নিউ আলিপুর, কলকাতা-৭০০০৫৩, ফোন: (০৩৩) ২৪০০০৪১৯
ইমেল: investors@webelsolar.com, ওয়েবসাইট: www.webelsolar.com

**৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ** (₹ কোটিতে)

| ক্র. নং | বিবরণ | তিন মাস সমাপ্ত | | | বর্ষ সমাপ্ত |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ৩০.০৬.২০২৫ | ৩১.০৩.২০২৫ | ৩০.০৬.২০২৪ | ৩১.০৩.২০২৫ |
| | | অনিরীক্ষিত | নিরীক্ষিত | অনিরীক্ষিত | নিরীক্ষিত |
| ১ | কার্যাদি থেকে মোট আয় | ২১৮.৭৫ | ১৭২.৯৯ | ১১১.৬০ | ৫৭৫.৪৬ |
| ২ | সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (কর এবং ব্যতিক্রমী দফা পূর্ব) | ৯০.৯৬ | ৬৫.৮৯ | ৩১.৮১ | ১৯৪.৪৭ |
| ৩ | কর পূর্ব সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী দফা পরবর্তী) | ৯০.৯৬ | ৬৫.৮৯ | ৩১.৮১ | ১৯৪.৪৭ |
| ৪ | কর পরবর্তী সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী দফা পরবর্তী) | ৬৭.১৮ | ৪৮.২৭ | ২২.৮৮ | ১৫৪.৭৪ |
| ৫ | এই সময়ের জন্য মোট ব্যাপক আয় (সময়কালের জন্য মুনাফা এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় নিয়ে গঠিত) | ৬৭.১০ | ৪৮.১৩ | ২২.৮২ | ১৫৪.৪১ |
| ৬ | ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (ফেস ভ্যালু ₹ ১০/-) | ৪২.২১ | ৪২.২১ | ৪২.২১ | ৪২.২১ |
| ৭ | পুনর্মূল্যায়ণ সংরক্ষণ ব্যতীত অন্যান্য ইক্যুইটি | - | - | - | ২৩৫.৮৪ |
| ৮ | শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি ₹ ১০/-) | | | | |
| | (ক) মৌলিক (₹) | ১৫.৯২ | ১১.৪৪ | ৫.৪২ | ৩৬.৬৬ |
| | (খ) মিশ্রিত (₹) | ১৫.৬৫ | ১১.২৫ | ৫.৪২ | ৩৬.১৭ |

দ্রষ্টব্য :
১. উপরোক্তটি সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ -এর রেগুলেশন ৩৩ অধীন স্টক এক্সচেঞ্জে ফাইল করা অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারাংশ।
২. আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট পাওয়া যাবে স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট যথা বিএসই ওয়েবসাইট (www.bseindia.com), এনএসই ওয়েবসাইট (www.nseindia.com) এবং কোম্পানির ওয়েসাইট (www.webelsolar.com) -এ।
৩. আর্থিক ফলাফলের উপরের বিবরণীটি নিরীক্ষা কমিটি দ্বারা পর্যালোচিত হয়েছে এবং ১১ আগস্ট, ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত পরিচালনা পর্ষদের সভায় অনুমোদিত হয়েছে।

পরিচালন পর্ষদের পক্ষে
স্বা/-
সোহন লাল আগরওয়াল
চেয়ারম্যান এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর

স্বাক্ষরের স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১১ অগস্ট, ২০২৫

## ২০১৬ সালের আইবিসি অধীনে বিক্রয় নোটিশ
মেসার্স অভিজিৎ টোল রোড (কর্ণাটক) লিমিটেড - দেউলিয়াগ্রস্ত
CIN: U45400WB2011PLC162615
**রেজি. অফিস :** এফই-৮৩, সেক্টর ৩, সল্টলেক সিটি, ১ম তল, কলকাতা - ৭০০১০৬
**লিকুইডেটরের অফিস :** পি-৪১, প্রিন্সেপ স্ট্রিট, ৩য় তল, স্যুট নং ২২২ এবং ২২৩, কলকাতা - ৭০০০৭০

মেসার্স অভিজিৎ টোল রোড (কর্ণাটক) লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্ত) এর সম্পদ বিক্রি যা দেউলিয়া এস্টেটের অংশ ২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড অধীনে ধারা ৩৫(এফ) এবং তৎসহ পঠিত ২০১৬ সালের আইবিবিআই (লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩২ এবং ৩৩ অধীনে মহামান্য ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইবুনাল, কলকাতা বেঞ্চ কর্তৃক ১৩ আগস্ট ২০২৪ তারিখে নিযুক্ত লিকুইডেটর কর্তৃক বিক্রি করা হবে। সংশ্লিষ্ট জমি নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ই-নিলাম প্ল্যাটফর্ম https://ibbi.baanknet.com/eauction-ibbi/auc-listing মাধ্যমে বিক্রি সম্পাদিত হবে।

| বিবরণ | ই-নিলামের তারিখ এবং সময় | সংরক্ষিত মূল্য (আইএনআর) | ইএমডি পরিমাণ | ডাক বৃদ্ধির পরিমাণ |
|---|---|---|---|---|
| দায়মুক্ত অ-কৃষি জমি পরিমাণ ১৮৭ বর্গ মিটার অংশত ব্যক্তিগত প্লট নং ৪৬, সার্ভে নং ৩৩২এ-৩৩৪এ-৩৩৮এ, অবস্থিত মৌজা জাপ সুধাগড় তালুক, সাব জেলা -পালি, জেলা : রায়গড়, মহারাষ্ট্র। | **০৮.০৯.২০২৫,** সময় অপরাহ্ন ২ টা এবং পরবর্তী। | **১,৮০,০০০ টাকা** এক লাখ আশি হাজার টাকা। | **১৮,০০০ টাকা** আঠেরো হাজার টাকা | **২০,০০০ টাকা** কুড়ি হাজার টাকা |

পর্যবেক্ষণ, টেন্ডার নথি এবং ইএমডি জমার শেষ তারিখ : ০৫.০৯.২০২৫
**প্রস্তাবিত নিলামের শর্তাবলী নিম্নরূপ :**
১. ই-নিলাম "যেখানে যেমন আছে", "যেখানে যা আছে", "যেমন অবস্থায় আছে" এবং "কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত" পরিচালিত হবে কারণ এই বিক্রয় কোনও ধরণের ওয়ারেন্টি এবং ক্ষতিপূরণ ছাড়াই ব্যাঙ্কনেট-এর অনুমোদিত পরিষেবা প্রদানকারী/প্ল্যাটফর্ম https://ibbi.baanknet.com/eauction-ibbi/auc-listing-এর মাধ্যমে করা হবে।
২. সম্পূর্ণ ই-নিলাম প্রক্রিয়ার বিস্তারিত শর্তাবলী সহ দরপত্র ফর্ম https://ibbi.baanknet.com/eauction-ibbi/auc-listing ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করা যাবে এবং লিকুইডেটর সুনীল চোরারিয়া-এর অফিস - এম- ৯৮৩১২৭৮৩২৬, ই-মেইল chorariamba@rediffmail.com-এও পাওয়া যাবে। দরদাতাদের প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে নির্ধারিত ফর্ম্যাটে প্রয়োজনীয় নথি জমা দিতে হবে।
৩. সম্ভাব্য দরদাতাকে কোডের ২৯এ ধারার অধীনে একটি অঙ্গীকারপত্র জমা দিতে হবে। যেকোনো পর্যায়ে যদি দরদাতা ইনসলভেন্সি অ্যান্ড দেউলিয়া কোড ২০১৬ এর ধারা ২৯এ এর প্রয়োজনীয়তা অনুসারে অযোগ্য বলে প্রমাণিত হন, তাহলে তার আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট (ইএমডি) বাজেয়াপ্ত করা হবে।
৪. লিকুইডেটরের যেকোনো বা সমস্ত দর গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার অথবা ই-নিলাম স্থগিত/স্থগিত/বাতিল করার অথবা ই-নিলাম থেকে যেকোনো সম্পত্তি বা তার অংশ প্রত্যাহার করার পূর্ণ অধিকার রয়েছে, যার কোনও কারণ উল্লেখ না করেই।
৫. বিক্রয়টি ইনসলভেন্সি অ্যান্ড দেউলিয়া কোড, ২০১৬ এর বিধান সাপেক্ষে হবে যা আইবিবিআই (লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশন, ২০১৬ এবং এর অধীনে করা অন্যান্য প্রযোজ্য নিয়ম, প্রবিধান বা সংশোধনের সাথে পঠিত হবে।

সুনীল চোরারিয়া
লিকুইডেটর
মেসার্স অভিজিৎ টোল রোড (কর্ণাটক) লিমিটেড-দেউলিয়াগ্রস্ত
আইবিবিআই রেজিস্ট্রেশন নং IBBI/IPA-002/IP-N01209/2022-2023/14078
এএফএ নং AA2/14078/02/30036 বৈধ ৩০ জুন ২০২৬ পর্যন্ত
মোবাইল ৯৮৩১২৭৮৩২৬
ই-মেইল : chorariamba@rediffmail.com/cirp.abhijeettoll@outlook.com

তারিখ : ১৩/০৮/২০২৫
স্থান : কলকাতা

## সূর্য্য ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্টস লিমিটেড

CIN: L65921WB1980PLC033204
রেজিস্টার্ড অফিস : ১৪/১বি এজরা স্ট্রিট কলকাতা পঃবঃ ৭০০০০১ ভারত
ই-মেল : slj2200@gmail.com

**৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ**
(টাকা লাখে)

| ক্র. নং. | বিবরণ | ত্রৈমাসিক সমাপ্ত | ত্রৈমাসিক সমাপ্ত | বর্ষ সমাপ্ত |
|---|---|---|---|---|
| | | ৩০-জুন-২০২৫ (অনিরীক্ষিত) | ৩০-জুন-২০২৪ (অনিরীক্ষিত) | ৩১-মার্চ-২০২৫ (নিরীক্ষিত) |
| ১ | মোট আয় কার্যাদি থেকে (নিট) | ০.০৮ | ০.০৬ | ৯৪.৯৮ |
| ২ | নিট লাভ/(ক্ষতি) ত্রৈমাসিকের জন্য (কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফাপূর্ব) | (১.৭৮) | (০.৬৩) | ৮৯.৫০ |
| ৩ | নিট লাভ/(ক্ষতি) ত্রৈমাসিকের জন্য কর পূর্ব (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী) | (১.৭৮) | (০.৬৩) | ৮৯.৫০ |
| ৪ | নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য কর পরবর্তী (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী) | (১.৭৮) | (০.৬৩) | ৬৬.৯৩ |
| ৫ | মোট ব্যাপক আয় সময়কালের জন্য [এই সময়ের লাভ/(ক্ষতি) (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরবর্তী)] | (১.৭৮) | (০.৬৩) | ৬৬.৯৩ |
| ৬ | ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন | ২০.০০ | ২০.০০ | ২০.০০ |
| ৭ | শেয়ার প্রতি আয় (১০/- টাকা প্রতিটি) | | | |
| | মৌলিক : | (০.৮৯) | ০.৩২ | ৩৩.৪৭ |
| | মিশ্রিত : | (০.৮৯) | ০.৩২ | ৩৩.৪৭ |

দ্রষ্টব্য :
ক) উপরোক্তটি সেবি (লিস্টিং অ্যান্ড আদার ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ -এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে ফাইল করা ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফরম্যাটের সারাংশ। ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ বিন্যাস স্টক এক্সচেঞ্জ এবং তালিকাভুক্ত সংস্থার ওয়েবসাইট, http://suryaindustrialdevelopments.in.net -এ উপলব্ধ।

ডিরেক্টর বোর্ডের পক্ষে
সত্য নারায়ণ সুরেকা
(DIN - 00567139)
ডিরেক্টর

তারিখ: ১৩ অগস্ট, ২০২৫
স্থান : কলকাতা

## উমা এক্সপোর্টস লিমিটেড

CIN: L14109WB1988PLC043934
রেজিস্টার্ড অফিস : গঙ্গা যমুনা অ্যাপার্টমেন্ট ২৮/১, শেক্সপীয়র সরণি, ২য় তল, কলকাতা-৭০০০১৭
ওয়েবসাইট: http://www.umaexports.net; ইমেল: rakesh@umaexports.net.in; ফোন নং : ০৩৩ ২২৮১১৩৯৬ / ১৩৯৭

**৩০ জুন, ২০২৫ সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত স্ট্যান্ডঅ্যালোন এবং কনসোলিডেটেড আর্থিক ফলাফলের সারাংশ** (লক্ষ টাকায়)

| ক্র. | বিবরণ | স্ট্যান্ডঅ্যালোন | | | | কনসোলিডেটেড | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ত্রৈমাসিক সমাপ্ত | | | বর্ষ সমাপ্ত | ত্রৈমাসিক সমাপ্ত | | | বর্ষ সমাপ্ত |
| | | ৩০-০৬-২০২৫ (অনিরীক্ষিত) | ৩১-০৩-২০২৫ (নিরীক্ষিত) | ৩০-০৬-২০২৪ (অনিরীক্ষিত) | ৩১-০৩-২০২৫ (নিরীক্ষিত) | ৩০-০৬-২০২৫ (অনিরীক্ষিত) | ৩১-০৩-২০২৫ (নিরীক্ষিত) | ৩০-০৬-২০২৪ (অনিরীক্ষিত) | ৩১-০৩-২০২৫ (নিরীক্ষিত) |
| ১ | কার্যাদি থেকে মোট আয় (নিট) | ২৯,৯৯৬.০৫ | ৪৫,২৬৫.৭৩ | ৩৬,৯৮৬.৪৭ | ১,৬৬,৮৩৮.৩১ | ৩০,০৩২.৯১ | ৪৫,৮৮১.৫৬ | ৩৯,৪৬৪.৭৩ | ১,৭২,৪০৪.৪০ |
| ২ | ত্রৈমাসিক / বর্ষের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পূর্ব) | ৩৫.৯৫ | (৭০৬.৬৯) | ৬১১.৪২ | ৯৫.৯৭ | ৫৪.১৭ | (৭০৯.৩১) | ৭৯৭.৯৯ | ৩৭৫.০২ |
| ৩ | কর পূর্ব ত্রৈমাসিক / বর্ষের নিট লাভ/(ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী) | ৩৫.৯৫ | (৭০৬.৬৯) | ৬১১.৪২ | ৯৫.৯৭ | ৫৪.১৭ | (৭০৯.৬৩) | ৭৯৭.৮৬ | ৩৭৪.৫৫ |
| ৪ | কর পরবর্তী সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী) | ২৫.০৮ | (৫৩০.৮৩) | ৪৬১.৪১ | ৭১.৮০ | ৪৩.২৩ | (৫৩৪.১৮) | ৬৪৭.৮৫ | ৩৪৯.৯৮ |
| ৫ | সময়কালের জন্য মোট আনুপুঙ্খিক আয় [(লাভ/ (ক্ষতি) সম্বিত সময়কালের জন্য (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য আনুপুঙ্খিক আয় (করের পরে)] | ২১.৯৯ | (৫৩০.৪৫) | ৪৫৫.২২ | ৮৩.০১ | ৫৭.৪৩ | (৫৩৪.৫৫) | ৬৫৪.১৭ | ৪০৫.৪৪ |
| ৬ | ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন | ৩,৩৮০.৯৮ | ৩,৩৮০.৯৮ | ৩,৩৮০.৯৮ | ৩,৩৮০.৯৮ | ৩,৩৮০.৯৮ | ৩,৩৮০.৯৮ | ৩,৩৮০.৯৮ | ৩,৩৮০.৯৮ |
| ৭ | পূর্ব বর্ষের নিরীক্ষিত ব্যালান্সসীটে প্রদর্শিতমতো সংরক্ষণ (পুনর্মূল্যায়ণ সংরক্ষণ ব্যতীত) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ৮ | শেয়ার প্রতি আয় (১০/- টাকা প্রতিটি) (চলতি এবং অচলতি কাজকর্মের জন্য) - | | | | | | | | |
| | মৌলিক | ০.০৭ | (১.৫৭) | ১.৩৬ | ০.২১ | ০.১৩ | ১.৫৮ | ১.৯২ | ১.০৪ |
| | মিশ্রিত | ০.০৭ | (১.৫৭) | ১.৩৬ | ০.২১ | ০.১৩ | ১.৫৮ | ১.৯২ | ১.০৪ |

দ্রষ্টব্য :
ক) উপরোক্তটি এসইবিআই (লিস্টিং অ্যান্ড আদার ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্ট) রেগুলেশন, ২০১৫ এর রেগুলেশন ৩৩ এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দায়ের করা ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিশদ বিন্যাসের একটি নির্যাস। ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাটি উপলব্ধ স্টক এক্সচেঞ্জ(গুলি) এবং তালিকাভুক্ত সংস্থার ওয়েবসাইট যথা http://www.umaexports.net/ -তে।
খ) উপরোক্ত আর্থিক ফলাফলগুলি অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা এবং সুপারিশ করা হয়েছিল এবং ১৩ অগস্ট, ২০২৫ -এ অনুষ্ঠিত তাদের নিজ নিজ সভায় কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত এবং রেকর্ডে নেওয়া হয়েছে।
গ) সেবি (লিস্টিং অ্যান্ড ওবলিগেশন অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস)) রেগুলেশনস ২০১৫ -এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে প্রয়োজনীয় সীমিত পর্যালোচনা কোম্পানির অডিটরগণ সম্পন্ন করেছে।

ডিরেক্টরস বোর্ডের পক্ষে
স্বা/-
রাকেশ খেমকা
DIN : 00335016
ম্যানেজিং ডিরেক্টর

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১৩ অগস্ট, ২০২৫

## ASHIANA HOUSING LIMITED

Regd. Off. : 5F Everest, 46/C, Chowringhee Road, Kolkata - 700071
Head off. : 304, Southern Park, Saket District Centre, Saket, New Delhi - 110017, Telephone number : 011-4265 4265
Official E-mail : investorrelations@ashianahousing.com, Website : www.ashianahousing.com
CIN : L70109WB1986PLC040864

**STATEMENT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2025**

(INR in Lakhs except EPS)

| Sl. No. | Particulars | STANDALONE | | | | CONSOLIDATED | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Quarter ended 30.06.2025 (Unaudited) | Quarter ended 31.03.2025 (Audited) | Quarter ended 30.06.2024 (Unaudited) | Year ended 31.03.2025 (Audited) | Quarter ended 30.06.2025 (Unaudited) | Quarter ended 31.03.2025 (Audited) | Quarter ended 30.06.2024 (Unaudited) | Year ended 31.03.2025 (Audited) |
| 1 | Total Income From Operations | 28,284 | 21,166 | 10,856 | 48,206 | 30,272 | 22,948 | 12,851 | 55,745 |
| 2 | Net Profit/(Loss) For The Period (Before Tax, Exceptional And /Or Extraordinary Items) | 1,774 | 2,667 | (443) | 3,352 | 1,805 | 2,629 | (457) | 3,119 |
| 3 | Net Profit/(Loss) For The Period Before Tax (After Exceptional And /Or Extraordinary Items) | 1,774 | 2,667 | (443) | 2,852 | 1,805 | 2,629 | (457) | 2,619 |
| 4 | Net Profit/(Loss) For The Period After Tax (After Exceptional And /Or Extraordinary Items) | 1,277 | 1,974 | (534) | 1,843 | 1,272 | 2,034 | (545) | 1,824 |
| 5 | Total Comprehensive Income For The Period [Comprising Profit / (Loss) For The Period (After Tax) And Other Comprehensive Income (After Tax)] | 1,319 | 2,018 | (511) | 1,875 | 1,327 | 2,085 | (511) | 1,886 |
| 6 | Equity Share Capital | 2,010 | 2,010 | 2,010 | 2,010 | 2,010 | 2,010 | 2,010 | 2,010 |
| 7 | Other Equity (excluding Revaluation Reserves) | 61,370 | 60,052 | 60,179 | 60,052 | 61,313 | 59,986 | 60,103 | 59,986 |
| 8 | Securities Premium Account | 14,359 | 14,359 | 14,359 | 14,359 | 14,359 | 14,359 | 14,359 | 14,359 |
| 9 | Debenture Redemption Reserve/ Capital Redemption Reserve* | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 10 | Networth | 77,776 | 76,458 | 76,585 | 76,458 | 77,719 | 76,392 | 76,508 | 76,392 |
| 11 | Paid up Debt Capital/ Outstanding Debt | 23,378 | 23,472 | 24,872 | 23,472 | 23,378 | 23,472 | 24,872 | 23,472 |
| 12 | Debt Equity Ratio | 0.31 | 0.34 | 0.32 | 0.34 | 0.31 | 0.34 | 0.32 | 0.34 |
| 13 | Earnings Per Share (Of Rs. 2/- Each) (For Continuing & Discontinued Operations)- Basic And Diluted | 1.30 | 1.99 | (0.51) | 1.85 | 1.31 | 2.06 | (0.51) | 1.86 |
| 14 | Debt Service Coverage Ratio | 2.75 | 1.33 | 0.55 | 1.16 | 2.78 | 1.31 | 0.54 | 1.13 |
| 15 | Interest Service Coverage Ratio | 3.03 | 2.83 | 0.60 | 1.48 | 3.06 | 2.81 | 0.59 | 1.44 |
| 16 | Security Cover available | 4.30 | 4.01 | 4.15 | 4.01 | 4.52 | 4.21 | 4.36 | 4.21 |
| 17 | Current Ratio | 1.37 | 1.37 | 1.57 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.59 | 1.37 |
| 18 | Long Term Debt to Working Capital Ratio | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.28 | 0.26 | 0.28 |
| 19 | Bad Debts to Accounts Receivable Ratio | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Current Liability Ratio | 0.90 | 0.90 | 0.86 | 0.90 | 0.88 | 0.88 | 0.84 | 0.88 |
| 21 | Total Debts to Total Assets Ratio | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.07 |
| 22 | Debtors Turnover Ratio | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Inventory Turnover Ratio | 0.10 | 0.16 | 0.05 | 0.16 | 0.10 | 0.19 | 0.06 | 0.19 |
| 24 | Operating Margin (%) | 9.37% | 19.47% | 6.08% | 18.18% | 8.85% | 17.79% | 5.04% | 15.30% |
| 25 | Net Profit Margin (%) | 4.51% | 9.33% | -4.92% | 3.82% | 4.20% | 8.86% | -4.24% | 3.27% |

Notes :
1) The Consolidated and Standalone Financial Results for the Quarter ended as on 30th June, 2025 have been reviewed by the Audit Committee in its meeting held on 08th August 2025, and approved by the Board of Directors at their meeting held on12th August, 2025.
2) The above results are an extract of the detailed format of the Financial Results for Quarter ended on 30th June, 2025 filed with stock exchanges pursuant to Regulation 33 & 52 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure requirements) Regulations, 2015. The full format of both these results, standalone and consolidated, are available on the stock exchange website(s) NSE **www.nseindia.com**, BSE **www.bseindia.com** and on Company's website **www.ashianahousing.com**
3) All the line items referred in Regulation 52(4) and 54(3) of the Securities and Exchange Board of India (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the pertinent disclosures have been reproduced here.
4) These results have been prepared in accordance with IND AS as per prescribed under Companies Act, 2013.
* The requirement for creating Debenture Redemption Reserve is not applicable on the company as per MCA notification number G.S.R. 574 (E) dated 16th August 2019. Maintenance of Capital Redemption Reserve is not applicable for the quarter ended on 30th June 2025. The Capital Redemption Reserve is appearing in accordance with the requirement of Companies Act,2013 on account of buy back of securities which was completed in August 2023.
The Company has not issued any preference shares.

For and on Behalf of the Board
Ashiana Housing Limited
Varun Gupta
(Wholetime Director)
DIN : 01666653

Place : Jaipur
Date : 12th August, 2025

ফর্ম নং আইএনসি-২৬
[২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ সংস্থান অধীনে]
কেন্দ্রীয় সরকার,
রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ সমীপে
কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক
কর্পোরেট ভবন, ৭ম তল, প্লট নং III এফ/১৬, AA-IIIF, রাজারহাট, নিউ টাউন, আকন্দকেশরী, কলকাতা - ৭০০১৩৫, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারার (৪) উপধারা এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ এর সাব-রুল (৫) এর ক্লজ (এ) সম্পর্কিত
এবং
**গ্রোফাস্ট রিয়েলটর্স প্রাইভেট লিমিটেড (CIN : U45400WB2008PTC130362)** রেজিস্টার্ড অফিস ৫৮, এন এন রোড, হিন্দ কলোনি, বাসু ভিলা, ২য় তল, কলকাতা - ৭০০০২৮, পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কিত
....দরখাস্তকারী
এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, সোমবার ১১ আগস্ট ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত বিশেষ প্রস্তুব অনুযায়ী কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস **"পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য"** থেকে **"জাতীয় রাজধানি দিল্লিতে"** স্থানান্তর নিমিত্ত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইন ১৩ ধারা অধীনে কেন্দ্রীয় সরকার সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করেছে।
যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে **বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in)** বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৪ দিনের মধ্যে **রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ কর্পোরেট ভবন, ৭ম তল, প্লট নং IIIএফ/১৬, AA-IIIF, রাজারহাট, নিউ টাউন, আকন্দকেশরী, কলকাতা - ৭০০১৩৫, পশ্চিমবঙ্গ** ঠিকানায় নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি অবেদনকারী কোম্পানির নিম্নে উল্লিখিত রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে :
৫৮, এন এন রোড, হিন্দ কলোনি, বাসু ভিলা, ২য় তল, কলকাতা - ৭০০০২৮, পশ্চিমবঙ্গ
আবেদনকারীর পক্ষে
গ্রোফাস্ট রিয়েলটর্স প্রাইভেট লিমিটেড
স্বা/-
মনোজ দত্ত
ডিরেক্টর
ডিন - ০৮৭২৫৩৩৩
তারিখ : ১৪.০৮.২০২৫
স্থান : কলকাতা

ফর্ম নং আইএনসি-২৬
[২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ সংস্থান অধীনে]
কেন্দ্রীয় সরকার,
রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ সমীপে
কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক
কর্পোরেট ভবন, ৭ম তল, প্লট নং III এফ/১৬, AA-IIIF, রাজারহাট, নিউ টাউন, আকন্দকেশরী, কলকাতা - ৭০০১৩৫, পশ্চিমবঙ্গ
২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারার (৪) উপধারা এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ এর সাব-রুল (৫) এর ক্লজ (এ) সম্পর্কিত
এবং
**নন স্টপ ট্রেডলিংক প্রাইভেট লিমিটেড (CIN : U51909WB2009PTC138687)** রেজিস্টার্ড অফিস ৮৫, ব্যানার্জি পাড়া রোড, কলকাতা - ৭০০০৪১, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত সম্পর্কিত
....দরখাস্তকারী
এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, মঙ্গলবার ১২ আগস্ট ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত বিশেষ প্রস্তুব অনুযায়ী কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস **"পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য"** থেকে **"জাতীয় রাজধানি দিল্লিতে"** স্থানান্তর নিমিত্ত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইন ১৩ ধারা অধীনে কেন্দ্রীয় সরকার সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করেছে।
যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে **বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in)** বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৪ দিনের মধ্যে **রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ কর্পোরেট ভবন, ৭ম তল, প্লট নং IIIএফ/১৬, AA-IIIF, রাজারহাট, নিউ টাউন, আকন্দকেশরী, কলকাতা - ৭০০১৩৫, পশ্চিমবঙ্গ** ঠিকানায় নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি অবেদনকারী কোম্পানির নিম্নে উল্লিখিত রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে :
৮৫, ব্যানার্জি পাড়া রোড, কলকাতা - ৭০০০৪১, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
আবেদনকারীর পক্ষে
নন স্টপ ট্রেডলিংক প্রাইভেট লিমিটেড
স্বা/-
মনোজ দত্ত
ডিরেক্টর
ডিন - ০৮৭২৫৩৩৩
তারিখ : ১৪.০৮.২০২৫
স্থান : কলকাতা

# বাংলা সিনেমার পাশে দাঁড়াল রাজ্য সরকার

**নিজস্ব প্রতিবেদন** রাজ্যের সমস্ত সিনেমা হল ও মাল্টিপ্লেক্সগুলিতে বাংলা ছবির দৈনন্দিন প্রদর্শনী বাধ্যতামূলক করল রাজ্য সরকার। বুধবার তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের জারি করা এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, রাজ্যের সব সিনেমা হল মাল্টিপ্লেক্সের প্রতিটি স্ক্রিনে বছরে ৩৬৫ দিনই অন্তত একটি প্রাইম টাইম শোতে বাংলা ছবি দেখাতেই হবে। প্রাইম টাইম হিসেবে বিকেল ৩টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত সময়কে নির্ধারণ করা হয়েছে।

২০১৮ সালের ১৪ সেপ্টেম্বরের পূর্ববর্তী নির্দেশিকা বাতিল করে এই নতুন বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে সরকার। বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পকে উৎসাহিত করতেই এই পদক্ষেপ বলে রাজ্যের তরফে জানানো হয়েছে। প্রয়োজন হলে ১৯৫৬ সালের তৈরি করা সিনেমা প্রদর্শন সংক্রান্ত নিয়ম কানুনেও সংশোধন আনা হবে বলে বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে। নির্দেশ অনুযায়ী, এই নিয়ম অবিলম্বে কার্যকর হবে এবং পরবর্তী নির্দেশ না আসা পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের প্রধান সচিব শান্তনু বসুর সই করা বিজ্ঞপ্তি ইতিমধ্যেই রাজ্যের অর্থ দপ্তর, ক্রীড়া, যুবকল্যাণ, বিদ্যুৎ, পর্যটন, কৃষি আয়কর দপ্তর, সিনেমা লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ, ইস্টার্ন ইন্ডিয়া মোশন পিকচার্স অ্যাসোসিয়েশন ও মাল্টিপ্লেক্স অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্ডিয়ার কাছে পাঠানো হয়েছে।



বাংলা ছবির শো টাইম নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই তরজা চলছে। বলিউডের বড় কোনও ছবি মুক্তি পেলে 'কোণঠাসা' হয়ে যায় বাংলা সিনেমা। এই অভিযোগ নতুন নয়। আগামী ১৪ আগস্ট মুক্তি পেতে চলেছে দেব-শুভশ্রী জুটির বহু প্রতীক্ষিত ছবি 'ধূমকেতু'। ধূমকেতুর বক্স অফিস সাফল্য বাংলা ছবির লক্ষ্মীলাভের ক্ষেত্রে বড় ফ্যাক্টর হতে পারে বলে মনে করছেন অনেকেই। কিন্তু, সমস্যা অন্যত্র। একই দিনে মুক্তি পাবে 'ওয়ার ২'। অভিযোগ, বলিউড ছবিটির পরিবেশকরা নাকি রাজ্যের সিঙ্গল স্ক্রিনগুলির কাছে শর্ত রেখেছে, চারটি শো দিতে হবে হিন্দিকে। অন্য কোনও সিনেমার সঙ্গে শো টাইম ভাগ করা হবে না বলেও দাবি তাদের। এমনটা হলে 'ধূমকেতু' প্রাইম টাইম নাও পেতে পারে। এরপরই গতকাল, বুধবার বাংলা ছবির স্বার্থে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বারস্থ হয় টলিউড। মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি লিখলেন প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, দেব, কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়, সৃজিত মুখোপাধ্যায়, নিসপাল সিং রানে, শ্রীকান্ত মোহতারা। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস গত সপ্তাহেই বৈঠক করেন সকলের সঙ্গে। সেই বৈঠকেই মন্ত্রী স্পষ্ট জানিয়ে দেন, বাংলায় গুরুত্ব পাবে বাংলা সিনেমা। অন্য ভাষার সিনেমাও চলবে, তবে তা বাংলা ছবিকে অবহেলা করে নয়। এরপরেই রাজ্য সরকার বাংলা সিনেমা প্রদর্শন বাধ্যতামূলক করে এই বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে।

সরকারি মহলের দাবি, এই পদক্ষেপে বাংলা ছবির বাজারে বড় রকম চাঙ্গাভাব আসবে। তবে মাল্টিপ্লেক্স মালিকদের একাংশের আশঙ্কা, নিয়মটি কার্যকর করতে গিয়ে কিছু সমস্যার মুখে পড়তে হতে পারে, বিশেষ করে ছোট শহরের ক্ষেত্রে যেখানে দর্শক টানার জন্য হিন্দি বা ইংরেজি ছবির উপর বেশি নির্ভর করা হয়।


**SBI** | **এসবিআই রঘুনাথপুর শাখা (০৮৫৪৪)** পোঃঅঃ - রঘুনাথপুর, জেলা - পুরুলিয়া, পিন - ৭২৩১৩৩ | [রুল-৮(১)] দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

**এইচবিএল অ্যাকাউন্ট নং - ৪০৩৯৫১৯১১৫৪**

যেহেতু,

নিম্নস্বাক্ষরকারী স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ এর নং-৩) অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর **রুল ৩** -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে **২৬.০৫.২০২৫** তারিখে একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি প্রদানপূর্বক **ঋণগ্রহীতা শ্রীমতী শ্রীপর্ণা নন্দী, পলাশ রায় চৌধুরীর (প্রয়াত ঋণগ্রহীতা) আইনসম্মত উত্তরাধিকারী। মেসার্স... উপলব্ধ নয়** -কে আহ্বান জানিয়ে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত অর্থ **১৬,০৯,২৬১.০০ টাকা + ইউআরআই এবং ২৭.০৩.২০২৫ (তারিখ) থেকে সুদ (ষোলো লক্ষ নয় হাজার দুইশো একষট্টি টাকা মাত্র)** উল্লিখিত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে বলা হয়েছিল।

**ঋণগ্রহীতা টাকার অঙ্ক পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন, সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর -এর রুল ৮ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩ এর সাব-সেকশন(৪) অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে ১২ অগাস্ট, ২০২৫ তারিখে।**

বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা/জামিনদার এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনও লেনদেন না করেন এবং সম্পত্তির কোনওপ্রকার লেনদেনে, **১৬,০৯, ২৬১.০০ টাকা + ইউআরআই এবং ২৭.০৩.২০২৫ (তারিখ) থেকে সুদ,** ব্যয় ইত্যাদি, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, **রঘুনাথপুর শাখার** ধার্য সাপেক্ষ হবে।

**ঋণগ্রহীতাগণের-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হতে।**

**স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ**

**সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী: পলাশ চৌধুরী পিতা- প্রয়াত অহীন্দ্রলাল রায় চৌধুরী।**

**৩.৭৪ ডেসিমেল পরিমাপের জমি এবং এর উপর ৯৪০ বর্গফুট পরিমাপের একতলা বাড়ি সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার মৌজা- বুন্দলা, জে.এল. নং- ১৬০, আর.এস. খতিয়ান নং ৪৫৫, হোল্ডিং নং- এন/৩৩৭, ওয়ার্ড নং- ০১, এল.আর. খতিয়ান নং-৫৭৬১, এল.আর. প্লট নং- ৪০৭৫-এর অন্তর্গত। সম্পত্তিটি রঘুনাথপুর পৌরসভার অন্তর্ভুক্ত, জেলা- পুরুলিয়া, পিন- ৭২৩১৩৩।**

**চৌহদ্দি:- উত্তরে-** প্লট নং- ৪০৭৫-এর অংশ, **পূর্বে-** ১১ ফুট কাঁচা রাস্তা, **দক্ষিণে-** প্লট নং- ৪০৮৬ এবং ৪০৮৭ -এর অংশ, **পশ্চিমে-** প্লট নং- ৪০৭৫-এর অংশ।

তারিখ: ১২.০৮.২০২৫ — (অনুমোদিত অফিসার)
স্থান: পুরুলিয়া — স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া



ইন্ডিয়ান বাঁক Indian Bank | ইলাহাবাদ ALLAHABAD | ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক জোনাল অফিস কলকাতা সেন্ট্রাল ১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৩য় এবং ৪র্থ তল, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ -৭০০০০১ | **দাবি নোটিশ**

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশ

১. **মেসার্স কৃষ্ণ এন্টারপ্রাইজেস (স্বত্বা : শ্রীমতি মোনালিসা দাস)**
ঠিকানা : একতলা, ২৩সি, ডা. সুরেশ ব্যানার্জি রোড (নন্দী হাউস), ওয়ার্ড নং ৩৪, বেলিয়াঘাটা মেন রোড, কলকাতা : ৭০০০১০।

২. **শ্রীমতি মোনালিসা দাস-ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা (স্বত্বা : মেসার্স কৃষ্ণ এন্টারপ্রাইজেস),**
ঠিকানা : একতলা, ২৩সি, ডা. সুরেশ ব্যানার্জি রোড (নন্দী হাউস), ওয়ার্ড নং ৩৪, বেলিয়াঘাটা মেন রোড, কলকাতা : ৭০০০১০।

**বিষয় : মেসার্স কৃষ্ণা এন্টারপ্রাইজেস (প্রোপ. শ্রীমতি মোনালিসা দাস) এর নামে ইন্ডিয়ান ব্যাংক, ভবানীপুর শাখায় আপনার ঋণ অ্যাকাউন্ট - রেজিস্ট্রেশন অ্যাকাউন্ট নং - ৬৪৩৭২৮৭৬০৮**

আপনাদের মধ্যে প্রথমজন একজন মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান। আপনাদের মধ্যে দ্বিতীয়জন হলেন ঋণগ্রহীতা এবং মালিক এবং বন্ধকগ্রহীতা (গণ) যারা ব্যাংক থেকে নেওয়া ঋণ অ্যাকাউন্টের নিরাপত্তা হিসাবে আপনার সম্পদ প্রদান করেছেন।

আপনার অনুরোধে, ব্যাংকিং ব্যবসার সময়, নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি অনুমোদিত হয়েছিল এবং আপনারা উভয়েই তা গ্রহণ করেছিলেন।

| সুবিধার প্রকৃতি | অ্যাকাউন্ট নাম্বার | মঞ্জুরিকৃত পরিমাণ |
|---|---|---|
| MSME-MIC-SRV-PBILL-CC/OD | ৬৪৩৭২৮৭৬০৮ | ১৯ লাখ টাকা |

আপনাদের মধ্যে দ্বিতীয়জন উল্লিখিত প্রতিটি সুবিধার জন্য নিম্নলিখিত নথিগুলি সম্পাদন করেছেন

| সুবিধার প্রকৃতি | নথিতথ্যাদির ধরণ |
|---|---|
| MSME-MIC-SRV-PBILL-CC/OD -6437287608 | ১. অনুমোদনের স্বীকৃতি।<br>২. দাবির প্রতিশ্রুতিপত্র।<br>৩. ঋণগ্রহীতা, বন্ধকদাতা কর্তৃক হলফনামায় ঘোষণা।<br>৪. অস্থাবর সম্পত্তির বন্ধক চুক্তি।<br>৫. বন্ধকদাতার পত্র যা মালিকানা দলিল ইত্যাদি জমা দেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করে। |

উক্ত ঋণের পরিশোধ ২৩-সি, সুরেশ চন্দ্র ব্যানার্জি রোড, ৩৪ নং ওয়ার্ড, বেলিয়াঘাটা রোড, কলকাতা - ৭০০০১০-এ অবস্থিত সম্পত্তি বন্ধক দ্বারা সুরক্ষিত, যা এখানে আপনার দ্বিতীয় ব্যক্তির মালিকানাধীন।

একাধিকবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও আপনি সুদ সহ বকেয়া পরিমাণ আদায় না দেওয়ায় আপনাদের সকলকে এবং ব্যক্তিগতভাবে যৌথভাবে এবং পৃথকভাবে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিতে খেলাপী করেছেন। ঋণ অ্যাকাউন্ট ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ইস্যুকৃত নির্দেশাবলি/ নির্দেশ মোতাবেক **২৮.১১.২০১৭** তারিখ থেকে নন পারফর্মিং অ্যাসেট হিসেবে শ্রেণিভুক্ত হয়েছে।

**....২৮.০৭.২০২৫** অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ আদায়যোগ্য নিম্নোক্ত মতে ।

| সুবিধা | অ্যাকাউন্ট নাম্বার | ২৮.০৭.২০২৫ অনুযায়ী বুক ও/এস | ২৮.০৭.২০২৫ অনুযায়ী এমওআই | ২৮.০৭.২০২৫ অনুযায়ী এমএলই/ এমওএক্স | মোট আইএনআর (রাউন্ডেড অফ) ২৮.০৭.২০২৫ অনুযায়ী |
|---|---|---|---|---|---|
| MSME-MIC-SRV-PBILL-CC/OD | ৬৪৩৭২৮৭৬০৮ | ১৯,০০,৭৫৪.০০ | ৪০,৪৯,৪০২.০০ | ৬৯,২৩৮.৪০ | ৬০,১৯,৩৯৪.০০ |

২০০২ সালের আর্থিক সম্পদের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্টের অধীনে মেয়াদী ঋণগ্রহীতা বলতে বোঝায় যে কোনও ব্যক্তি যাকে ব্যাংক কর্তৃক আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে অথবা যিনি ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত আর্থিক সহায়তার জন্য কোনও গ্যারান্টি দিয়েছেন বা কোনও বন্ধক রেখেছেন।

অতএব, আপনাদের সকলকে এবং আপনাদের প্রত্যেককে **২৮.০৭.২০২৫** তারিখে প্রদেয় পরিমাণ **৬০,১৯,৩৯৪.০০ টাকা** (যাট লাখ উনিশ হাজার তিনশ চুরানব্বই টাকা) সুদের খরচ এবং অন্যান্য চার্জ সহ ব্যাংকের নিয়ম অনুসারে এই তারিখ থেকে ধারা ১৩(২) এর অধীনে জারি করা এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত পরিশোধ করার জন্য বলা হচ্ছে, অন্যথায় ব্যাংক উক্ত আইনের অধীনে আপনার সাথে আর কোনও যোগাযোগ ছাড়াই নিরাপত্তা স্বার্থ প্রয়োগের অধিকার প্রয়োগ করতে বাধ্য থাকবে। এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে যদি আপনি আপনার দায় সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন, তাহলে ব্যাংক আইনের ধারা ১৩ (৪) এর অধীনে তফসিলে প্রদত্ত সুরক্ষিত সম্পদের বিপরীতে তার প্রয়োগকারী অধিকার প্রয়োগ করবে।

এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে এবং আপনি দাবি মেনে নিতে ব্যর্থ হলে, ব্যাংক আইনের অধীনে তার অধিকার প্রয়োগের জন্য দখল গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে আইনের ধারা ১৩(১৩) এর বিধান অনুসারে, ব্যাংকের পূর্ব লিখিত সম্মতি ছাড়া এই নোটিশের তারিখের পরে বিক্রয়, ইজারা বা অন্য কোনও উপায়ে সুরক্ষিত সম্পদের (এখানে বর্ণিত তফসিলে প্রদত্ত) কোনও হস্তান্তর করা হবে না।

উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই যে এই নোটিশটি ব্যাংকের কাছে উপলব্ধ অন্য কোনও প্রতিকারের ক্ষতি না করেই আপনাকে জ্ঞাত করা হয়েছে। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে এই নোটিশটি ডিআরটি/ডিআরএটি আদালতের ডিআরটি/আরও-এর সমীপে বর্তমানে বিচারাধীন কার্যক্রম এগিয়ে নেওয়ার এবং প্রাপ্ত/প্রাপ্ত হওয়ার আদেশ/ডিক্রি কার্যকর করার জন্য ব্যাংকের অধিকারকে ক্ষতিগ্রস্থ না করেই জারি করা হয়েছে।

অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে আপনার পক্ষ থেকে জারি করা এবং প্রতিষ্ঠিত বকেয়া বিল, ব্যাংক গ্যারান্টি এবং ঋণপত্রের পাশাপাশি অন্যান্য সম্ভাব্য দায়বদ্ধতার অধীনে উদ্ভূত দায় পরিশোধের জন্য ব্যাংক আপনাকে আহ্বান করার অধিকার সংরক্ষণ করে।

আমরা সারফেসি আইনের ধারা ১৩(৮) এবং এর অধীনে প্রণীত নিয়মাবলীর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, যার অধীনে সিকিউরিটিজের উপর আপনার উদ্ধার অধিকার সম্পর্কিত।

নিম্নস্বাক্ষরকারী এই নোটিশ জারি করার জন্য এবং উপরোক্ত ধারা ১৩ এর অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করার জন্য ব্যাংকের একজন যথাযথভাবে অনুমোদিত কর্মকর্তা।

**তপশিল**

**নিম্নোক্ত মতে জামিনদত্ত সম্পদের নির্দিষ্ট বিস্তারিত :**

**সম্পত্তি :** সংশ্লিষ্ট সকল একতলা (পিছনের দিকে), উত্তর-পশ্চিম অংশে পরিমাণ কমবেশি ৬০৩ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ জমি, দুই বেড রুম, এক টয়লেট, এক কিচেন,এবং চওড়া লবি ২২ বছরের পুরানো ভবনে সিমেন্টের মেঝে, প্রেমিসেস নং ২৩সি, ডা. সুরেশ চন্দ্র ব্যানার্জি রোড (নন্দী হাউস) কলকাতা পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ৩৪ অধীন, থানা : বেলিয়াঘাটা, কলকাতা : ৭০০০১০। **প্রেমিসেস এর চৌহদ্দি দলিল অনুযায়ী : উত্তরে :** ৮ ফুট চওড়া সড়ক; **দক্ষিণে :** স্বরূপ দাসের সম্পত্তি; **পূর্বে :** ভবেশ মিত্রর সম্পত্তি; **পশ্চিমে :** ৪ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ।

**পূর্বের দাবি নোটিশ ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ধারা ১৩(২) অধীনে ইস্যুকৃত প্রত্যাহৃত।

তারিখ : ২৯.০৭.২০২৫, স্থান : কলকাতা — স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক



ইন্ডিয়ান বাঁক Indian Bank | ইলাহাবাদ ALLAHABAD | **জোনাল অফিস : কলকাতা সেন্ট্রাল** ১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ২য় এবং ৩য় ফ্লোর, কলকাতা - ৭০০ ০০১ | **স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি**

**পরিশিষ্ট - ৪ - এ [রুল ৮(৬) এবং ৯(১) -এ বন্দোবস্ত দেখুন]**

**সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ এর রুল ৮(৬) এবং ৯(১) -এর বন্দোবস্তের সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল এ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে স্থাবর/অস্থাবর পরিসম্পাদি বিক্রয়-এর জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।**

সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা (গণ) এবং জামিনদার(গণ)কে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে নিচে বর্ণিত বন্ধকীকৃত/ চার্জকৃত স্থাবর সম্পত্তি যার **প্রতীকী দখল** নিয়েছেন **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, এসএমই ফিনান্স শাখা, (সুরক্ষিত ঋণদাতা)** -এর অনুমোদিত আধিকারিক, যা বিক্রি হবে "**যেখানে যেমন আছে**", "**সেখানে যা আছে**", এবং "**সেখানে যা কিছু আছে ভিত্তিতে**", আগামী **০১.০৯.২০২৫** তারিখে **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, এসএমই ফিনান্স শাখা, কলকাতা (সুরক্ষিত পাওনাদার)** -এর প্রাপ্য **১,৯৩,৫৯,৭৬৬.০০ টাকা** (এক কোটি তিরানব্বই লক্ষ উনষাট হাজার সাতশো ছেষট্টি টাকা মাত্র) এবং **০৯.০৭.২০২৫** থেকে তার উপর সুদ, খরচ ও অন্যান্য চার্জ আদায়ের জন্য **শ্রী অচিন্ত্যসুন্দর দীর্ঘাঙ্গী** পিতা- প্রয়াত অতিন্দ্র সুন্দর দীর্ঘাঙ্গী, ঠিকানা- ৪৩১/১, শরৎ চ্যাটার্জি রোড , পোস্ট অফিস - শিবপুর বাতাইতা, থানা - শিবপুর, জেলা- হাওড়া, পিন - ৭১১১০৩। **এছাড়াও ঠিকানা-** পঞ্চম ফ্লোর, হোল্ডিং নং ৪৪/৪, চৌধুরী পাড়া লেন, হাওড়া পৌর কর্পোরেশনের অধীনে, ওয়ার্ড নং ৪৪, থানা - চ্যাটার্জিহাট (পূর্বে শিবপুর), জেলা - হাওড়া, পিন - ৭১১১০৪। **এছাড়াও ঠিকানা-** গ্রাউন্ড ফ্লোর ৪৪/৫, চৌধুরী পাড়া লেন, হাওড়া পৌর কর্পোরেশনের অধীনে, ওয়ার্ড নং ৪৪, থানা - চ্যাটার্জিহাট (পূর্বে শিবপুর), জেলা - হাওড়া, পিন - ৭১১১০৪। **এছাড়াও ঠিকানা-** গ্রাউন্ড ফ্লোর, হোল্ডিং নং ৫৬/২/১, দেশপ্রাণ শাসমল রোড, হাওড়া পৌর কর্পোরেশন, ওয়ার্ড নং ২৩, থানা - ব্যাঁটরা, জেলা - হাওড়া, পিন - ৭১১১০১। **এছাড়াও ঠিকানা-** চতুর্থ ফ্লোর, ফ্ল্যাট নং ৪ডি, উত্তর দিকে প্রেমিসেস নং ৫১, কালীপদ মুখার্জি রোড, ওয়ার্ড নং ১২২, বরো নং ১৩, থানা - হরিদেবপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা (কেএমসি-এর অধীনে), পিন - ৭০০০০৮। **এছাড়াও ঠিকানা-** চতুর্থ ফ্লোর, ফ্ল্যাট নং ৪ই, প্রেমিসেস নং ৫১, কালীপদ মুখার্জি রোড, ওয়ার্ড নং ১২২, বরো নং ১৩, থানা- হরিদেবপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা (কেএমসি-এর অধীনে), পিন - ৭০০০০৮। **এছাড়াও ঠিকানা-** তৃতীয় ফ্লোর, হোল্ডিং নং ৪৪/৪, চৌধুরী পাড়া লেন, হাওড়া পৌর কর্পোরেশনের অধীনে, ওয়ার্ড নং ৪৪, থানা - চ্যাটার্জিহাট, শিবপুর, জেলা - হাওড়া, পিন , ৭১১১০৪ - এর থেকে।

ই-নিলাম মোডের মাধ্যমে বিক্রয়ে আনার উদ্দেশ্যে সম্পত্তির নির্দিষ্ট বিবরণ নীচে বর্ণনা করা হয়েছে।

| ক্র নং | ক) অ্যাকাউন্ট / ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম | স্থাবর সম্পত্তির বিশদ বিবরণ | সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া পাওনা | ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) সম্পত্তি আইডি ঙ) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন |
|---|---|---|---|---|
| ১. | ক) শ্রী অচিন্ত্যসুন্দর দীর্ঘাঙ্গী পিতা- প্রয়াত অতিন্দ্র সুন্দর দীর্ঘাঙ্গী, ৪৩১/১, শরৎ চ্যাটার্জি রোড , পোঃঅঃ- [illegible] খ) শাখা: এসএমই ফিনান্স শাখা, কলকাতা | **সম্পত্তি নং ০১ :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট নং ৫০২, পরিমাণ ১০৩৫ বর্গফুট কমবেশি সুপার বিল্ট আপ এরিয়া মার্বেল মেঝে সমন্বিত অবস্থিত ষষ্ঠতলে, ২ বেড রুম, ২ টয়লেট, ১ কিচেন, ১ লিভিং [illegible] | ১,৯৩,৫৯,৭৬৬.০০ টাকা (এক কোটি তিরানব্বই লক্ষ উনষাট হাজার সাতশো ছেষট্টি টাকা মাত্র)। ০৮.০৭.২০২৫ তারিখ অনুযায়ী এবং ০৯.০৭.২০২৫ থেকে কার্যকর তার ওপর সুদ, খরচ ও অন্যান্য চার্জ যুক্ত হবে। | **সম্পত্তি ১ :** ক) ৩৩,৭২,০০০.০০ টাকা (*) (তেত্রিশ লক্ষ বাহাত্তর হাজার টাকা মাত্র) খ) ৩,৩৭,২০০.০০ টাকা (তিন লক্ষ সাইত্রিশ হাজার দুইশো টাকা মাত্র), যা ই-নিলামের তারিখ ও সময়ের আগে পোর্টালে জমা দিতে হবে। গ) ১০,০০০.০০ টাকা (দশ হাজার টাকা মাত্র) ঘ) IDIB07555751375 ঙ) ব্যাংকের কাছে অজানা। চ) প্রতীকী দখল |
| | | **সম্পত্তি নং ২ :** [illegible] | | **সম্পত্তি ২ :** ক) ৪৮,০৭,০০০.০০ টাকা (*) (আটচল্লিশ লক্ষ সাত হাজার টাকা মাত্র) খ) ৪,৮০,৭০০.০০ টাকা (চার লক্ষ আশি হাজার সাতশো টাকা মাত্র), যা ই-নিলামের তারিখ ও সময়ের আগে পোর্টালে জমা দিতে হবে। গ) ১০,০০০.০০ টাকা (দশ হাজার টাকা মাত্র) ঘ) IDIB07555751375A ঙ) ব্যাংকের কাছে অজানা চ) প্রতীকী দখল |
| | | **সম্পত্তি নং ৩ :** [illegible] | | **সম্পত্তি ৩ :** ক) ২৫,৩৫,০০০.০০ টাকা (*) (পঁচিশ লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা মাত্র) খ) ২,৫৩,৫০০.০০ টাকা (দুই লক্ষ তিপ্পান্ন হাজার পাঁচশো টাকা মাত্র), যা ই-নিলামের তারিখ ও সময়ের আগে পোর্টালে জমা দিতে হবে। গ) ১০,০০০.০০ টাকা (দশ হাজার টাকা মাত্র) ঘ) IDIB07555751375B ঙ) ব্যাংকের কাছে অজানা চ) প্রতীকী দখল |
| | | **সম্পত্তি নং ৪ :** [illegible] | | **সম্পত্তি ৪ :** ক) ৫৩,৩৬,০০০.০০ টাকা (*) (তিপ্পান্ন লক্ষ ছত্রিশ হাজার টাকা মাত্র) খ) ৫,৩৩,৬০০.০০ টাকা (পাঁচ লক্ষ তেত্রিশ হাজার ছয়শো টাকা মাত্র), যা ই-নিলামের তারিখ ও সময়ের আগে পোর্টালে জমা দিতে হবে। গ) ১০,০০০.০০ টাকা (দশ হাজার টাকা মাত্র) ঘ) IDIB07555751375C ঙ) ব্যাংকের কাছে অজানা চ) প্রতীকী দখল |
| | | **সম্পত্তি নং ৫ :** [illegible] | | **সম্পত্তি ৫ :** ক) ২৪,৯৭,০০০.০০ টাকা (*) (চব্বিশ লক্ষ সাতানব্বই হাজার টাকা মাত্র) খ) ২,৪৯,৭০০.০০ টাকা (দুই লক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার সাতশো টাকা মাত্র), যা ই-নিলামের তারিখ ও সময়ের আগে পোর্টালে জমা দিতে হবে। গ) ১০,০০০.০০ টাকা (দশ হাজার টাকা মাত্র) ঘ) IDIB07595014913 ঙ) ব্যাংকের কাছে অজানা চ) প্রতীকী দখল |
| | | **সম্পত্তি নং ৬ :** [illegible] ৭০০০০৮, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা। **চৌহদ্দি : উত্তরে :** রাস বিহারী ঘোষের ভবন; **দক্ষিণে :** অন্যান্যর জমি; **পূর্বে :** শ্রী ডেভিড এবং শ্রী ঘোষের ভবন; **পশ্চিমে :** কালীপদ মুখার্জি রোড। **ফ্ল্যাটের চৌহদ্দি : উত্তরে :** অংশত খোলা জায়গা; **দক্ষিণে :** প্রবেশপথ, সিঁড়ি এবং অন্যান্যর ফ্ল্যাট; **পূর্বে :** অন্যান্যর ফ্ল্যাট; **পশ্চিমে :** অংশত খোলা জায়গা এবং সিঁড়ি, লিফট। | | **সম্পত্তি ৬ :** ক) ২৯,০১,০০০.০০ টাকা (*) (উনত্রিশ লক্ষ এক হাজার টাকা মাত্র) খ) ২,৯০,১০০.০০ টাকা (দুই লক্ষ নব্বই হাজার একশো টাকা মাত্র), যা ই-নিলামের তারিখ ও সময়ের আগে পোর্টালে জমা দিতে হবে। গ) ১০,০০০.০০ টাকা (দশ হাজার টাকা মাত্র) ঘ) IDIB07595013307 ঙ) ব্যাংকের কাছে অজানা চ) প্রতীকী দখল |

**যোগাযোগের বিশদ : ৭০০৩৩ ১৫২২৩**

**(*) বিক্রয় মূল্য সংরক্ষিত মূল্যের উপর হতে হবে**

**পরিদর্শনের তারিখ : ২১.০৯.২০২৫ থেকে ৩০.০৮.২০২৫; সময় : সকাল ১০.০০টা থেকে বিকাল ০৪.০০টা**

**ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ : ০১.০৯.২০২৫; সময় : সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ০৫.০০টা**

**ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম : https://baanknet.com**

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ** -এর পোর্টাল ওয়েবসাইট **(https://baanknet.com)** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ -এর হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০, ইমেইল আইডি- support.BAANKNET@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীদের হেল্প ডেস্কে উপলব্ধ অন্যান্য হেল্প লাইন নম্বরে যোগাযোগ করুন। **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ** এর সঙ্গে রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য অনুগ্রহ করে - **support.BAANKNET@psballiance.com** -এ যোগাযোগ করুন।

সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ছবি এবং অকশনের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন: **https://baanknet.com** এবং এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, **অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন, হেল্পডেস্ক নং : ৮২৯১২ ২০২২০।**

**দরদাতাদের https://baanknet.com ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।**

**দ্রষ্টব্য: এই বিজ্ঞপ্তিটি ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ) -এরও প্রতি**

তারিখ: ১১.০৭.২০২৫ — অনুমোদিত অফিসার
স্থান: কলকাতা — ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক



**ফর্ম বি**
**গণঘোষণা**
**(ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্সি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশনস্, ২০১৬-র রেগুলেশন ১২)**
**শমুক কনসালটেন্সি সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেডের স্টেকহোল্ডারদের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য**

| ক্র.নং | বিশেষ বিবরণ | বিশদ |
|---|---|---|
| ১. | কর্পোরেট ডেটরের নাম | **শমুক কনসালটেন্সি সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড** |
| ২. | কর্পোরেট ডেটরের সংস্থা গঠনের তারিখ | ০৫.০৬.২০০৩ |
| ৩. | যে কর্তৃপক্ষের অধীনে কর্পোরেট ডেটর সংগঠিত/ নিবন্ধভুক্ত | কোম্পানি নিবন্ধক, কলকাতা |
| ৪. | কর্পোরেট আইডেনটিটি নম্বর/কর্পোরেট ডেটরের লিমিটেড লায়াবিলিটি আইডেন্টিফিকেশন নং | U74140WB2003PTC096328 |
| ৫. | কর্পোরেট ডেটরের নিবন্ধভুক্ত দপ্তর এবং মুখ্য দপ্তরের ঠিকানা (যদি থাকে) | নিবন্ধিত অফিস: ৫এ, পাম অ্যাভিনিউ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, কলকাতা-৭০০০১৯ |
| ৬. | ইনসলভেন্সি রেজোলিউশন প্রসেস বন্ধের তারিখ | ৮ই অগাস্ট,২০২৫ |
| ৭. | কর্পোরেট ডেটরের লিকুইডেশন শুরুর তারিখ | ৮ই অগাস্ট,২০২৫ |
| ৮. | লিক্যুইডেটর হিসেবে ইনসলভেন্সি প্রফেশনালের নাম ও নথিভুক্ত নং. | মহেশ চাঁদ গুপ্তা রেজি. নং: IBBI/IPA-001/IP-P01489/2018-19/12304 |
| ৯. | লিক্যুইডেটরের ঠিকানা ও ই-মেল অ্যাড্রেস যা বোর্ডের কাছে নথিভুক্ত | এফই-২০২, সল্ট লেক সিটি, সেক্টর-৩, ১ম তল, কলকাতা-৭০০১০৬, ইমেল: mcgupta90@gmail.com |
| ১০. | লিক্যুইডেটরের ঠিকানা এবং ইমেল যার দ্বারা যোগাযোগ সম্ভব | মহেশ চাঁদ গুপ্তা ১১ ও ১১/১, বি.বি. গাঙ্গুলি স্ট্রিট, ১ম ফ্লোর, স্যুট নং-১, কলকাতা-৭০০০১২, mcgupta90@gmail.com |
| ১১. | দাবি জমাকরণের শেষ তারিখ | ৭ই সেপ্টেম্বর, ২০২৫ |

এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, মাননীয় ন্যাশনাল কোম্পানি ল' ট্রাইব্যুনাল, কলকাতা বেঞ্চ **শমুক কনসালটেন্সি সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড** -এর লিক্যুইডেশন শুরু করার নির্দেশ দিয়েছেন ৮ই অগাস্ট, ২০২৫ তারিখে ।

**শমুক কনসালটেন্সি সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড** -এর স্টেকহোল্ডারদের এতদ্দ্বারা আহ্বান জানানো হচ্ছে, তাঁদের দাবি প্রমাণক সহ জমা করার জন্য ৭ই সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে বা তার আগে, লিক্যুইডেটরের কাছে, দফা ১০ উল্লিখিত ঠিকানায়।

ফিনান্সিয়াল ক্রেডিটরগণ তাঁদের দাবি প্রমাণক জমা করবেন শুধুমাত্র বৈদ্যুতিন মাধ্যমে। অন্যান্য সকল ক্রেডিটরগণ তাঁদের দাবি প্রমাণক জমা করতে পারেন, ডাকযোগে বা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে।

দাবির মিথ্যা এবং বিভ্রান্তিকর প্রমাণক জরিমানা আকর্ষণ করতে পারে।

যেক্ষেত্রে একজন অংশীদারী লিকুইডেশন প্রক্রিয়াকরণের সময় তার দাবি জমা দেননি, সেখানে ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (কর্পোরেট পার্সনদের জন্য ইনসলভেন্সি রেজোলিউশন প্রসেস) রেগুলেশন, ২০১৬-এর অধীনে কর্পোরেট ইনসলভেন্সি রেজোলিউশন প্রক্রিয়াকরণের সময় সেই অংশীদারীর জমা দেওয়া দাবিগুলি ধারা ৩৮-এর অধীনে জমা দেওয়া হয়েছে বলে ধরা হবে।

**মহেশ চাঁদ গুপ্তা**
**শমুক কনসালটেন্সি সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেডের লিকুইডেটর**
**রেজি. নং: IBBI/IPA-001/IP-P01489/2018-2019/12304**
**এএফএ নং: AA1/12304/02/ 311225/107665 (৩১-১২-২০২৫ পর্যন্ত বৈধ)**
**তারিখ: ১৩-০৮-২০২৫ — রেজি. ঠিকানা: এফই-২০২, সল্ট লেক সিটি, সেক্টর-৩, ১ম তল, কলকাতা-৭০০১০৬**
**স্থান: কলকাতা — রেজি. ইমেল: mcgupta90@gmail.com**



AXIS FINANCE
**অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেড**
**(CIN : U65921MH1995PLC212675)**
অ্যাক্সিস হাউস, সি-২, ওয়াদিয়া ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার, পান্ডুরঙ্গ বুধকর মার্গ, ওরলি, মুম্বই - ৪০০ ০২৫

**ই-পাবলিক নিলাম-তথা-বিক্রয় নোটিশ**

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্স মেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয়ের জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ।

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা/গণ, জামিনদাতা/গণ এবং বন্ধকদাতা/গণের প্রতি বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে নিম্নে বর্ণিত নির্ধারিত ঋণদাতার নিকট বন্ধক/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি, অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেডের অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত**, নির্ধারিত ঋণদাতা, "**যেখানে যেমন আছে**", "**যেখানে যা আছে**", "**যেমন অবস্থায় আছে**" এবং "**কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত**" **২৯.০৮.২০২৫ তারিখে, ২৯,৮৩,৩৬৮ টাকা (উনত্রিশ লাখ তিরাশি হাজার তিনশ আটষট্টি টাকা) ০৫.০৮.২০২৫ অনুযায়ী [দাবি নোটিশ তারিখ ৩১.০১.২০২৪ অনুযায়ী বকেয়া সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে ইস্যুকৃত-- ২৪,৫১,৯৬৬ টাকা (চব্বিশ লাখ একান্ন হাজার নশো ছেষট্টি টাকা)]** চুক্তি মোতাবেক হারে পরবর্তী সুদ সহ খেলাপি/জরিমানা সুদ এবং অন্যান্য চার্জ সহ চূড়ান্ত আদায়/উশুল পর্যন্ত ঋণগ্রহীতা/ বন্ধকদাতাগণ/ জামিনদাতাগণের কাছ থেকে যেমন **(১) বাথ সলিউশনস (ঋণগ্রহীতা) (২) শ্রী রাম কিশোর বিনানি (প্রয়াত) (সহ-ঋণগ্রহীতা ১/বন্ধকদাতা ১) এবং (৩) শীতল বিনানি (সহ ঋণগ্রহীতা ২/বন্ধকদাতা ২)** কাছ থেকে বকেয়া আদায়ের জন্য। সম্পদের বিবরণ, সংরক্ষিত মূল্য (আরপি), বায়না জমা (ইএমডি) এবং বিক্রয়ের বিস্তারিত নিম্নোক্ত মতে :

**তপশিল -১**

**জামিনদত্ত স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত**

আশীর্বাদ রেসিডেন্সিয়াল ফ্ল্যাট নং ৪সি, ৫মতলে, দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে , প্রেমিসেস নং ৩৯, কবি নবীন সেন রোড, হোল্ডিং নং ১৬৭ (পুরানো), ২৮১ (নতুন), ওয়ার্ড নং ২৫, থানা : দম দম, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০২৮ পরিমাণ ১১০০ বর্গফুট।
**ভবন/প্লটের চৌহদ্দি :**
পূর্বে : ১৬ ফুট চওড়া সড়ক
পশ্চিমে : চাতাল এবং ২ তলা ভবন
উত্তরে : অন্যান্যর সম্পত্তি
দক্ষিণে : ১০ ফুট চওড়া সড়ক

**তপশিল -২**
**ই-নিলামের বিস্তারিত**

| সম্পত্তি/গুলির বিস্তারিত | তপশিল -১ অনুযায়ী |
|---|---|
| ই-নিলামের তারিখ এবং সময় | ২৯.০৮.২০২৫ **সময় :** বেলা ১১ টা থেকে বেলা ১২ টা দুপুর, প্রতিটি ৫ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সাপেক্ষে |
| টেন্ডার দাখিলের তারিখ এবং সময় | ২৬.০৮.২০২৫ বিকেল ৪ টার মধ্যে |

**সংরক্ষিত মূল্য : আইএনআর ৩১,১৮,৫০০ (একত্রিশ লাখ আঠার হাজার পাঁচশ টাকা) টাকা।**
*সংশ্লিষ্ট মূল্যের কমে ফ্ল্যাট/সম্পত্তিগুলি বিক্রি হবে না।

**বায়না জমা** (আরপি-র ১০ শতাংশ) : **৩,১১,৮৫০ (তিন লাখ এগার হাজার আটশ পঞ্চাশ টাকা) টাকা।**

**ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ :** ১,০০,০০০ (এক লাখ টাকা) টাকা

**যোগাযোগের ব্যক্তির বিস্তারিত এবং মোবাইল নং :** শ্রী সার্থক শর্মা, মো : ৭৯৮২৯৯২৩৬৬

বিক্রির নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে দেখুন ওয়েবসাইট : **https://sarfaesi.auctiontiger.net/EPROC/** এবং **www.axisfinance.in**।

**সংশ্লিষ্ট ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬)/ রুল ৯(১) অধীনে বিধিবদ্ধ ১৫ দিনের বিক্রয় নোটিশ।**

**সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬)/রুল ৯(১) অধীনে ঋণগ্রহীতাগণ, জামিনদাতাগণ এবং বন্ধকদাতাগণের প্রতি উক্ত ঋণ বিষয়ক এবং উক্ত উল্লিখিত তারিখ অনুযায়ী ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ।**

**তারিখ : ১৩.০৮.২০২৫** — **অনুমোদিত অফিসার**
**স্থান : নিউ দিল্লি** — **অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেড**



AXIS FINANCE
**অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেড**
(CIN : U65921MH1995PLC212675)
অ্যাক্সিস হাউস, সি-২, ওয়াদিয়া ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার, পান্ডুরঙ্গ বুধকর মার্গ, ওরলি, মুম্বই - ৪০০ ০২৫

**ই-পাবলিক নিলাম-তথা-বিক্রয় নোটিশ**

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্স মেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয়ের জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ।

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা/গণ, জামিনদাতা/গণ এবং বন্ধকদাতা/গণের প্রতি বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে নিম্নে বর্ণিত নির্ধারিত ঋণদাতার নিকট বন্ধক/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি, অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেডের অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত**, নির্ধারিত ঋণদাতা, "**যেখানে যেমন আছে**", "**যেখানে যা আছে**", "**যেমন অবস্থায় আছে**" এবং "**কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত**" **২৯.০৮.২০২৫ তারিখে ১,৭০,১৫,৯০৫ টাকা (এক কোটি সত্তর লাখ পনের হাজার নশো পাঁচ টাকা) ০৫.০৮.২০২৫ অনুযায়ী,** (দাবি নোটিশ তারিখ ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২২ অনুযায়ী বকেয়া সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে ইস্যুকৃত--৯৯,৩৯,৯২৪ টাকা (নিরানব্বই লাখ উনচল্লিশ হাজার নশো চব্বিশ টাকা) চুক্তি মোতাবেক হারে পরবর্তী সুদ সহ খেলাপি/জরিমানা সুদ এবং অন্যান্য চার্জ সহ চূড়ান্ত আদায়/উশুল পর্যন্ত ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতাগণ/জামিনদাতাগণের কাছ থেকে যেমন **(১) বিষ্ণুধাম এজেন্সিস প্রা. লি. (ঋণগ্রহীতা/ বন্ধকদাতা) (২) সত্য প্রকাশ শর্মা (সহ-ঋণগ্রহীতা) (৩) কাবেরি শর্মা (সহ-ঋণগ্রহীতা) (৪) জয়ন্ত মন্ডল (সহ-ঋণগ্রহীতা) (পরবর্তীতে একত্রে "ঋণগ্রহীতা" হিসেবে উল্লিখিত)** কাছ থেকে বকেয়া আদায়ের জন্য। সম্পদের বিবরণ, সংরক্ষিত মূল্য (আরপি), বায়না জমা (ইএমডি) এবং বিক্রয়ের বিস্তারিত নিম্নোক্ত মতে :

**তপশিল -১**

**জামিনদত্ত স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ**

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ দোকান ঘর নং ১এ, পরিমাণ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১৫১৫.৬ বর্গফুট, কমবেশি, ২য়তলে, "ওম প্লাজা" নামে বহুতল ভবনে নির্মিত সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ ৫ কাঠা ১২ ছটাক ৩২ বর্গফুট কমবেশি, অবস্থিত মৌজা : কোন্নগর, এবং সিএস এবং আরএস দাগ নং ১২০৫ এবং ১২০৫/১৪৬৭, সিএস খতিয়ান নং ৮১৭, আরএস খতিয়ান নং ৮২৪/১, এলআর দাগ নং ১৬১৫ এবং ১৬১৬, এলআর খতিয়ান নং ১৩৪২৯, জেএল নং ৭, এবং পুরসভা হোল্ডিং নং ১৫৪, ইন্দিরা গান্ধি রোড,ওয়ার্ড নং ৯, কোন্নগর পুরসভা অধীন (কোন্নগর মার্কেট), থানা : উত্তরপাড়া, জেলা : হুগলি। সম্পত্তির চৌহদ্দি :
পূর্বে : সম্পত্তি সিএস দাগ নং ১২২২ — পশ্চিমে :সম্পত্তি সিএস দাগ নং ১২০৫
উত্তরে : সম্পত্তি সিএস দাগ নং ১২০৫ — দক্ষিণে : মোবাইল স্টোরের সম্পত্তি।
সম্পত্তি রেজিস্ট্রিকৃ অফিস এডিএসআর উত্তরপাড়া এবং নথিভুক্ত নং ১, ভলুম নং ০৬২১-২০১৭, পৃষ্ঠা ১০৪৮৯৮ থেকে ১০৪৯২১, দলিল নং ০৬২১০৩৮৮৬-২০১৭ সালের, হস্তান্তরিত রেজিস্ট্রিকৃত দলিল তারিখ ১৪.১২.২০১৭।

**তপশিল -২**
**ই-নিলামের বিস্তারিত**

| সম্পত্তির/সমূহের বিবরণ | তপশিল -১ অনুযায়ী |
|---|---|
| ই-নিলামের তারিখ এবং সময় | ২৯.০৮.২০২৫ **সময় :** বেলা ১১ টা থেকে বেলা ১২ টা, প্রতিটির ক্ষেত্রে ৫ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সাপেক্ষে |
| টেন্ডার দাখিলের তারিখ এবং সময় | **তারিখ : ২৬.০৮.২০২৫** বিকেল ৪টার মধ্যে |

**সংরক্ষিত মূল্য : ৮২,৮৪,৯০৩ (বিরাশি লাখ চুরাশি হাজার নশো তিন টাকা) টাকা।**
* সংশ্লিষ্ট কমমূল্যে ফ্ল্যাট/সম্পত্তি সমূহ/ বিক্রি করা হবে না

**বায়না জমা** (আরপি-র ১০ শতাংশ) : **৮,২৮,৪৯০ টাকা (আট লাখ আঠাশ হাজার চারশ নব্বই টাকা)**

**টেন্ডার বর্ধিত করণ পরিমাণ :** ১,০০,০০০ টাকা (এক লাখ টাকা)।

**যোগাযোগের ব্যক্তির বিস্তারিত এবং মোবাইল নং :** শ্রী সার্থক শর্মা : ৯৮১০১৬৩৩১২

বিক্রয়ের নিময় এবং শর্তাদির বিস্তারিত জানতে দেখুন ওয়েবসাইট লিঙ্ক : **https://sarfaesi.auctiontiger.net/EPROC/** এবং **www.axisfinance.in**

**সংশ্লিষ্ট ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬)/ রুল ৯(১) অধীনে ১৫ দিনের বিধিবদ্ধ বিক্রয় নোটিশ**

**এই নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) অধীনে নোটিশ হিসেবে গণ্য করতে হবে ঋণগ্রহীতাগণ, জামিনদাতাগণ এবং বন্ধকদাতাগণকে উক্ত ঋণ বিষয়ে এবং উল্লিখিত তারিখে ই-নিলাম বিক্রয় অনুষ্ঠিত হওয়া সম্পর্কে।**

**তারিখ : ১৩.০৮.২০২৫** — অনুমোদিত অফিসার
**স্থান : নিউ দিল্লি** — অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেড

## সম্পাদকীয়

# পাশ হল স্পোর্টস বিল, এবার কি বদলাবে ভাবনাচিন্তা?

অবশেষে একটা বড় কাজ করল মোদি সরকার। সরকারের ১১তম বছরে এসে দেশের খেলাধুলোর মান ও পরিকাঠামো উন্নয়নে স্পোর্টস বিল পাশ হল লোকসভায়। বিল পেশ করে দেশের ক্রীড়ামন্ত্রী মনসুখ মাণ্ডব্যর ঘোষণা, ২০৩৬ সালে অলিম্পিকের আয়োজক দেশ হওয়াই আমাদের লক্ষ্য। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই কাজ শুরু করেছে সরকার। তারই প্রথম ও প্রধান পদক্ষেপ হল স্পোর্টস বিল। এদেশে বরাবরই চরম অবহেলিত একটি ক্ষেত্র হল খেলাধুলো। বিচ্ছিন্নভাবে কিছু সাফল্য এলেও সার্বিক ভাবে খেলাধুলোর আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে আমরা বেশ পিছনের সারিতেই এটা অস্বীকার করার ওপায় নেই। এই আবহে মোদি সরকারের স্পোর্টস বিল নতুন আশার সঞ্চার করেছে ক্রীড়ামহলে। ক্রীড়ামন্ত্রী বলছেন, দেশের ক্রীড়াক্ষেত্রে স্বচ্ছতা, দায়িত্বশীলতা এবং বিশ্বমানের পরিকাঠামোর জন্য এই বিল পাশ হওয়া অত্যন্ত জরুরি ছিল। বিশ্বের বৃহত্তম স্পোর্টস ইভেন্ট আয়োজনের ক্ষেত্রে সঠিক পরিকাঠামো প্রয়োজন।একদম সঠিক কথা। এর আগে নয়াদিল্লি সাফল্যের সঙ্গে দু'দুটি এশিয়ান গেমস, একটি কমনওয়েলথ গেমস আয়োজন করেছে। একবার ফিফার অনূর্ধ্ব ১৭ বিশ্বকাপ আয়োজন করারও নজির রয়েছে ভারতের। তাই এবার সঠিক ভাবেই অলিম্পিক আয়োজনের টার্গেট সামনে রাখা হয়েছে। এটা মানতেই হবে ১৯৮২-র এশিয়াড ও ২০১০-এর কমনওয়েলথ গেমসের দৌলতে দেশের খেলাধুলোর পরিকাঠামোয় উল্লেখযোগ্য বদল এসেছে। এবার অলিম্পিক আয়োজনের সুযোগ পেলে পরিকাঠামোর মান আরও উন্নত হবে এটা বলাই বাহুল্য। এর জেরে উপকৃত হবে খেলোয়াড়রা। পাশাপাশি এই বিলে আরও একটি বড় সংস্কারের দিক রয়েছে, তাহল ক্রীড়াসংস্থাগুলির পরিকাঠামো। যে দিকটা এতদিন অবহেলিত ছিল স্পোর্টস বিলের মাধ্যমে সে দিকেও নজর দিল সরকার। প্রতিটি ক্রীড়া সংস্থা এক ছাতার তলায় থাকবে। কেন্দ্রীয় সরকারের অনুদান পাবে। সেই তহবিল দিয়ে স্বচ্ছতার সঙ্গে সঠিক পরিকাঠামো গড়ে তোলা হচ্ছে কি না সবটাই থাকবে সরকারের নজরে।

## শব্দবাণ-৩৫৯

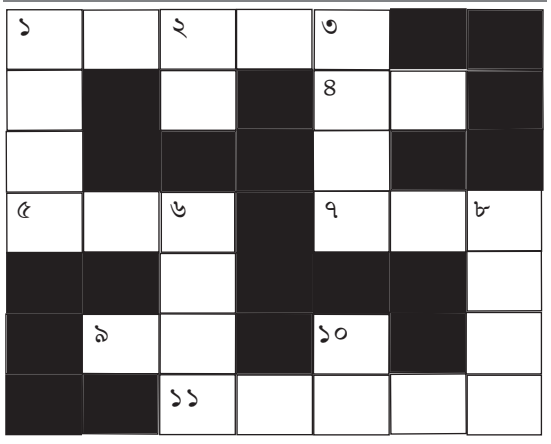



শুভজ্যোতি রায়

**সূত্র—পাশাপাশি:** ১. কৃতিত্বের নানান কাহিনি ৪. আক্কেল, তিক্ত অভিজ্ঞতা ৫. সময় ৭. তবু, তথাপি ৯. ঝরনা ১১. বহু লোকে মিলে কাউকে মারধর করা।

**সূত্র—উপর-নীচ:** ১. অনির্দিষ্ট কিছু একটা বিষয় বা বস্তু ২. ভবিষ্যতে, পরবর্তী সময়ে ৩. গভীর রাত্রি ৬. হিঙ্গুল ৮. হাঁসকে ডেকে আনার ধ্বনি ১০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছড়ার ছবির গল্প-র এক চরিত্র।

### সমাধান: শব্দবাণ-৩৫৮

**পাশাপাশি:** ১. কপালভাতি ৩. জানান ৫. বর্ষাতি ৭. তম্বুরা ৮. শহর ১০. অসংস্থান।

**উপর-নীচ:** ১. কল্পনা ২. ভাষাবংশ ৩. জান্নাত ৪. নররাক্ষস ৬. তিমির ৯. হনন।

## জন্মদিন

## আজকের দিন

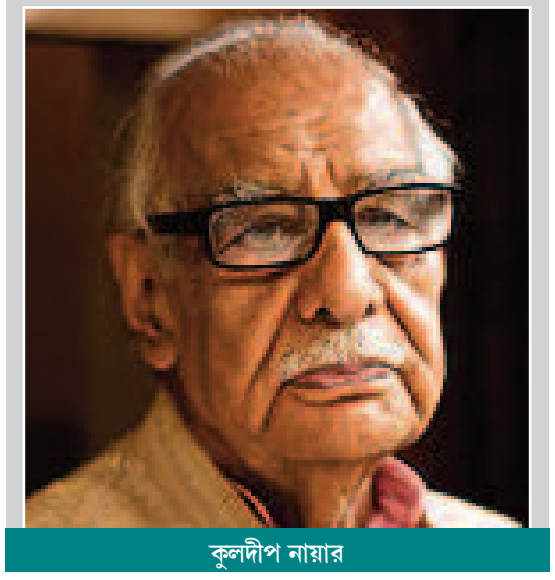



কুলদীপ নায়ার

১৯২৩ *বিশিষ্ট সাংবাদিক কুলদীপ নায়ারের জন্মদিন।*
১৯৫৭ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা জনি লিভারের জন্মদিন।*
১৯৮৩ *বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী সুনিধি চৌহানের জন্মদিন।*

# সাবধান! অস্থায়ী সুখে জীবন অস্বস্তিকর

**বাবুল চট্টোপাধ্যায়**

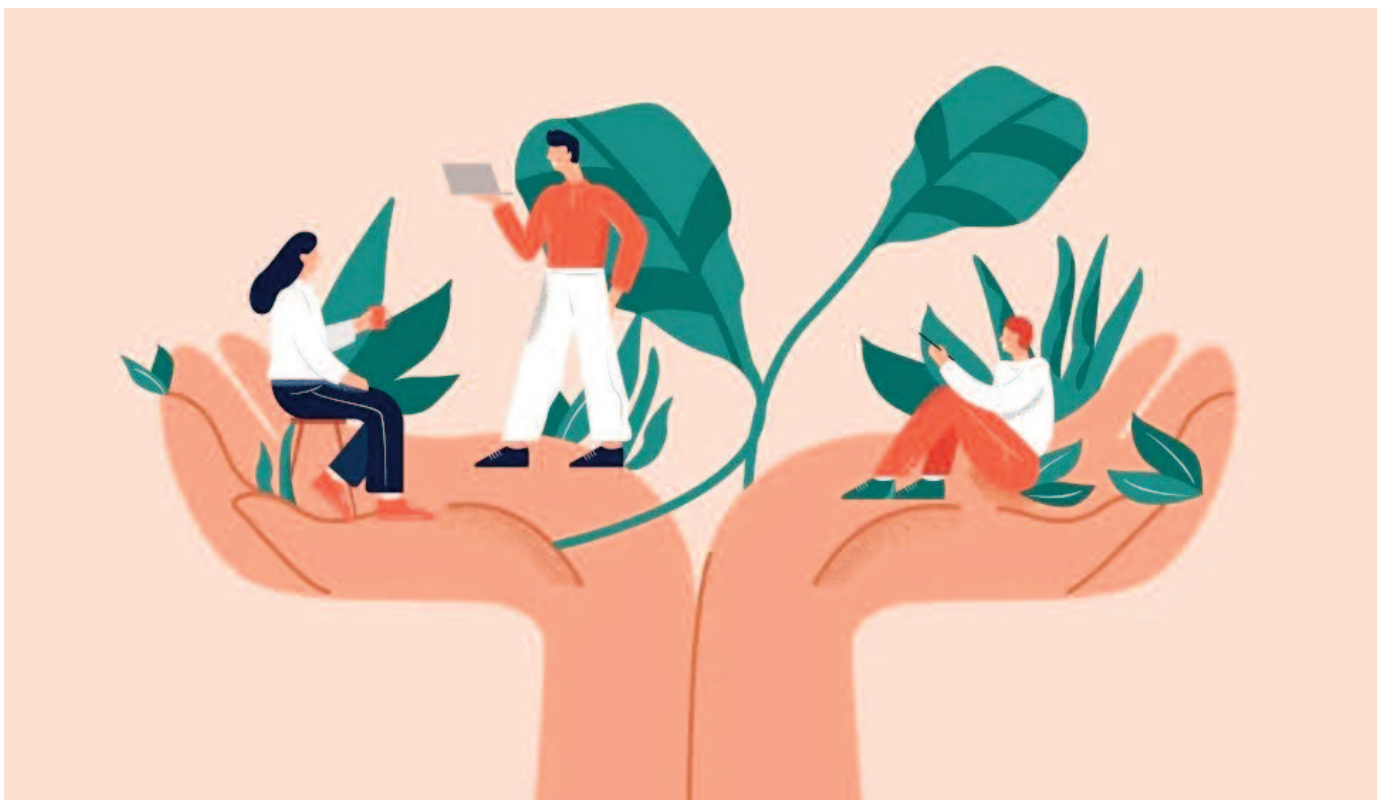



এমনটা ভাবার কোনো কারণ নেই যে আমরা খুব সুখে আছি। না, আমরা মোটেই সুখে নেই। আমরা জাস্ট বেঁচে আছি। আমাদের প্রত্যেকের জীবনে ভীষণ সমস্যা। লাখো লাখো সমস্যা। আর তার মধ্যে থেকে আমাদের বেঁচে থাকা। অনেকের আবার মরে মরে বেঁচে থাকা। এমন অনেক কিছুই আছে যা আপনি কাউকে শেয়ার করতে পারেন না। আপনার ভাল থাকা, আপনার মন্দ থাকা নিয়ে অনেকের মাথা ব্যথা। আবার কারো কাছে অপরকে নিয়ে ভাবার মোটেই টাইম নেই। যাদের নেই তাদের নেই। তাদের নিয়ে কিছু বলার নেই। তবে যাদের অন্যের পেছনে লাগা আছে — তাদের নিয়ে হাজারো প্রশ্ন চলে আসে। আসবার ই কথা। যখন আমায় আমার মত করে খুব কষ্ট বেঁচে থাকা তখন তুমি কিনা কোনো কষ্ট না করে অনেক হিংসা নিয়ে দিব্যি আছো! এমনটা তো হতে পারে না। ভুল বললাম। হতেও পারে। বরং এটাই আকছার হতে দেখা যায়। আপনি আমি আমাদের কি করা উচিত আর কি না করা উচিত নয়-- তাই নিয়ে আমরা বেশি ভাবতে চাই না। তাই বিপদ বাড়ে। অপরকে আপনি কেমন কি করে চিনবেন? খুব স্বাভাবিক। যখন দেখবেন আপনার উন্নতিতে অন্যের চরম হিংসা হচ্ছে। আপনি হয়রান হয়ে যাবেন এই ভেবে যে খুব সামান্য কারণেও কারো হিংসে হতে দেখে! হ্যাঁ হতে পারে। আর সেটা আপনি কারো কোনো ভালো কিছু করতে চাইলেও হতে পারে। দেখা গেলো আপনি করতে গেলেন ভালো আর হয়ে গেলো কালো। আর ঠিক এই কারণে আপনি হলেন খেলো। মানে আপনার জীবনে নেমে এলো এক কঠিন মেঘ-- কালো। যার কোন কুল কিনারা আপনি কিছুতেই কিচ্ছু বুঝে উঠতে পারছেন না। আপনার কোনো খারাপ অভিসন্ধি নেই তবুও কত কিচ্ছু ঘটে গেলো আপনার জীবনে! ভাবা যায়!

আরো অবাক হয়ে যাবেন যখন জানবেন আপনার খারাপ বা কোনো ক্ষতি কোনো পাড়া প্রতিবেশী করছে না বরং করছে যে লোক সে কিনা আপনার একান্ত আপনজন। আপনার রিলেশনের বা আপনার রক্তের। কি করবেন তখন? হাজারো বুঝিয়েও কোনো লাভ হয়নি। আসল কথা আপনি ফেদাপ। আপনি হয়তো এটা শুনেছেন ভাই ভাইয়ে যুদ্ধ। আপনি হয়তো এটা শুনেছেন মা ছেলের তিক্ত অভিজ্ঞতা। আপনি হয়তো এটা শুনেছেন দাম্পত্য কলহের কথা। শুনেছেন প্রতিবাদের কথা, নেশার কথাও। কিন্তু লক্ষ করার বিষয় হলো আপনি যা দেখছেন তাতে আপনার সমর্থন নেই কিন্তু সিস্টেম আছে। আপনি যদি সৎ হয়ে থাকেন তবে আপনার কোনো কিছুতেই কিছু অসুবিধা হবে না। ভগবান ঠিক আপনাকে রক্ষা করবেন। কিন্তু যারা চেষ্টা না করে কেবল হিংসা করে তাদের কোনো দিন ভালো হয় না। আপনি ভাবছেন এসব কেতাবি কথা। বাস্তবের সাথে এর কোনো মিল নেই। না, মোটেই তা নয়। আপনি কোনো কিচ্ছু চালাকি করে পেতে পারেন না। আপনি যা ভাবছেন তাতে নিষ্ঠা, সততা না থাকে তবে আপনার সুখ ক্ষণস্থায়ী। আপনাকে দীর্ঘস্থায়ী ভাবনার জন্যে অবশ্যই সৎ হতে হবে। আপনাকে কঠোর পরিশ্রমী হতে হবে। আপনার নিষ্ঠা আপনাকে ঠিক আপনাকে ঠিক এক জায়গায় নিয়ে যাবে যা আপনি চাইছেন। কিন্তু সমস্যা অন্য জায়গায়। অন্যে আপনাকে দেখা হিংসা করবে সেটা খুব স্বাভাবিক আজকের দিনে। কিন্তু তাবলে আপনি যখন নিজের লোক থেকে প্রতারিত হন তখন আপনার আর কিছু করার থাকে না।

কিন্তু কেনো এমন হয়। কারণ সমীক্ষায় দেখা গেছে আপনার জয় আপনার। তাতে আপনার যেমন আনন্দ অন্য কারো তেমন নয়। তাই তাতে যারা খুব উৎসাহ দেখায় তাদের ক্ষেত্রে এটা ধরে নিতে হবে যে তারা কিছুটা হলেও আপনার কাজে খুশি। এই অবধি ঠিকঠাক। তবে এই শ্রেনীর লোকেরও এখন অভাব। আর অভাব বলেই আমরা দেখতে পায় বারো বছর সংসার করার পর স্ত্রী তার স্বামীকে হাসপাতালে ফেলে চলে যেতে পারেন। সম্পত্তির লড়াই আর নতুন বিষয় নয়। কপাল ভালো থাকলে ছেলের টাকায় সংসার চলতে পারে। মেয়েটা কবেই বিগড়ে গেছে বাপ জেনেবুঝে চুপচাপ। কি করবে? বলতে গেলেই কেস খাবে। টাকা বানানোর চক্রান্তে কত মেয়েরা নিজেকে খেলাতে কত রিল বানাচ্ছে। মানে নামতে নামতে নিচের তলানিতে। কে থামাবে,কখন থামবে আমরা কি সেটা জানি না। তবে এটা জানি যা চলছে ভালো কিছু নয়। এটা যে নামছে সেও জানে। তবে ওইযে বললাম সবার ছোটাতে আমিও ছুটছি। আমাদের মোরাল একেবারে তলানিতে। আর সহ্য ক্ষেত্র একেবারে কমে গেছে। ভুল বললাম। একেবারে থেমে গেছে। আমরা এখন খুব দিশেহারা!

**সব সম্পর্কের মধ্যে দাম্পত্য একেবারে তলানিতে। কাহিল অবস্থা! পান থেকে চুন খসলেই গেলো গেলো রব। অনেক ফ্রিডম লাগবে মেয়েদের। অনেক স্বাধীনতা যা মুক্ত আকাশে বিচরণ করবে। পুরুষ দমনে তারা সম্পূর্ণ বদ্ধপরিকর। কারো আবার কোনো কথায় কোনো কাজ হবে না। নিজের মতো করে চলার আর দমন পদ্ধতি এখন তাদের অধিকারে চলে এসেছে। বিশ্বাস না হয় কোর্টে গিয়ে দেখুন কত সম্পর্ক ভাঙ্গছে জাস্ট ডিভোর্সের মাধ্যমে। আমরা এর থেকে কিছুতেই মুক্ত হতে পারছি না। না, কোনোভাবেই নয়। আসলে ভরসার জায়গাটা একেবারে আলগা হয়ে গেছে। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে যে ভরসা তা আর একেবারেই নেই। আমরা পুরুষদের দেখেছি তারা কতটা অসহায়। আর এর জন্যে সেই মহিলারা দায়ী যারা কিনা তাদের চাহিদার আবেগকে কন্ট্রোল করতে পারেন না। আমরা অবাক হয় এ কোন সমাজের মধ্যে দিয়ে আমরা চলছি। যেখানে কোনো ভালোবাসা নেই, কোনো বিশ্বাস নেই। ভরসা নেই কোনো কিছুতেই। আমি এমন একজনকে জানি যে কিনা তার স্বামীকে দু'বার মারার চেষ্টা করেছে। হ্যাঁ, জ্যোতিষী যেভাবে বলেছে।**

সব সম্পর্কের মধ্যে দাম্পত্য একেবারে তলানিতে। কাহিল অবস্থা! পান থেকে চুন খসলেই গেলো গেলো রব। অনেক ফ্রিডম লাগবে মেয়েদের। অনেক স্বাধীনতা যা মুক্ত আকাশে বিচরণ করবে। পুরুষ দমনে তারা সম্পূর্ণ বদ্ধপরিকর। কারো আবার কোনো কথায় কোনো কাজ হবে না। নিজের মতো করে চলার আর দমন পদ্ধতি এখন তাদের অধিকারে চলে এসেছে। বিশ্বাস না হয় কোর্টে গিয়ে দেখুন কত সম্পর্ক ভাঙ্গছে জাস্ট ডিভোর্সের মাধ্যমে। আমরা এর থেকে কিছুতেই মুক্ত হতে পারছি না। না, কোনোভাবেই নয়। আসলে ভরসার জায়গাটা একেবারে আলগা হয়ে গেছে। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে যে ভরসা তা আর একেবারেই নেই। আমরা পুরুষদের দেখেছি তারা কতটা অসহায়। আর এর জন্যে সেই মহিলারা দায়ী যারা কিনা তাদের চাহিদার আবেগকে কন্ট্রোল করতে পারেন না। আমরা অবাক হয় এ কোন সমাজের মধ্যে দিয়ে আমরা চলছি। যেখানে কোনো ভালোবাসা নেই, কোনো বিশ্বাস নেই। ভরসা নেই কোনো কিছুতেই। আমি এমন একজনকে জানি যে কিনা তার স্বামীকে দু'বার মারার চেষ্টা করেছে। হ্যাঁ, জ্যোতিষী যেভাবে বলেছে। ঠিক সেই মত চলেছে। কিন্তু না সেই স্বামী এখনই বেঁচে আছে। যেভাবে জ্যোতিষী বলেছিলেন সেভাবে চলার পরেও মরে নি। দীর্ঘ একমাস খাবারে নুন মেশালেও তাকে প্রাণে মারতে পারেনি। সে দিব্যি আছে। পুরুষটিকে মারার জন্যে রোজ ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে। আপনি ভাবছেন এই হতভাগ মনের কথা জানলো কি করে!আরে মহাশয় সে নিজে কোনো এক আবেগের সময় গল্প করেছিল। আমি এরকম আর একজনকে চিনি যে কিনা তার সৌন্দর্য থেকে কারো বেশি থাকতে পারে তা ভাবতেই পারে না। গায়ের রং শ্যামলা হলেও তার মতো অপরূপা নাকি ভূ ভারতে নেই। কিন্তু কাকে বলে ভাগ্যের পরিহাস। তার স্বামী জুটলো দারুন হ্যান্ডসাম। হলো এটাই ইগোর কারণ। সুতরাং ইগো ক্লাশ। সঙ্গে গেলে পুরুষ ও মহিলারও ওই স্বামীটির দিকে তাকাই। তারপর বহু জল পেরিয়ে মামলা কোর্ট পর্যন্ত গড়ায়। এমন তো আপনারা হামেশাই দেখবেন যে নিজের স্বামীটি কিভাবে বদনাম করছেন কত মহিলা। ছোট খাটো কত ঘটনা কত দুর বিস্তর পাচ্ছে।

খুন, আত্মহত্যা, রাহাজানি, ধর্ষণ কেন হয় তো আজ আর বলার কথা নয়। সমাজ একেবারে তলানিতে থেকেছে। অতিরিক্ত লোভ আমাদের ক্রমেই খুব ভয়ংকর দিকে নিয়ে যাচ্ছে। আমরা কিছুতেই কিচ্ছু কন্ট্রোল করতে পারছি না। আমদের পরিমিত বোধ কবেই রাস্তায় গড়াগড়ি খাচ্ছে। রবি ঠাকুরের উক্তি আজও কত প্রাসঙ্গিক-- আমরা শিক্ষাকে বাহন করলাম বহন করলাম না। কোথায় শিক্ষা বলুন তো! আমরা করোনা কালে দেখেছি যে কে কাকে কতটা ভালোবাসে। রক্তের সম্পর্ক সেই মরণব্যাধিতে কি ভয়ংকর আকার নিয়েছিল। আমরা ভুলে গেছি কি সেই সব দিনের কথা। আবার কম হলেও ওই সময়ে অনেক মানবিকতা দেখেছি। দেখেছি কিছু ডাক্তার আর অনেক পুলিশ পরিষেবায়। কিভাবে ডিউটিকে তারা করণার কাছে মাথা নোয়াতে দেয়নি। এটাই মানবিকতা।

আমরা একটা অস্থির সমাজের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি। যেখানে কে কারো কথা মানছে না। ছোট বড়কে মানছে না। মূল্যবোধ বলে তেমন আর কিছুই নেই। মান সম্মান চুলোয় গেছে কবেই। সমাজে এই নিয়ে ভাববার লোকের আজ বড়ই অভাব। কেউ ভাবছে না। কিছু ভাবছে না। একটা কৃত্রিম পরিবেশে আমরা ক্রমেই মিশে যাচ্ছি। আমাদের মুহুত্যের ভাবনা ছাড়া কিছুই নেই। আমাদের পালকের বাঁচা ছাড়া কিছুই নেই। কোনোভাবেই নেই। আমাদের ভালো আর রইলো কোথায়! আমাদের বিবেক হারিয়ে গেছে অনেক আগেই। আমরা পচনের দুয়ারে পা দিচ্ছি কবেই। আমাদের সত্যি বলে কিছু আছে সেটা উবে গেছে কবেই। আমাদের নিশ্বাসে বাঁচা শুধু নিজেদেরই জন্যে। তাহলে উপায়? উপায় আছে। উপায় আমাদেরই তৈরি করতে হবে। আমি ছেড়ে আমাদের ভাবনাকে প্রথমে আনতে হবে। আমাদের ভালো শিক্ষা দরকার। না, শুধু পুঁথিগত শিক্ষা নয়, সামাজিক শিক্ষা সকলের আগে দরকার। ভাবকে বড় করতে হবে। আবেগকে আরো বড় করতে হবে। জীবন কি তা উপলব্ধি করতে হবে। নিজেকে কন্ট্রোল করতে হবে। কোনোভাবেই ভালো সাজা যাবে না। ভালো হওয়া খুব দরকার। ভালো সাজা আর ভাল হওয়ার মধ্যে আকাশ জমিন ফারাক। সামলানোর দায়িত্ব যার যার। যে যত তাড়াতাড়ি জীবন গুছিয়ে নিতে পারবে তার তত তাড়াতাড়ি সাকসেস। এটা কি আমরা ভুলে গেছি যে আমাদের জীবন একবার। আমাদের সৎ জীবনযাপন খুব দরকার। আমাদের ভবিষ্যত আমাদের জীবনযাপনের উপর নির্ভর করে। আমরা কি পারি না আমাদের জীবনকে আরেকটু নিঃশ্বাস দিতে-- অনেকটা নিয়মিত ও পরিমিত আবেগের মাধ্যমে? পারলে জানাবেন প্লিজ।

*লেখক: বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও প্রাবন্ধিক*

# সামাজিক বিষয়গুলিতে স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি থাকা জরুরি

**সুদীপ্ত দে**

সামাজিক সমস্যাগুলি অসন্তোষ ও অবিচারের ধ্বনি তোলে, যার পরে সহিংসতা ও বৈষম্যের সৃষ্টি হয়। পৃথিবী এর জন্য নতুন কোনও জায়গা নয়। সভ্যতার উত্থানের পর থেকেই এগুলো বিদ্যমান ছিল। সম্ভবত তারও আগে থেকেই। মানুষ তাদের আচরণ এবং চিন্তাভাবনার ভিত্তিতে প্রধানত দুটি ভাগে বিভক্ত - একটি নিজেদেরকে শ্রেষ্ঠ মনে করে এবং অন্যটি নিরপেক্ষ বা কেবল নিজেকে নিকৃষ্ট মনে করে। সমস্যাগুলি তখনই দেখা দেয় যখন তারা দুজন তাদের নিজস্ব মতামতের সাথে এবং একে অপরের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। যাইহোক, এটি কেবল একটি সংক্ষিপ্তসার ছিল, এর মধ্যে সর্বদা আরও অনেক কিছু থাকে। প্রতিযোগিতামূলক বিষয়গুলির ক্ষেত্রে, সামাজিক সমস্যাগুলি, খেলাধুলা বা এই জাতীয় কোনও ক্রীড়া চ্যালেঞ্জের মধ্যে সীমাবদ্ধ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হোক বা শিল্প, সর্বদাই ভালো। এর ফলে বিভিন্ন সম্প্রদায় একে অপরকে ছাড়িয়ে যেতে এবং বিজয়ী হতে চায়। এটি সকলকে উন্নতির জন্য প্রচেষ্টা করতে সাহায্য করে এবং এর ফলে সামগ্রিক অগ্রগতির দিকে পরিচালিত করে। যাইহোক, যখন প্রতিযোগিতামূলকতা থেকে দূরে সরাসরি সামাজিক বিষয়গুলির কথা আসে, তখন এটি সর্বদা একটি সমস্যা। আসুন আমরা কীভাবে তা অন্বেষণ করি। এই সমস্ত অসুবিধাগুলির মধ্যে প্রধান হল - 'অসমতা'। জনগণের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে ফলে মতবিরোধ বিভিন্ন গোষ্ঠী তৈরি করে। এই গোষ্ঠীগুলি অন্যদের প্রতি শত্রুতা এবং ঘৃণা তৈরি করে। তারা অবশেষে তাদের নিজস্ব গোষ্ঠী ছাড়া অন্য সম্প্রদায়গুলিকে অবমূল্যায়ন করতে চায়।

এই ধরনের পরিস্থিতির ফলে উর্ধ্বতনরা যাদেরকে নিকৃষ্ট মনে করে তাদের উপর নিয়ন্ত্রণ অর্জন করে। একে অপরকে শাসন করার চেষ্টা দুর্বল সম্প্রদায়গুলিকে সমান সুযোগ এবং সম্পদ থেকে বঞ্চিত করে। এর ফলে কেবল বৈষম্য দেখা দেয়। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অসুবিধা হল সহিংসতার উত্থান। যখন বৈষম্য দেখা দেয়, তখন অসন্তোষ অবশ্যই আসে। এই অসন্তোষ বৈষম্য কাটিয়ে ওঠার এবং সমান অধিকার নিশ্চিত করার জন্য মরিয়া পদক্ষেপ গ্রহণের দিকে পরিচালিত করে। অধিকার অর্জনের জন্য সহিংসতা একটি প্রয়োজনীয় উপায় হয়ে উঠতে পারে। অসাম্য এবং সহিংসতার পরে আরেকটি অসুবিধা আসে - একটি দুর্বল গণতন্ত্র। একটি গণতন্ত্র হল ঐক্যবদ্ধ মানুষের ফলাফল। সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ। যখন এই ঐক্য অবশেষে ভেঙে যায়, তখন একটি জাতির কাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যখন গণতন্ত্র দুর্বল হয়ে যায়, তখন একটি জাতি দুর্বল হয়ে পড়ে। এই জাতীয় জাতিগুলি সর্বদা বহিরাগত হুমকির ঝুঁকিতে থাকে এবং অপূরণীয় যুদ্ধের পরিণতির মুখোমুখি হয়। সুতরাং, সামাজিক সমস্যার তিনটি প্রধান অসুবিধা হল বৈষম্য, সহিংসতা এবং একটি দুর্বল গণতন্ত্র। ভারত বহুবিধ সমাজের দেশ। বৈচিত্র্যপূর্ণ জনসংখ্যার কারণে পার্থক্যগুলি অবশ্যই দেখা দেবে। এই সমস্যাগুলিকে আরও ভালভাবে বোঝার জন্য বিভিন্ন ধরণের মধ্যে শ্রেণীবদ্ধ করা যেতে পারে। পৃথক পদ্ধতিতে সমস্যাগুলি সম্পর্কে জানা বিভিন্ন মূল কারণগুলি খুঁজে বের করতে এবং এর সম্ভাব্য সমাধানগুলি বিকাশে সহায়তা করবে। যদিও আমরা বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের জন্য পরিচিত, তবুও আমাদের দেশের মানুষ বিভিন্ন ধর্ম অনুসরণ করে, বিভিন্ন ভাষা বলে এবং তাদের নিজস্ব বিশ্বাস রয়েছে বলে অসন্তোষ দেখা দেয়। আঞ্চলিক বৈচিত্র্যও আমাদের দেশের মানুষের মধ্যে একটি প্রধান পার্থক্য। ধর্মীয়, আঞ্চলিক বা বর্ণভিত্তিক সামাজিক সমস্যাগুলি সর্বদা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কারণ হতে দেখা যায়। আমাদের দেশে মাঝে মাঝেই এগুলো সামনে আসছে। এই সংবেদনশীল বিষয়গুলি নিয়ে কখনও আলোচনা করা হয় না কারণ এর দুর্বলতাগুলি ভারসাম্যহীনতা তৈরি করতে পারে। তবুও, এটি একটি সত্য যে কেবল আলোচনাই এই সমস্যাগুলির সমাধান করতে পারে। ভারত যে কোনও পরিচিত বৈষম্যের আবাসস্থল এবং এই বৈষম্যগুলি সাম্প্রদায়িক প্রতিদ্বন্দ্বিতা সৃষ্টি করে। যেমনটি আগে আলোচনা করা হয়েছে, শ্রেষ্ঠত্ব এবং হীনমন্যতা এর জন্য দায়ী। রাজনৈতিক উপাদানগুলি সর্বদা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে তীব্র দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করেছে যার ফলে প্রায়শই জীবনহানি এবং সম্পত্তির ক্ষতি হয়। সম্প্রদায়গুলির জন্য এই ধরণের বিভেদ সৃষ্টিকারী উপাদানগুলির শিকার না হওয়া এবং নিজেদের মধ্যে শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রাখা অপরিহার্য। ভারতে বিদ্যমান বৈষম্যমূলক বিষয়গুলির একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল জাতিভেদ। প্রাচীন বিশ্বাসগুলি এখনও আধুনিক ভারতীয় নাগরিকদের মধ্যে বীজ বপন করা হয়েছে এবং আমাদের সামাজিক কাঠামো থেকে বেরিয়ে আসতে অস্বীকৃতি জানায়। বিভিন্ন বর্ণের ভ্রাতৃত্বের মধ্যে ব্যবধান তৈরির কারণে শহরাঞ্চলে এই বৈষম্য ঠান্ডা মাথায় দেখা যায়, অন্যদিকে গ্রামীণ ভারতের কিছু অংশে এটি সম্পূর্ণ সম্মুখভাগে বিদ্যমান। সম্মান রক্ষার্থে হত্যা, আন্তঃবর্ণ সংঘর্ষের মতো বিষয়গুলিও প্রায়শই সংবাদ শিরোনামে আসে। ভারত সরকার এবং সংবিধান এই জাতীয় সমস্যাগুলি নির্মূল করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছে তবে প্রাচীন বিশ্বাস এবং বর্ণের শ্রেণিবিন্যাস একটি প্রধান সমস্যা যা এই ধরণের পার্থক্য সমাধানে একটি বাধা। তবে, নতুন প্রজন্মকে প্রাচীন বিশ্বাসগুলি কাটিয়ে উঠতে হবে এবং যুক্তিসঙ্গত এবং উদার পদ্ধতিতে এই ধরণের পার্থক্যগুলি মোকাবেলা করতে হবে। সামাজিক সমস্যাগুলির ক্ষেত্রে উদ্ভূত সকল পার্থক্যের মূল কারণ হল ধর্ম। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নিজস্ব ধর্ম অনুসরণকারীরা প্রায়শই পরস্পরবিরোধী বিশ্বাস পোষণ করে। এই বিশ্বাসগুলি প্রায়শই সংঘর্ষ এবং দাঙ্গার কারণ হয়। জীবনহানি এবং সম্পত্তির ক্ষতি সাধারণ বিষয়, তবে আন্তর্জাতিক স্তরে আরও ঝুঁকির সম্মুখীন হতে হয়। এখানে বিশ্ব আইনশৃঙ্খলার কার্যকারিতার সমালোচনা এবং নিন্দা করে, অন্যদিকে এই অসন্তোষের কারণ হওয়ার সাথে এর কোনও সম্পর্ক নেই। যখন আইনশৃঙ্খলা বিঘ্নিত হয়, তখন প্রশাসনও বিঘ্নিত হয়। এবং এইভাবে, সমগ্র জাতির অগ্রগতির হার ধীর হয়ে যায়।ভারতের মতোই, সামাজিক সমস্যাগুলির বৈশ্বিক পরামিতিগুলিও ধর্ম, ধর্ম এবং আঞ্চলিক পার্থক্যের উপর নির্ভর করে। সমস্যাগুলির মধ্যে রয়েছে দারিদ্র্য, নারী, শিশুশ্রম, মানবাধিকার, অর্থনৈতিক বৈষম্য, জাতীয় যুদ্ধ ইত্যাদি। স্কেল ভিন্ন হলেও অস্তিত্ব নিশ্চিত। বিশ্বব্যাপী সমস্যাগুলির উদ্ভূত সমস্যাগুলির যত্ন নেওয়ার এবং বিদ্যমান সমস্যাগুলি সমাধান করার জন্য বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় রয়েছে কিন্তু এখনও পর্যন্ত তারা মূল্যবান প্রভাব ফেলতে ব্যর্থ হয়েছে। এই সমস্যাগুলি সমাধানের একমাত্র উপায় শুরু হয় একটি একক বিন্দুর মাধ্যমে সমাধানের মাধ্যমে। সমস্ত সামাজিক সমস্যা সমাধানযোগ্য এবং এড়ানো যায়, আমাদের কেবল সম্মিলিতভাবে সমাধানের জন্য ইচ্ছুক হতে হবে।

মানুষ সামাজিক প্রাণী এবং তাই, সমাজের ব্যাপকতা বাধ্যতামূলক। তবে আমাদের ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে আমরা কোথা থেকে এসেছি, আমাদের সকলেরই সাধারণ পূর্বপুরুষ এবং সাধারণ সম্পদ, সাধারণ বায়ু এবং সাধারণ গ্রহ রয়েছে, তবুও সামাজিক বিষয়গুলিতে কেন সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি থাকবে না? এটি একটি চিন্তা করার মতো প্রশ্ন।

**লেখা পাঠান**

**সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।**

email : dailyekdin1@gmail.com

# পাঁচ মাসের মধ্যেই কোটি টাকা ব্যয়ের ভূতনির বাঁধে ভাঙন, প্লাবিত বিস্তীর্ণ এলাকা

## প্রশাসনের সমালোচনায় বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু



**নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা:** টানা বর্ষণে মালদা জেলার মানিকচক ব্লকের ভূতনি দ্বীপে রিং বাঁধ ভেঙে ব্যাপক জলবন্দি পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। বুধবার সকালে গঙ্গা নদীর জল ঢুকে পড়ায় একের পর এক গ্রাম প্লাবিত হতে শুরু করেছে। বিষয়টি জানতে পেরেই তড়িঘড়ি বিশাল প্রশাসনিক টিম নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া। ভাঙা বাঁধের অংশ যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে মেরামতি করার কাজ শুরু করে সেচ দপ্তর। কিন্তু যেভাবে ভূতনির ভাঙা বাঁধের অংশ দিয়ে জল প্রবাহিত হচ্ছে, তাতে বন্যা ঠেকানো সহজেই সম্ভব নয় বলে দাবি করছে স্থানীয় বাসিন্দা থেকে বিরোধীদলগুলি।

বুধবার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এক্স-পোস্ট করে জানান, 'সরকারি অর্থে প্রায় ১.৫৫ কোটি টাকা খরচ করে তৈরি বাঁধ মাত্র পাঁচ মাসেই ভেঙে পড়া সরকারি অর্থ নয়ছয়ের প্রমাণ। ফুলহার নদীর একটি বড় অংশ ভেঙে দক্ষিণ চণ্ডীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে এলাকায় জল ঢুকে পড়ায় দেড় লক্ষ বাসিন্দার মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়েছে।' শুভেন্দু অভিযোগ করেন, 'প্রশাসন যথারীতি অপ্রস্তুত ও সঙ্কট মোকাবিলায় অক্ষম।' মুখ্য সচিবকে উদ্দেশ্য করে তাঁর পরামর্শ, 'নির্বাচনী কারচুপি ও অনুপ্রবেশকারীদের ভোটার তালিকায় রাখার ষড়যন্ত্রে সময় নষ্ট না করে বন্যা মোকাবিলায় মনোযোগ দিন।' অবিলম্বে সরকারি ক্যাম্প খুলে প্লাবিত মানুষদের স্থানান্তর, রান্না ও শুকনো খাবারের ব্যবস্থা, গবাদি পশুর খাদ্য ও জরুরি ওষুধ সরবরাহের দাবি জানান তিনি। পাশাপাশি, ন্যাশনাল ডিজাস্টার রেসপন্স ফোর্স (এনডিআরএফ)-কে ত্রাণ ও উদ্ধার কাজে নামানোর আহ্বান জানান। তিনি রাজ্যপালকেও দ্রুত এলাকা পরিদর্শনের অনুরোধ জানিয়ে বলেন, এতে প্রশাসনের টনক নড়বে এবং তারা মানুষের সেবা ও সুরক্ষায় সক্রিয় হবে।

এদিকে, পরিকল্পনা করে ভূতনির বাঁধ কেটে দেওয়ার অভিযোগ তুলেছেন মানিকচকের তৃণমূল বিধায়ক সাবিত্রী মিত্র। তিনি বলেন, 'পরিকল্পনা করে ভূতনির বাঁধের একটি অংশ কাটা হয়েছে। এই বাঁধ ভাঙতে পারে না। আমাদের বাঁধের ওপর নজরদারি ছিল। মঙ্গলবার বাঁধের পরিস্থিতি ঠিকঠাক ছিল। হঠাৎ করে বুধবার ভোর থেকেই বাঁধের প্রায় ৩০ মিটার একটি বড় অংশ দিয়ে জল ঢুকতে শুরু করেছে। আমাদের সম্পূর্ণভাবে পরিকল্পনা করে বাঁধ ভাঙেনি। এই ঘটনার পিছনে বিরোধীদের ষড়যন্ত্র রয়েছে।' অন্যদিকে ভূতনির বাঁধ ভাঙার পরিস্থিতি নিয়ে রাজনৈতিক বিতর্ক তৈরি হলেও ইতিমধ্যে কয়েকশো পরিবার আতঙ্কে ঘরবাড়ি ছেড়েছেন।

মালদার জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া জানিয়েছেন, 'এমার্জেন্সি পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। ভাঙা বাঁধের অংশ দিয়ে গঙ্গা নদীর জল ব্যাপকভাবে প্রবাহিত হচ্ছে। সেচ দপ্তরের দক্ষ ইঞ্জিনিয়ারেরা ঘটনাস্থলে এসে বাঁধের জল ঠেকানোর জন্য বিকল্প ব্যবস্থার কাজ শুরু করেছেন। পাশাপাশি এই এলাকায় সিভিল ডিফেন্স এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা দপ্তরের অফিসার ও কর্মীদের নিয়োগ করা হয়েছে। প্লাবিত এলাকার মানুষদের ইতিমধ্যে সুরক্ষিত জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্লাবিত এলাকার বাসিন্দাদের জন্য পানীয় জলের ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য ও অতিরিক্ত নৌকা দেওয়ারও উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।' উল্লেখ্য, বর্ষার মরশুম শুরু হতেই ভূতনি থানার দক্ষিণ চণ্ডীপুরের কালুটোনটোলা, বসন্তটোলা, কেশরপুর-সহ একাধিক এলাকা গঙ্গার জলে প্লাবিত হয়েছে। সেইসব গ্রামের অসংখ্য মানুষেরা এই ভূতনি বাঁধে আশ্রয় নিয়ে রয়েছেন। তিন মাস আগে রাজ্য সরকারের সেচ দপ্তরের বরাদ্দ প্রায় দেড় কোটি টাকা ব্যয়ে এক হাজার মিটার বাঁধ তৈরির কাজ করে একটি ঠিকাদারি সংস্থা বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে। কিন্তু সেই কাজেই সম্পূর্ণভাবে অনিয়ম হয়েছে এবং সরকারি অর্থ তছরুপ করা হয়েছে বলে অভিযোগ বিভিন্ন মহলের। সিপিএমের জেলা সম্পাদক মণ্ডলী সদস্য দেবজ্যোতি সিনহা এবং বিজেপির জেলা সাধারণ সম্পাদক গৌড়চন্দ্র মণ্ডল বলেন, 'আমাদের আশঙ্কা ছিল ভূতনির বাঁধ তৈরি নিয়ে যথেষ্ট ভাবে দুর্নীতি করা হয়েছে। আর সেই আশঙ্কাই আজ সত্যি হলো। মাত্র তিন মাস আগে তৈরি ভূতনি বাঁধ এদিন সকালে গঙ্গার জলের স্রোতে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে যায়। এর ফলে উত্তর ও দক্ষিণ চণ্ডীপুর, হীরানন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রায় দুই লক্ষ মানুষ বন্যায় প্লাবিত হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। আর এখন নিজেদের দোষ ঢাকতে তৃণমূল বিধায়ক বাঁধ কেটে দেওয়ার অদ্ভুত যুক্তি তৈরি করেছেন।' অন্যদিকে, দক্ষিণ চণ্ডীপুর গ্রামবাসীদের দাবি, 'যখনই বাঁধের কাজ তৈরি হচ্ছিল, তখন থেকে আমরা ঠিকাদারি সংস্থাকে বলেছিলাম এটা সঠিক কাজ হচ্ছে না। কাজের যথেষ্ট অনিয়ম হচ্ছে। কিন্তু ওরা শোনেনি। যার ফল আজকে সাধারণ মানুষকে ভুগতে হচ্ছে।' সেচ দপ্তরের মালদার এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার শিবনাথ গাঙ্গুলী জানিয়েছেন, 'জরুরিকালীন পরিস্থিতিতে বাঁধের ভাঙা অংশে বাঁশ, বালির বস্তা দিয়ে গঙ্গার জল আটকানোর চেষ্টা চালানো হচ্ছে। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় এই কাজ শুরু করা হয়েছে।'

# ভারী যান চলাচলে নিষেধাজ্ঞা জারি আরামবাগের রামকৃষ্ণ সেতুতে

**নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ:** বুধবার সকাল থেকেই আরামবাগের রামকৃষ্ণ সেতু বন্ধ করে দেওয়া হল। এদিন থেকে আর কোনও ভারী যান চলাচল করবে না। ছোট যান চললেও, কড়াভাবে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে ভারী যান চলাচলের ক্ষেত্রে। তাই এদিন সকাল থেকেই দক্ষিণ বঙ্গের প্রায় চার, পাঁচটি জেলার বাসকে থামিয়ে দেওয়া হয়েছে সেতুর পশ্চিম দিকে অর্থাৎ কালিপুর এলাকায়। বাস আর যাচ্ছে না সেতুর ওপর দিয়ে। অপর দিকে, সেতুর পূর্ব দিকে যাবতীয় বাস যেগুলি কলকাতা ও তারকেশ্বরের দিক থেকে আসছে, সেগুলি আরামবাগ বাস স্ট্যান্ডেই থেকে যাচ্ছে। আর কাউকেই সেতু পার হতে দেওয়া হচ্ছে না। আরামবাগের কালীপুর এলাকায় সমস্ত রুটের বাসকে থামিয়ে দেওয়া হয়েছে। হাজার হাজার যাত্রীকে তাই প্রায় দেড়, দুই কিমি হেঁটে সেতু পার হয়ে বাস স্ট্যান্ডে আসতে



হচ্ছে। ব্যাপক সমস্যায় পড়ছেন নিত্য যাত্রীরা। এদিকে মঙ্গলবার জেলায় প্রশাসনের বৈঠকে বাস অ্যাসোসিয়েশনকে কোনও গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। তাদের দেওয়া প্রস্তাব মানা হয়নি। বাস চলাচল করতেই পারছে না। আর এর জেরেই ব্যাপক ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন আরামবাগ বাস, মিনিবাস অপারেটর অ্যাসোসিয়েশনের কর্তা ব্যক্তিরা। তারাও পালটা হুমকি দিয়েছেন, পরবর্তীতে এসোসিয়েশনও প্রশাসনকে কোনও গুরুত্ব দেবে না। তাদের নির্দেশও মানবেন না। এর ফলে বুধবার বেলা ১২ টা নাগাদ অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে একটি বৈঠক করা হয়। এদিকে দিল্লি থেকে বুধবারই ফিরেছেন সাংসদ মিতালি বাগ। তিনি গোটা বিষয়টি শুনেই তড়িঘড়ি আরামবাগ এসডিও অফিসে হাজির হন। সেখানে জরুরি ভিত্তিতে বৈঠক করেন। সম্পাদিকা মধুমিতা ভট্টাচার্য বলেন,'আমাদের সাংসদ আমাদের কথা দিয়েছেন, যত দিন না স্থায়ী সমাধান কিছু হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত বাস মালিকদের কোনও পার্কিং চার্জ দিতে হবে না।' বৈঠকে পুরসভার প্রতিনিধিকে এই বার্তা দেন সাংসদ মিতালি বাগ। তাতে কিছুটা হলেও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন বাস মালিকেরা। কিন্তু তাঁরা তাঁদের সিদ্ধান্তে অনড় থাকেন। মিতালি বাগ বলেন, 'আমরা চেষ্টা করছি যাতে দ্রুত এই বিষয়টি সমাধান হয়। কোনও বিপদ যাতে না হয়, যাত্রীরা যাতে নিরাপদে চলাচল করতে পারেন, সেই বিষয়টি খেয়াল রাখা হবে।'

# সুকান্তর উদ্যোগে সিএএ ক্যাম্প বালুরঘাটে



**নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট:** কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রীর সুকান্ত মজুমদারের উদ্যোগে বালুরঘাটে সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনের (সিএএ) আবেদনপত্র পূরণের জন্য শিবিরের ব্যবস্থা করা হয়। বুধবার সকালে বালুরঘাটে তাঁর নিজের কার্যালয়ে এই ক্যাম্প চলে। ক্যাম্পে নাম নথিভুক্ত করার জন্য অনেক মানুষ এদিন কার্যালয়ে আসেন। নাগরিকত্ব প্রদান আবেদনের 'মেগা ক্যাম্প' এ উপস্থিত থেকে নাগরিকত্বের ফর্ম ফিলআপ করান বিজেপি নেতারা। স্বয়ং কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী দাঁড়িয়ে থেকে কিভাবে ফর্ম ফিলাপ করতে হবে তা দেখিয়ে দেন। সংসদের দপ্তরের তরফে জানানো হয়েছে, বালুরঘাটে সাংসদ কার্যালয়ে আয়োজিত সিএএ আবেদন শিবিরে বিপুল সংখ্যক আবেদনকারী উপস্থিত হয়ে নাগরিকত্বের জন্য আবেদনপত্র জমা দিয়েছেন। এবিষয়ে ক্যাম্পে উপস্থিত এক ব্যক্তি জানান, 'আবেদনপত্র পূরণের জন্য শিবিরে এসেছিলাম। ফর্মের খুঁটিনাটি বিষয় জেনে ফর্ম ফিলাপ করেছি। সংসদের সঙ্গে দেখাও হয়েছে এবং তিনিও আশ্বস্ত করেছেন।' এ বিষয়ে বালুরঘাটের সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ডঃ সুকান্ত মজুমদার বলেন,'যখন সিএএ আইন পাশ হয়েছিল, তখন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বাংলার মানুষকে, বাংলার উদ্বাস্তুদেরকে বিভ্রান্ত করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন সবাই নাগরিক, কারও কোনও অসুবিধা হবে না। কিন্তু পরবর্তী সময়ে আমরা দেখতে পাই নদিয়া-সহ বিস্তীর্ণ এলাকায় যারা উদ্বাস্তু সমাজের মানুষ, তাঁদেরকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দপ্তর একের পর এক নোটিশ ধরাতে শুরু করল বাংলাদেশি বলে। তখন বাংলার মানুষ বুঝতে পারে মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের বোকা বানিয়েছে।' কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন, 'আমরা রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় এই সচেতনতা শিবির করছি এবং মানুষকে সহযোগিতা করছি। সিএএ বিষয়ে মানুষের যে ভয়-ভীতি রয়েছে সেগুলো দূর করার চেষ্টা করছি।'

# যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার

**নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট:** দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার তপন ব্লকের বালাপুর এলাকায় রাস্তার পাশে ধান ক্ষেত থেকে উদ্ধার এক যুবকের মৃতদেহ। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম আশিক সরকার (২৪)। তিনি তপন ব্লকের দাড়াল হাট এলাকায় তাঁর দাদুর বাড়িতে থাকতেন। বুধবার সকালে দাড়ালহাট-তপন রুটের মাঝে বালাপুর এলাকায় ধানক্ষেতের পাশে অচৈতন্য অবস্থায় তাঁকে পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা। তড়িঘড়ি তপন গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে জানান। পরবর্তীতে তপন থানার পুলিশ মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য বালুরঘাট সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠায়। অন্যদিকে, কিভাবে ওই যুবকের মৃত্যু হয়েছে তা নিয়ে তৈরি হয়েছে রহস্য। যদিও পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখছে তপন থানার পুলিশ।

# সিঙ্গুরে দাঁড়িয়ে মমতাকে বিঁধলেন শুভেন্দু, ডাকাত তকমা বেচারামকে

## ডানকুনিতে দেখানো হল কালো পতাকা



**নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি:** বুধবার সিঙ্গুরের কৃষক আন্দোলনের ডাকে এক সভায় যোগ দিতে যাচ্ছিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাঁকে সেই সময় ডানকুনি টোল প্লাজার কাছে কালো পতাকা দেখানো হয় বলে অভিযোগ। এরপর এদিনের মঞ্চ থেকে পালটা দিলেন শুভেন্দুও। সিঙ্গুরে কৃষক আন্দোলনের ডাক দিয়েছে বিজেপি। সেখানেই প্রধান বক্তা ছিলেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

শুভেন্দুর কনভয় টোল প্লাজার কাছে আসতেই, কালো পতাকা দেখাতে থাকেন তাঁরা। জোরে-জোরে স্লোগান দিতে থাকেন 'জয় বাংলা'। এদিন, ডানকুনির টোল প্লাজার সামনে দাঁড়িয়েছিলেন দশ-পনেরো জন যুবক। তাঁদের প্রত্যেকের হাতেই ছিল কালো কাপড়। এরপর এদিন মঞ্চ থেকে এই প্রসঙ্গ তোলেন বিরোধী দলনেতা। শুভেন্দু বলেন, 'আমি আসার সময় দেখি ডানকুনি টোল প্লাজার কিছু কর্মচারি আমায় কালো পতাকা দেখাচ্ছে। আমি বললাম, তোর বাপ যাচ্ছে দেখ। যত দেখাবি তত আসব। যাওয়ার সময় গাড়ি স্লো করে যাব। যদি বাপের বেটা হোস, আমার সামনে এসে দেখা। কোচবিহারে করেছিল, বারাসাতে বিজেপি কর্মীরা সাইজ করে দিয়েছে।' শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'রাজ্যগুলিতে বিজেপি সংকল্পপত্রে যা যা বলেছিল পুরণ করেছে। দিল্লিতে সব হয়েছে। তৃণমূলের দুটো টার্গেট। এক হল, মুসলিমদের ঠিক রাখো, রোহিঙ্গাদের আরও ঢোকাও। আর ভোট এলেই ২০০-৫০০ ভাতা দিয়ে দাও। রাজ্যে ৬০ লক্ষ মেট্রিক টন আলু লাগে। উৎপাদন হয় ১.৪ কোটি মেট্রিক টন। বাড়তি আলু বাইরের রাজ্যে যায়। দু'দুবার পুলিশকে দিয়ে বর্ডার আটকেছে। আর মার্কেট এখন উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব দখল করেছে। বাইরের রাজ্য বাংলা থেকে আর আলু নেবে না। আমি এসেছি যখন হাতে কাগজ নিয়ে এসেছি। ফেব্রুয়ারি মাস ২০২৫ এর সার্কুলার দেখুন। ১৫ টাকা কেজি দরে ২ কোটি ২০ লক্ষ বস্তা আলু কিনবেন বলেছিলেন কে? ডাকাত বেচারাম মান্না কাল নাকি শোভনদেবকে নিয়ে আসছেন। বিজেপির পতাকা না দেখিয়ে আলু চাষিরা জিজ্ঞাসা করবেন। লোক দেখানো কয়েক বস্তা কিনে কাজ শেষ করেছে। রতনপুরে ১২ টাকা কেজি আলু বিক্রি হচ্ছে। কৃষক পাচ্ছে সাড়ে আট টাকা। কোল্ড স্টোরেজ, আলু শুকনো করার খরচ বাদ দিয়ে ফসলে তিন টাকা কেজি মিনিমাম। কৃষকদের ক্ষতি হচ্ছে।' শুভেন্দু অধিকারী আরও বলেন, 'আমি মনে করি প্রয়াত রতন টাটার কম্পানি দয়া করেছেন। মাত্র ৭৬৬ কোটিতে ফয়সালা। আমি যদি কর্মচারি থাকতাম তাহলে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কান মুলে ২ হাজার কোটি টাকা আদায় করতাম। দিতে হবে পালাবেন কোথায়? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ফ্ল্যাটে থাকেন। আলু চাষে কখন বীজ পুঁততে হয়, সার লাগে, কিছু আইডিয়া নেই। তাই গায়ের জোরে সিঙ্গুরে যা করতে চেয়েছে সর্বৈব ফেল করেছেন। টাটার কারখানা ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে সর্ষের বীজ বোনেন। গাছ বেরোয়নি। সর্ষে ফুল ফোটেনি। তারপর জেসিবি মেশিন দিয়ে খুঁড়ে মাছ চাষ। আর মাছ চাষ হয়নি, জলের দেখাও মেলেনি। ওরা পারবে না কারণ, টাটাদের সৎ পথে উপার্জিত রড, সিমেন্ট ওই জমির সঙ্গে মিশেছে। আর জমির নেচার পরিবর্তন হয়ে গেছে। বিজেপি এলে কৃষকদের ন্যায্য পাওয়া দেবে। এই এলাকায় আলু চাষ হয়। বিজেপি এই রাজ্যে এই জেলায় বারেবারে লড়াই করেছে। আমি যখন এখানে আসি, তখন এক সাংবাদিক জিজ্ঞাসা করেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হুগলি-সিঙ্গুর সহ আলু চাষিদের নিয়ে কী করেছেন? আমি বললাম, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অর্থনৈতিক ভাবে খুনের ব্যবস্থা করলেন।'

# বিজেপির সভার পালটা তৃণমূলের প্রতিবাদ সভায় বিস্ফোরক দেবাংশু



**নিজস্ব প্রতিবেদন, লাউদোহা:** মঙ্গলবার রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী গোগলায় পথসভা এবং মিছিল করেন, তারই জবাব দিতে রাজ্যের তৃণমূল কংগ্রেসের আইটি সেলের সভাপতি দেবাংশু ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে গোগলায় অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ মিছিল এবং প্রতিবাদ সভা করা হয়।

গোগলার পানসিউলি বিধায়ক কার্যালয় থেকে এক পদযাত্রা শুরু হয়ে মাদার বুনি দুর্গা মন্দির ফুটবল ময়দানে এসে শেষ হয়। সেখানেই হয় প্রতিবাদ সভা। বুধবারের মিছিল এবং প্রতিবাদ সভায় উপস্থিত ছিলেন দেবাংশু ভট্টাচার্য, পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার বিধায়ক তথা পশ্চিম বর্ধমান জেলা সভাপতি নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার ২ ব্লক সভাপতি, পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার সমস্ত তৃণমূল যুব সভাপতি, সমস্ত অঞ্চল সভাপতি ছাড়াও পাণ্ডবেশ্বরের সমস্ত নেতৃত্ব এবং কর্মীবৃন্দ। যেখানে প্রায় ১০ হাজার মানুষ প্রতিবাদ মিছিল এবং প্রতিবাদ সভায় পা মেলান। আজকের এই প্রতিবাদ সভা থেকে বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র তিওয়ারিকে নাম না করে কটাক্ষ করে বলেন, 'এই এলাকার প্রাক্তন বিধায়ক যিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে শুভেন্দুবাবুর সঙ্গে সেটিং করে ইটিং করার ব্যবস্থা করেছিলেন, কিন্তু ২০২১-এ এই এলাকার জনগণ তাঁকে কাটিং করে দিয়েছে।' একইসঙ্গে দেবাংশু ভট্টাচার্য এই প্রতিবাদ সভা থেকে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে এক হাত নিয়ে বলেন, 'কেন্দ্র সরকার দেশে এসআইআর চালু করতে চাইছেন, আসলে এসআইআর হল ভুল পথে এনআরসি। এরমাধ্যমে আমাদের দেশের বিশেষ করে বাঙ্গালিদের দেশছাড়া করার পরিকল্পনা।'

# তৃণমূলের 'জিহাদি গুন্ডাদের' হামলায় রাজবংশী গর্ভবতী হাসপাতালে: শুভেন্দু

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মহিলা হওয়ার পরও এমন ঘটনা ঘটতে পারে কী করে? বুধবার এই প্রশ্ন তুললেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি অভিযোগ করেছেন, 'জয়ন্তী বর্মনের বাড়িতে দ্বিতীয়বার হামলা চালানো হয়েছে। এমনকি গর্ভবস্থায় তাঁর পেটে লাথি মারা হয়েছে। যার জেরে গর্ভস্থ শিশু ও মা দু'জনের জীবন অনিশ্চিয়তার মুখে পড়েছে।

শুভেন্দুর বক্তব্য অনুযায়ী, যে শিশুর ১০ মাসে জন্ম নেওয়ার কথা, সেই শিশুটিকে ৮ মাসেই সিজার করতে হচ্ছে। শিলিগুড়ির কটি বেসরকারি হাসপাতালের চিকিৎসকরা জানিয়েছিলেন, তাঁদের কাছে সেই অত্যাধুনিক ব্যবস্থা নেই, তাই তাঁকে এতটা দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়ে শিলিগুড়ি থেকে কল্যাণী এইমস হাসপাতালে নিয়ে



আসা হয়। শুভেন্দু এদিন দাবি করেন, শিশুটির ওপর চিকিৎসকেরা একাধিক পরীক্ষা করেছেন। এমনকি অল্পবয়সী ওই সন্তানের এমআরআই ও অস্ত্রোপচার পর্যন্ত হবে বৃহস্পতিবার। শুভেন্দুর মতে, 'এটাই শেষ চেষ্টা, এর চেয়ে লজ্জার কিছু হতে পারে না।' বিজেপি নেতার অভিযোগ, তফসিলি সম্প্রদায়ের সাংবিধানিক অধিকার বাবাসাহেব আম্বেদকর দিয়েছিলেন। আর আজ সেই অধিকার কেড়ে নিচ্ছে তৃণমূল সরকারের 'জিহাদি গুণ্ডারা'। এই হামলাকে তিনি 'বাঙালির ওপর আঘাত', 'গর্ভাবস্থায় ওপর আঘাত', এবং 'রাজবংশী সমাজের ওপর আঘাত' বলে আখ্যা দেন। তিনি আরও জানান, ১৬ অগস্ট তারাতলা শিবমন্দির এলাকায় একটি সভার পরিকল্পনা হয়েছিল, কিন্তু সেখানে আমন্ত্রণ নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়। তাঁর অভিযোগ, তৃণমূলের মদতে একাধিক হুমকি দেওয়া হয়, 'বিজেপি হবে না, হিন্দুদের মেরে ফেলব' এমন কথাও শোনা গেছে। শুভেন্দুর দাবি, শেষ পর্যন্ত হাইকোর্টের হস্তক্ষেপেই কিছু পদক্ষেপ সম্ভব হয়েছে, নইলে হামলা চালিয়ে উলটে আক্রান্তদের বিরুদ্ধেই মামলা দেওয়া হত। বক্তব্যের শেষাংশে শুভেন্দু ১৯৫৬ সালের 'আগুন'-এর প্রসঙ্গ টেনে বলেন, ' আগুন বড় আগুন, দমিয়ে রাখা যাবে না।'

# সেনাদের শ্রদ্ধা জানাতে তিরঙ্গা যাত্রা বিজেপির

**নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ:** অপারেশন সিন্দুরের সাফল্যের পর, বিজেপি ১৩ মে, ২০২৫ থেকে দেশজুড়ে 'তিরঙ্গা যাত্রা' শুরু করে। সেই মতো পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে শুরু হয়েছে তিরঙ্গা যাত্রা। বুধবার গোঘাট এক নম্বর ব্লকের বালি দেওয়ানগঞ্জ এলাকায় তিরঙ্গা যাত্রা করে বিজেপি। জানা গেছে, পুড়শুড়ার বিজেপি বিধায়ক বিমান ঘোষের নেতৃত্বে এই তিরঙ্গা যাত্রা হয়। বিজেপির দাবি, ভয়াবহ পহেলগাঁও সন্ত্রাসী হামলার জবাবে সফল 'অপারেশন সিন্দুর'-এর পর ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর সাহস ও ত্যাগের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতেই দেশব্যাপী এই কর্মসূচি। এই কর্মসূচির লক্ষ্য হল, সম্প্রদায় এবং অঞ্চল জুড়ে নাগরিকদের মধ্যে জাতীয় গর্ব এবং ঐক্যের অনুভূতি জাগানো, দেশপ্রেম, জাতীয় সংহতি এবং ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকার প্রতি শ্রদ্ধার বার্তা প্রদান করা। বালি দেওয়ানগঞ্জ এলাকায় তিরঙ্গা যাত্রায় স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে বিজেপি কর্মীদের পাশাপাশি বহু সাধারণ মানুষও যোগদান করে। অপরদিকে আরামবাগ মহকুমার পুড়শুড়া ব্লকের চিলাডাঙ্গি এলাকায় এই কর্মসূচি হয়। মঙ্গলবার এই কর্মসূচি হয় চিলাডাঙ্গি থেকে সামন্তরোড পর্যন্ত। কয়েকশো বিজেপি কর্মী সমর্থকের সঙ্গে পুড়শুড়ার বিধায়ক বিমান



ঘোষ ও আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সভাপতি সুশান্ত বেরাও পা মেলান। এই বিষয়ে বিধায়ক বিমান ঘোষ বলেন, 'ভারতের গর্ব ভারতের সেনারা। অপারেশন সিঁদুর সফল হয়েছে ভারতের প্রধান মন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সুদক্ষ নেতৃত্বে। এদিন ভারতের বীর সেনাদের শ্রদ্ধা জানাতে এবং পশ্চিমবঙ্গে অশুভ শক্তির বিনাস ঘটাতে তিরঙ্গা যাত্রা করা হয়।'

# জামালপুরে তিরঙ্গা যাত্রা



**নিজস্ব প্রতিবেদন, জামালপুর:** বিজেপির জামালপুর ১ মণ্ডলের পক্ষ থেকে দলের ঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী তেরঙ্গা যাত্রা করা হয়। জামালপুর বিজেপির কার্যালয় থেকে পালমাঠা পর্যন্ত হয় এই পদযাত্রা। এই পদযাত্রায় দলীয় পতাকার বদলে জাতীয় পতাকা নিয়ে হাঁটেন সকলে। পদযাত্রায় পা মেলান জামালপুর ১ মণ্ডল সভাপতি প্রধান চন্দ্র পাল, জেলার জি এস জিতেন ডকাল-সহ সভাপতি রামকৃষ্ণ চক্রবর্তী, জেলার মহিলা মোর্চার নেত্রী শ্রাবন্তী মজুমদার, সম্পাদক বলরাম ব্যাপারী-সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা। পদযাত্রা থেকে ভারত মাতার নাম, দেশের বীর সৈনিকদের উদ্দেশ্যে জয়ধ্বনি দেওয়া হয়। প্রধান চন্দ্র পাল বলেন, 'দেশের প্রধান মন্ত্রী বলেছেন ঘরে ঘরে তেরঙ্গা। সেই কথাকে সামনে রেখে দেশের জাতীয় পতাকাকে কাঁধে নিয়ে পদযাত্রা করা হয়েছে।'

**SHORT NOTICE INVITING E-TENDER**

N.I.T. No.- WBMAD/ULB/RSM/ 261/25-26 Dated 12.08.2025

E-Tenders are being invited for Installation of 1(ONE) no of 8 mtr long octagonal mini mast Street light each having 5nos of 110 Watts LED Floodlight fitting (MODEL BVP192 LED 110 CW) in In Nischal Complex Mandir Gate/HO-HARAN), AT WARD NO 27 UNDER RAJPUR SONARPUR MUNICIPALITY. a)Date of uploading: 14.08.2025 at 11-00 hrs. b) Tender Value: Rs.1,07,295.17/- c) Documents download starting date & time: 14.08.2025 at 11-00 hrs. d) Last Date & Time Limit for Submission of E-Tender: 21.08.2025 at 11-00 hrs. e) Date & Time for Opening of Technical Bid: 25.08.2025 at 11-05 hrs. f) Date & Time for Opening of Financial Bid: To be notified. For more information please visit http://www.wbtenders.gov.in.

S/D Chairman

Rajpur-Sonarpur Municipality

**SHORT NOTICE INVITING E-TENDER**

N.I.T. No.- WBMAD/ULB/RSM/ 262/25-26 Dated 12.08.2025

E-Tenders are being invited for Installation of 1(ONE) no of 8 mtr long octagonal mini mast Street light each having 5nos of 110 Watts LED Floodlight fitting (MODEL BVP192 LED 110 CW) in Harinpara Ekata Sangha Club, AT WARD NO 27 UNDER RAJPUR SONARPUR MUNICIPALITY. Govt. order:- DFA/ 764210- 15019/4/1/2025- DPLO (Copy Attached) a)Date of uploading: 14.08.2025 at 11-00 hrs. b) Tender Value: Rs. 1,07,295.17/- c) Documents download starting date & time: 14.08.2025 at 11-00 hrs. d) Last Date & Time Limit for Submission of E-Tender: 21.08.2025 at 11-00 hrs. e) Date & Time for Opening of Technical Bid: 25.08.2025 at 11-05 hrs. f) Date & Time for Opening of Financial Bid: To be notified. For more information please visit http://www.wbtenders.gov.in.

S/D Chairman

Rajpur-Sonarpur Municipality

**GOBARDANGA MUNICIPALITY**

**NOTICE INVITING E-TENDER**

Memo No.: 663/GM/NIT/PWD/25

Dated: 13/08/2025

Tender No.: WBMAD/ULB/GOBAR/ NIT-01(e) 2nd call/2025

Dated: 13/08/2025

The e-tender has hereby invited by the Chairman, Gobardanga Municipality. Name of the work: (1) Supply and delivery of 5 (Five) numbers of two wheeled Hydraulic Trailers with compartments at Gobardanga Municipality. Last date of submission of Bid on 26.08.2025. For details Visit https://wbtenders.gov.in.

Sd/- Chairman

Gobardanga Municipality

**E-TENDER NOTICE**

Digitally signed and encrypted E-Tender is invited from the eligible Bidder for online submission for tender Reference no:

**I. 07/KDGP/15th FC/2025-2026 DATED: 14.08.2025**

At different place within at KANPUR DHANBERIA GRAM PANCHAYAT under DIAMOND HARBOR-I Block, South 24 pgs WB. Last date for the online Bid Submission of Tender is: 14.08.2025 at 06:30pm And open on 25.08.2025 at 12.00 P.M Detail will be available at the website: **https://wbtenders.gov.in**

Sd/-

**Prodhan**

**Kanpur Dhanberia Gram Panchayat Diamond Harbour-I, 24 Pgs.(South)**

**দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে – টেন্ডার**

**টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: ই-টেন্ডার/২০২৫/২৬** ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্যে ও তরফে, ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (ইএনজিজি.), দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, খড়গপুর-৭২১৩০১ উল্লেখিত তারিখে **১৫.০০ টার আগে** নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন এবং এবং **খোলা হবে ১৫.৩০ টায় : ক্রম. নং.; টেন্ডার নং; কাজের বর্ণনা; টেন্ডার মূল্য; বায়না মূল্য; (১); ই-কেজিপি-সাউথ-৪৫-২০২৫**; এডিইএন (সাউথ)/খড়গপুরের আওতাধীন খড়গপুর-লক্ষ্যনাথ রোড সেকশনে মিশন ৩০০০এমটি -এর আওতায় পিএসসি স্ল্যাব দ্বারা বিদ্যমান ব্রিজ স্ল্যাব প্রতিস্থাপন এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ (৫৭টি সেতু); **₹৮৩,৭২,১৯,৬৮৪.২৩**; ₹ ৪৩,৩৬,১০০.০০; **(২); ই-কেজিপি-সাউথ-৪৬-২০২৫**; এডিইএন (সাউথ)/খড়গপুরের আওতাধীন লক্ষনাথ রোড-নওগাঁ ময়ূরভঞ্জ রোড সেকশনে মিশন ৩০০০এমটি -এর আওতায় পিএসসি স্ল্যাব দ্বারা বিদ্যমান ব্রিজ স্ল্যাব প্রতিস্থাপন এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ (৪৯টি সেতু); **₹৮০,৯৬,৫৩,৭৫৬.১৪**; ₹৪১,৯৮,৩০০.০০; **(৩); ই-কেজিপি-সাউথ-৪৭-২০২৫**; এডিইএন/বিএলএস -এর এখতিয়ারের অধীনে নুয়াগান ময়ূরভঞ্জ রোড-ভদ্রক সেকশনে ৩০০০এমটি -এর আওতায় পিএসসি স্ল্যাব দ্বারা বিদ্যমান ব্রিজ স্ল্যাব প্রতিস্থাপন এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ (৭৪টি সেতু); **₹৭৮,৩৩,৮৭,১৩৫.৬৪**; ₹৪০,৬৬,৯০০.০০; **টেন্ডারের মূল্য : ₹ 0.00** (ক্রম নং ১ থেকে ৩-এর জন্য); **খোলার তারিখ :** ০৩.০৯.২০২৫ (ক্রম নং ১ থেকে ৩ -এর জন্য); **কাজ শেষ হওয়ার সময়কাল :** ৩৬ মাস (ক্রম নং ১ থেকে ৩ -এর জন্য); **টেন্ডার শুরুর তারিখ: ক্রম নং ১ থেকে ৩**-এর জন্য ২০/০৮/২০২৫ থেকে এবং ০৩/০৯/২০২৫ তারিখে **১৫:০০ টা পর্যন্ত**। আগ্রহী দরদাতারা টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ/বর্ণনা/নির্দিষ্টকরণের জন্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটটি দেখতে পারেন এবং অনলাইনে তাদের টেন্ডার জমা দিতে পারেন। কোনও অবস্থাতেই এই কাজের জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রহণ করা হবে না। দ্রষ্টব্য: সম্ভাব্য দরদাতারা সমস্ত টেন্ডারে অংশগ্রহণের জন্য নিয়মিত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটটি দেখতে পারেন। **(PR-517)**

**অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেড**

**(CIN : U65921MH1995PLC212675)**

অ্যাক্সিস হাউস, সি-২, ওয়াদিয়া ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার, পান্ডুরঙ্গ বুধকর মার্গ, ওরলি, মুম্বই - ৪০০ ০২৫

**ই-পাবলিক নিলাম-তথা-বিক্রয় নোটিশ**

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্স মেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয়ের জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ।

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা/গণ, জামিনদাতা/গণ এবং বন্ধকদাতা/গণের প্রতি বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে নিম্নে বর্ণিত নির্ধারিত ঋণদাতার নিকট বন্ধক/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি, অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেডের অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত**, নির্ধারিত ঋণদাতা, **"যেখানে যেমন আছে", "যেখানে যা আছে", "যেমন অবস্থায় আছে"** এবং **"কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত"** ২৯.০৮.২০২৫ তারিখে, **৩৩,৫৭,৫১৫ টাকা (তেত্রিশ লাখ সাতান্ন হাজার পাঁচশ পনের টাকা) ০৫.০৮.২০২৫ অনুযায়ী [দাবি নোটিশ তারিখ ২২.০৬.২০২৩ অনুযায়ী বকেয়া সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে ইস্যুকৃত--আইএনআর ২৪,০২,৫২৬ টাকা (চব্বিশ লাখ দুই হাজার পাঁচশ ছাব্বিশ টাকা) ২৩.০৫.২০২৩ অনুযায়ী মোট বকেয়া]** চুক্তি মোতাবেক হারে পরবর্তী সুদ সহ খেলাপি/জরিমানা সুদ এবং অন্যান্য চার্জ সহ চূড়ান্ত আদায়/উশুল পর্যন্ত ঋণগ্রহীতা/ বন্ধকদাতাগণ/ জামিনদাতাগণের কাছ থেকে যেমন **(১) ক্রিয়েটিভ স্ক্রিন প্রিন্টিং (ঋণগ্রহীতা) (২) সমীর ঘোষ (সহ-ঋণগ্রহীতা ১/বন্ধকদাতা) এবং (৩) মুনমুন ঘোষ (প্রয়াত) (সহ ঋণগ্রহীতা ২)** কাছ থেকে বকেয়া আদায়ের জন্য। সম্পদের বিবরণ, সংরক্ষিত মূল্য (আরপি), বায়না জমা (ইএমডি) এবং বিক্রয়ের বিস্তারিত নিম্নোক্ত মতে :

**তপশিল -১**

**জামিনদত্ত স্থাবর সম্পদের বিস্তারিত**

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ই/ই-২ জ্যাঙ্গরা, কলিতকলা, রাজারহাট, পোগালপুর (এম), উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০৫৯, এবং একটি কার পার্কিং সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৬৪৩ বর্গফুট, সংশ্লিষ্ট সকলের ব্যবহারের সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগদখলের অধিকার সমন্বিত, চৌহদ্দি :

উত্তরে : আনুমানিক ৩০ ফুট চওড়া হাতিয়ারা রোড

দক্ষিণে : জমির মালিকের নিজস্ব জমি

পূর্বে : জমির মালিকের নিজস্ব জমি

পশ্চিমে : স্নেহলতা অ্যাপার্টমেন্ট

**তপশিল -২**

**ই-নিলামের বিস্তারিত**

| সম্পত্তি/গুলির বিস্তারিত | তপশিল -১ অনুযায়ী |
|---|---|
| ই-নিলামের তারিখ এবং সময় | ২৯.০৮.২০২৫<br>**সময় :** বেলা ১১ টা থেকে বেলা ১২ টা দুপুর, প্রতিটি ৫ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সাপেক্ষে |
| টেন্ডার দাখিলের তারিখ এবং সময় | ২৬.০৮.২০২৫<br>বিকেল ৪ টার মধ্যে |

**সংরক্ষিত মূল্য : আইএনআর ২৮,২০,০৯৬ (আঠাশ লাখ কুড়ি হাজার ছিয়ানব্বই টাকা) টাকা।**

*সংশ্লিষ্ট মূল্যের কমে ফ্ল্যাট/সম্পত্তিগুলি বিক্রি হবে না।

**বায়না জমা** (আরপি-র ১০ শতাংশ) : **২,৮২,০১০ (দুই লাখ বিরাশি হাজার দশ টাকা) টাকা।**

**ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ :** ১,০০,০০০ (এক লাখ টাকা) টাকা

**যোগাযোগের ব্যক্তির বিস্তারিত এবং মোবাইল নং :** শ্রী সার্থক শর্মা, মো : ৭৯৮২৯৯২৩৬৬

বিক্রির নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে দেখুন ওয়েবসাইট : **https://sarfaesi.auctiontiger.net/EPROC/** এবং **www.axisfinance.in**।

**সংশ্লিষ্ট ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬)/ রুল ৯(১) অধীনে বিধিবদ্ধ ১৫ দিনের বিক্রয় নোটিশ।**

**সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬)/রুল ৯(১) অধীনে ঋণগ্রহীতাগণ, জামিনদাতাগণ এবং বন্ধকদাতাগণের প্রতি উক্ত ঋণ বিষয়ক এবং উক্ত উল্লিখিত তারিখ অনুযায়ী ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ।**

**তারিখ : ১৩.০৮.২০২৫**

**স্থান : নিউ দিল্লি**

অনুমোদিত অফিসার

অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেড

# শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

## নাম-পদবী

গত ১১/০৮/২০২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০৫ নং এফিডেভিট বলে আমি Sekh Kutubuddin Mondal ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Sekh Ali Ahammed Mondal ও Ali A Mondal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

## নাম-পদবী

গত ১১/০৮/২০২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৭০৪ নং এফিডেভিট বলে আমি Soumen Ghosh ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Satyendra Nath Ghosh, Sateyndranath Ghosh ও Satya Narayan Ghosh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

## নাম-পদবী

গত ১১/০৮/২০২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৭০৫ নং এফিডেভিট বলে আমি Sanat Kumar Ghosh S/o. Balaram Ghosh ও Sanatkumar Ghosh, Sanat Ghosh S/o. Lt. B. Ghosh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

## নাম-পদবী

গত ১১/০৮/২০২৫ নোটারী পাবলিক, সদর, হুগলী কোর্টে ২২ নং এফিডেভিট বলে আমি Sk. Osman Ali ও Usman Sheikh S/o. Sk. Akbar Ali সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

## নাম-পদবী

গত ১১/০৮/২০২৫ নোটারী পাবলিক, সদর, হুগলী কোর্টে ২৩ নং এফিডেভিট বলে আমি Rahima Bibi, Rahima Khatun ও Rahima Bee W/o. Sekh Israil, D/o. Idrish Haldar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

## নাম-পদবী

গত ১১/০৮/২০২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০৪ নং এফিডেভিট বলে আমি Sujay Mal S/o. Mantu Mal ও Sujoy Mal S/o. M. Mal R/o. Ray Bagan, Buroshibtala, Chinsurah, Hooghly-712105, W.B. সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

## নাম-পদবী

গত ২২/০৭/২০২৫, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৬৩১২ নং এফিডেভিট বলে আমি Shaikh Abul Kalam Azad S/o. Shaikh Cebad Ali (father) & Mehroon Nesa (mother) (old name), R/o. Chak Sultan, Dhaniakhali, Hooghly-712302, W.B. নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Sk Abul Kalam Ajad S/o. Sk Sabed Ali (father) & Meherunnesa Bibi (mother) (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Shaikh Abul Kalam Azad S/o. Shaikh Cebad Ali (father) & Mehroon Nesa (mother) & Sk Abul Kalam Ajad S/o. Sk Sabed Ali (father) & Meherunnesa Bibi (mother) সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

## নাম-পদবী

গত ২৫/০৭/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১০৭৮৮ নং এফিডেভিট বলে আমি Dilip Darshan Singh ও Dilip Singh S/o. Darshan Singh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

## নাম-পদবী

গত ১২/০৮/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১১৭৯৯ নং এফিডেভিট বলে আমি Kumar Utshav ও Utshav Ghosh S/o. Pradeep Kumar Ghosh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।




## আজকের দিনটি কেমন যাবে?

**আজ ১৪ ই আগস্ট , ২৮ শে শ্রাবন । বৃহস্পতি বার । কৃষ্ণ পক্ষের পঞ্চমী তিথি, জন্মে মীন রাশি, অষ্টোত্তরী শুক্র র ও বিংশোত্তরী বুধের র মহাদশা। মৃতে দোষ নাই।**

**মেষ রাশি :** নতুন তথ্য পাবেন, যা প্রচারের ফলে সামাজিক সম্মানবৃদ্ধি হবে। দিদি বা শালী সম্পর্কের স্বজন দ্বারা আনন্দবৃদ্ধি। পরিবারে বিবাহ বিষয়ে যে কথা আটকে ছিল, আজ তা পূর্ণতা পাবে। প্রতিবেশীর আচরনে সমস্যা মুক্তি। বিদ্যায় সফলতা। মন্ত্রঃ দেবী দূর্গা চন্ডি পাঠ।

**বৃষ রাশি :** যে কথাটা বোঝাতে পারেন নি, সেই কথাটা পুনরায় বোঝাতে গিয়েই সমস্যাটা তৈরী হবে। সতর্ক থাকা ভাল। প্রেমিক কিছুতেই আজ প্রেমিকার কথা মানবে না। এ বিষয়ে তার পরিবারের সদস্যদের কথাকেই গুরুত্ব দেবে। বিদ্যার্থীদের শুভ নয়। বাণিজ্যে দুঃশ্চিন্তা বৃদ্ধি। মন্ত্রঃ শিবমন্ত্র।

**মিথুন রাশি :** দিনটি শুভ হবে। দুই নারীর বুদ্ধির বলে, আপনার কৌশলে আজ সমস্যা মুক্তি। ধৈর্য্য ধরার ফল মিঠা হলো। প্রেমিকের বাড়ির স্বজনরা কথা পাকা করতে পারে। কোন বস্তু বা কৃষি জমি থেকে আয় বৃদ্ধি। মন্ত্রঃ আদ্যাশক্তি দূর্গা মন্ত্র।

**কর্কট রাশি :** অর্থ বৃদ্ধি হবে। দোকান ব্যাবসায়ীদের জন্যে নতুন পথের সন্ধান উচ্চবিদ্যাযোগে সফলতা। বিদ্যাযোগে শুভ। দেশের বাইরে কাজ করতে থাকা সন্তান বা স্বজনদের থেকে লাভ প্রাপ্তি। লেখক সাংবাদিকদের তথ্য সংগ্রহে প্রভাবশালী ব্যক্তির সহযোগিতা প্রাপ্ত মন্ত্রঃ দেবী কাত্যায়নী মন্ত্র।

**সিংহ রাশি :** মানুষের সেবা করা, সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়া স্বজন পরিজন-বান্ধবদের নিয়ে শুভ চিন্তাকরার ফল আজ সম্মানপ্রাপ্তি শ্বশুর বাড়ির তিন সদস্য আপনার প্রসংশায় পঞ্চমুখ কোন বাস্তু বা কৃষিজমি ক্রয় বিক্রয়ে লাভ প্রাপ্তি। মন্ত্রঃ গণেশমন্ত্র।

**কন্যা রাশি :** সামাজিক বাতাবরনে আপনার সহযোগিতায় কোন শুভ কাজ সু-সম্পন্ন হবে। বিদ্যালয় নিয়ে সন্তানকে কেন্দ্র করে যে মানষিক দুঃশ্চিন্তা ছিল-তা আজ মিটে যাবে। প্রতিবেশী আচরনে যে মানষিক আঘাত পেয়েছিলেন-আজ আনন্দযুক্ত দিন। মন্ত্রঃ অদ্যাস্ত্রোত্র পাঠ।

**তুলা রাশি :** সততা শুভত্ব। আনন্দ। বিদ্যাভাগ্য শুভ। অর্থ প্রাপ্তি। বিশেষত যারা পরামর্শদাতা তাদের ধনপ্রাপ্তি। যে ব্যবসায়িক চুক্তি হলে আপনি নিশ্চিন্ত হবেন আজ তার দিন। তবে ঐ বিরুদ্ধ মতের মহিলা থেকে সতর্ক থাকুন। মন্ত্রঃ কালীমন্ত্র।

**বৃশ্চিক রাশি :** ঘরদোর সাজানো হবে। পরিবারে নতুন গৃহসরঞ্জাম আসবে। ইলেকট্রিক্যাল দ্রব্য দ্বারা দাম্পত্যে খুশীর বাতাবরণ। যিনি পরিবারের বয়জ্যেষ্ঠ তাকে সম্মান প্রদর্শন করলে ঈশ্বর প্রীতি হবেন, তাই আজ আপনার অতীব শশুভ দিন।

**ধনু রাশি :** বাণিজ্যে অর্থ লাভ। কোন পোষ্য থাকে এতোদিন নিজের সন্তানের মতো ভালবেসে এসেছেন, আজ তার জন্যে সামাজিক সম্মান বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের জন্যে সুখবর, যারা কর্ম উদ্দেশ্যে প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষা দিয়েছিলেন-কোন সুখবর প্রাপ্তির দিন আজ মন্ত্রঃ দেবী দূর্গা মন্ত্র।

**মকর রাশি :** ধৈর্য্য ধরতে হবে-আজ দিনটি মিশ্রনিদ, শুভাশুভ মিত্র। বাড়ি-জমি-বাস্তু কৃষিজমি বিষয়ে কিছু ভাবছেন-তা থেকে ক্ষতির সম্ভাবনা। দাম্পত্যে অশান্তির কারন-তৃতীয় ব্যক্তি। বিদ্যায় অশুভ। মন্ত্রঃ দুর্গামন্ত্র।

**কুম্ভ রাশি :** প্রতিযোগীতা মূলক পরীক্ষাতে সাফল্য ।কর্মের অনুসন্ধানে নতুন রাস্তা। গৃহশান্তি। বাণিজ্যে লাভ। দাম্পত্যে সুখ। মন্ত্রঃ কালীমন্ত্র। অবিবাহিত র বৈবাহিক সম্পর্কের উন্নতি।

**মীন রাশি :** প্রতাবিত হওয়ার সম্ভাবনা। ইলেকট্রিক্যাল বা মেকানিক্যাল বিষয়ে যারা এক্সপার্ট তাদের যে কাজের গতি এসেছিল আজ তা সমস্যা যুক্ত। যারা মাছের ব্যবসা করেন-তাদের দুঃশ্চিন্তা। মন্ত্রঃ দেবী দূর্গা মন্ত্র।

**ঘোষণা**- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

## নাম-পদবী

গত ০৬/০৮/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১১৪২৩ নং এফিডেভিট বলে আমি Atindranath Bandyopadhyay S/o. Dwarikanath Bandyopadhyay ও Atindra Nath Banerjee S/o. D. N. Banerjee সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

## নাম-পদবী

গত ০৩/০৭/২০২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০৭ নং এফিডেভিট বলে আমি Supriya Sarkar ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Dhananjoy Sarkar ও Late Dhananjoy Sarkar W/o. S. Dey সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

## নাম-পদবী

গত ১১/০৮/২০২৫ নোটারী পাবলিক, সদর, হুগলী কোর্টে ২১ নং এফিডেভিট বলে আমি Selima Sheikh ও Selima Khatun W/o. Ajhar Sheikh, D/o. Idrish Haldar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

## নাম-পদবী

গত ১৩/০৮/২০২৫ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৯০৫৫ নং এফিডেভিট বলে আমি Sanjib Shee ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Barun Chandra Shee ও Barun Shee সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

## নাম-পদবী

গত ১৩/০৮/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১১৮৯২ নং এফিডেভিট বলে আমি Upama Bhattacharya ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Ujjwal Bhattacharya ও Ujjawal bhattacharya সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

## নাম-পদবী

গত 06/08/25 1st class Judicial Magistrate, Paschim Medinipur Court এ 15847 no. এফিডেভিট বলে আমি Sunil kumar Jana S/o Late Sarbasar Jana resident at Vill.– Jagannath Chak P.O- Bankibheri, P. S.- Sabang, Dist.- Paschim Medinipur, Pin 721458, (W.B.) আধার কার্ডে (366104639538) অনুযায়ী নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Sunil Kumar Jana (New Name) নামে পরিচিত হইয়াছি এবং আমার মেয়ের জন্ম সার্টিফিকেটে তার পিতার নাম ভ্রমবশত Sunil Kumar Jana এর পরিবর্তে Sunil Jana লিপিবদ্ধ হইয়াছে Sunil Kumar Jana & Sunil Jane S/o- Late Sarbasar Jana সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

## বিজ্ঞপ্তি

**জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর ডিষ্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত**
**সাকসেশান কেশ ২২/২০২৪**

**রেনুকা খাঁন** ....দরখাস্তকারি

এতদ্বারা পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার মেদিনীপুর শালবনী থানার অন্তর্গত ভাউদী সাকিন এর সর্বসাধারণ অধিবাসীগনকে জানানো যাইতেছে যে, উক্ত সাকিনের মৃত অশ্বিনী কুমার খাঁন এর থাকা নিম্ন তপশীল বর্ণিত টাকা সমূহ পাওনের জন্য উপরোক্ত দরখাস্তকারী উপরোক্ত আদালতে উক্ত মোকর্দ্দমা উত্থাপন করিয়াছেন। উক্ত মোকর্দ্দমার বিরুদ্ধে আপনার বা আপনাদের কোন আপত্তি থাকিলে অত্র নোটিশ প্রাপ্তীর ৩০ দিনের মধ্যে উক্ত আদালতে হাজির হইয়া আপত্তি দাখিল করিবেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে।

**(A) Schedule**

State Bank of India Mecheda Branch, A/C No- 20056445174, Rs. 2,00,000/-
State Bank of India Mecheda Branch, A/C No- 36548713127, Rs. 2,00,000/-
Death Benefit of Aswini Kumar Khan, ASI (UB)-1266

অনুমত্যানুসারে
**Laxman Sing**
সেরেস্তাদার
ডিষ্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত,
পশ্চিম মেদিনীপুর
১৯/০৫/২০২৫

## নাম-পদবী

আমি Nurgis Bibi স্বামী-Salauddin Sk Mondal, Vill- Soluadanga, P.O- Bejpara, P.S.- Berhampore, Dist- Murshidabad Rose Valley পলিসি নং 03H114017714-এতে আমার নাম Mosa Nargisa Khatun, W/o- Md Salauddin Mondal আছে। গত ইং ০৭/০৫/২০২৫ বহরমপুর SDEM(S) কোর্টের এফিডেভিট বলে Nurgis Bibi ও Mosa Nargisa Khatun এক ও অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হইলাম।

## বিজ্ঞপ্তি

**জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুরের**
**ডিষ্টিক্ট জজ আদালত**
**২০২৫ সালের ৭ নং এ্যাকট এইট মোকর্দ্দমা**

শ্রী আশীষ মাইতি ...দরখাস্তকারী
-বনাম-
বন্দনা মাইতি ...প্রতিপক্ষ
পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার দাসপুর থানার অন্তর্গত রাধানগর সাকিনের সর্ব্ব সাধারনগন ...প্রতি

এতদ্বারা আপনাদিগকে জানানো যাইতেছে যে, উক্ত সাকিনে বসবাসকারী শ্রী আশীষ মাইতি, পিতা- জগন্নাথ মাইতি তাহার ডির্ভোসি পত্নী বন্দনা মাইতির নিকটে থাকা অধিনের পুত্র শ্রী সন্দীপ মাইতি কে ফেরৎ পাইবার জন্য শ্রী আশীষ মাইতি অত্র আদালতে সন ২০২৫ সালে ৭ নং Act VIII মোকর্দ্দমা উত্থাপন করিয়াছেন। উক্ত মোকর্দ্দমা আগামী ইং-১০/৯/২০২৫ তারিখে দিন ধার্য্য রহিয়াছে। উক্ত মোকর্দ্দমার বিরুদ্ধে আপনাদের কাহারও কোনও প্রকার আপত্তী থাকিলে উক্ত ধার্য্য দিনে বা তৎপূর্ব্বে আদালতে উপস্থিত হইয়া কারন দর্শাইবেন।

অন্যথায় আপনাদের অসাক্ষাতে আইনানুযায়ী কার্য্য করা হইবে।

আদেশনানুসারে
সেরেস্তাদার
**Bibhas Mondal**
ডিষ্টিক্ট জজ আদালত
পশ্চিম মেদিনীপুর

## CHANGE OF NAME

We Arka Mitra S/o Ratan Kumar Mitra and Jayati Chowdhury Mitra W/o Arka Mitra permanently residing at Dhirendra Bhavan Shiddheswari tala, P.O- Ranaghat, Nadia, Pin-741201 declared that our son Akshayyagun Mitra & Shrithik Mitra is the same and one identical person vide an affidavit (Sl. No. 14568) of Ld. Judicial Magistrate (1st class) Ranaghat, Nadia dated 12/12/2024.

I, **Sipra Chakraborty** W/o Soumen Chakraborty, D/o Late Keshablal Dey, Residing at Flat -2D, 2nd floor, 140/26, N.S.C Bose Road, P.O.- Regent Park, P.S.- Golf Green, Kolkata -700040. Before marriage I was known called and recorded as **Shipra Dey**. Henceforth I will be known as **Sipra Chakraborty** vide an affidavit (54566) sworn before the First Class Judicial Magistrate Court, Alipore dated 11.08.2025. **Sipra Chakraborty** W/o Soumen Chakraborty, D/o Late Keshablal Dey and **Shipra Dey** D/o Late Keshablal Dey, W/o Soumen Chakraborty is one and same identical person.

## আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমরা ১.পার্থ ঘোষ পিতা - দুর্যোধন ঘোষ ২. সিক্তা ঘোষ (কর্ম্মকার) স্বামী - পার্থ ঘোষ উভয়ের সাং - সুলতানপুর পোঃ মাঝেরগ্রাম, থানা - নাকাশীপাড়া, জেলা - নদীয়া, পিন - ৭৪১১২৬, উভয়ের পক্ষে আমমোক্তার নিযুক্ত করা হয় ১৩/০২/২০১৫ তাং IV-১৯ নং দলীল বলে ভারপ্রাপ্ত আমমোক্তার চঞ্চল দাস পিতা - শিবপ্রসাদ দাস সাং - টি.ডি.ব্যানার্জী রোড, বারুইপাড়া, পোঃ কৃষ্ণনগর থানা - কোতোয়ালি, জেলা - নদীয়া পিন - ৭৪১১০১, উক্ত আমমোক্তার হইতে গত ২৮/১২/২০২২ তাং I-15544/2022 নং দলীল বলে ৯২ নং কৃষ্ণনগর মৌজার খাতিয়ান নং - R.S. ১৩৬৩৭ ও L.R. ৩৬৯০৬,৩৬৯০৭ ও দাগ নং - R.S. ১১০১৪ ও L.R. ২৫১৭৮ এর মোট ০৩.৩০ শতক সম্পত্তি ক্রয় করেন বুলবুলি দাস, স্বামী - শঙ্কর দাস সাং - মন্মথ সাহা রোড, পোঃ - শক্তিনগর, থানা- কোতয়ালী, জেলা - নদীয়া, পিন - ৭৪১১০২, উক্ত সম্পত্তির বিষয়ে কাহারো কোন অভিযোগ থাকলে, বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ্যে ৩০ দিনের মধ্যে, কৃষ্ণনগর - ১ B.L.&.L.R.O. অফিসে যোগাযোগ করবেন, অন্যথায় আইন মতাবেক কার্য্য হইবে।

## বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্ব্বসাধারনদের জানানো হইতেছে যে, মূল দলিল (আপোষ বিভাগ বন্টননামা পত্র). যাহা ২০০৫ সালে রেজিষ্ট্রীকৃত যাহার দলিল নাম্বার ১৮০/২০০৫, ১নং বহির, ভল্যুম নং - ৫, পাতা ১৯১ থেকে ১৯৮ লিপিবদ্ধ (যেখানে **সুজিত কুমার বোস** প্রথমপক্ষ এবং **অভিজিৎ কুমার বোস** দ্বিতীয় পক্ষ) যাহার জেলা - হুগলী, সাবরেজিষ্ট্রী অফিস চন্দননগর ও থানা - ভদ্রেশ্বর চন্দননগর পৌরনিগমের ৩১ নং ওয়ার্ডের, বিশালক্ষীতলার অন্তর্ভুক্ত, মৌজা খলিসানী, জে.এল. নং - ০১, ৯৪৯ নং আর.এস. খতিয়ানভূক্ত, আর.এস. ১৮৮১ নং ও এল.আর. ২৩০৮ নং দাগে জমি বাংলা মাপে কমবেশি ১৭ কাঠা ০১ ছটাক ২০ বর্গফুট যাহা আমার মক্কেল **অরিজিৎ বসু** পিতা সুজিত কুমার বসু হারাইয়া ফেলেছেন এবং সেটিকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। একটি **জি.ডি.ই ০৭/০৮/২০২৫** তারিখে **চন্দননগর থানায়** রুজু করা হইয়াছে, যাহার **নম্বর ৩৯৭** এবং একটি হলফনামা (এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট চুঁচুড়া কোর্ট, যাহার **নং ৪০ তারিখ ১১/০৮/২০২৫**) জমা করেছেন। যদি কোনও ব্যক্তির বা সংস্থানের উক্ত সম্পত্তির ক্ষেত্রে স্বত্বের অধিকার থাকে বা উক্ত দলিলে কোনও দাবি থাকে সেক্ষেত্রে বিজ্ঞপ্তি থেকে ১৫(পনেরো) দিনের মধ্যে নিচে উল্লিখিত ব্যক্তির সঙ্গে তথ্য প্রমাণ সহিত যোগাযোগ করার অনুরোধ করা হচ্ছে। অন্যথায় মনে করা হবে উক্ত সম্পত্তিতে কোনো দায় নেই এবং তৎপর কোনো দাবি স্বীকৃত হবে না।

**শুভ্রজিৎ দত্ত (এ্যাডভোকেট)**
ডিস্ট্রিক্ট জাজেস কোর্ট হুগলী, চুঁচুড়া
মো: ৭০০৩৪৩১৭৬১

## আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল **১)দুঃখীরাম হালদার, ২) নীরেন হালদার** পিতা- ঈশ্বর মনিমোহন হালদার **৩) অপর্ণা হালদার** স্বামী- দুঃখীরাম হালদার ADSR বেহালা অফিসে ৯১৯৯/২০২৪ নং দলিল মূলে, দাতা- **সরিতা আগারওয়ালের** হইতে জমি খরিদ করেন। বিক্রিত জমি উক্ত দাতা বেহালা ADSR অফিসে ৭৮৪৩/২০২০ নং দলিল মূলে স্বর্গীয় **ধীরেন্দ্র মন্ডলের** ওয়ারিশনগন যথাক্রমে **১)গৌতম মণ্ডল, ২)মধুমিতা মন্ডল, ৩) সবিতা মন্ডল, ৪) মায়া মন্ডল, ৫) চম্পা মন্ডল, ৬) তাপসী বার, ৭) শ্যামলী দাস, ৮) কল্যাণী নস্কর** -এর আমোক্তারনামা নিযুক্ত **S.K. INDUSTRIAL PLAZA** এর পক্ষে মালিক, **নাসির সেখ** এর নিকট হইতে ADSR বেহালা রেজিস্ট্রি অফিস, বুক নং -৪, ভলিউম নং ১৬০৭-২০১৮, ০০৬৩৭/২০১৮ নম্বর আমোক্তারনামা দলিল মূলে মৌজা- কলাগাছিয়া, জেল নং-৪০, এল.আর. দাগ নম্বর -১৯৯, এল.আর. খতিয়ান নম্বর- ১৯০ ভুক্ত কমবেশি ৮.২৫ শতক জমি খরিদ করিয়াছিলেন। এক্ষণে আমার মক্কেল উক্ত সম্পত্তি নিজ নাম বরাবর মিউটেশন করার জন্য ঠাকুরপুকুর মহেশতলা বি এল এন্ড এল আরও অফিসে আবেদন করিয়াছে, উক্ত বিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি থাকলে ৩০ দিনের মধ্যে উক্ত অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

**TUSHAR MONDAL (Advocate)**
CMM, Bankshall Court, F-893/1999

## আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল **শ্রী কার্ত্তিক সরকার**, পিতা- শ্রী মানিক সরকার, বেহালা ADSR অফিসে ০৬৬৮০/২০১৮ নং দলিল মূলে, দাতা- **সিরাজুলহক তরফদার** কর্তৃক আমোক্তারনামা নিযুক্ত **রমজান আলী সেখ**, পিতা- মরহুম সওকাত আলী সেখ, এর নিকট হইতে ADSR বেহালা অফিসে রেজিস্ট্রকৃত, বুক নং -৪, ভলিউম নং ১৬০৭-২০১৮, ১০৯৬১-১০৯৮২ নং পাতায় লিখিত ০০৪৪৩/২০১৮ নম্বর আমোক্তারনামা দলিল মূলে মৌজা- চটকালিকাপুর, জেল নং ২২, এল.আর. দাগ নম্বর -২৯৯৯, এল.আর. খতিয়ান নম্বর- ২৯০, ২৪০৪ ভুক্ত কমবেশি ৪.১২৫ শতক জমি খরিদ করিয়াছে। এক্ষনে আরো উল্লেখ থাকে যে, উপোরিক্ত উক্ত সম্পত্তি দাতা **সিরাজুলহক তরফদার** ADSR বেহালা অফিসে ২০৭৫/১৯৮৯ নং দলিল মূলে **আপ্তাবউদ্দিন মোল্লার** হইতে খরিদ করেন। আরও উল্লেখ থাকে যে, **আপ্তাবউদ্দিন মোল্লা** উক্ত সম্পত্তি ADSR বেহালা অফিসে ০৯৪৪/১৯৮৭ নং দলিল মূলে জনৈক **আতায়ুর রহমান মোল্লা ও নজিবর রহমান মোল্লার** হইতে খরিদ করেন।
এক্ষণে আমার মক্কেল উক্ত সম্পত্তি নিজ নাম বরাবর মিউটেশন করার জন্য ঠাকুরপুকুর মহেশতলা বি এল এন্ড এল আরও অফিসে আবেদন করিয়াছে, উক্ত বিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি থাকলে ৩০ দিনের মধ্যে উক্ত অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

**TUSHAR MONDAL (Advocate)**
CMM, Bankshall Court, F-893/1999

## বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, সাং-গড়িয়া, পোষ্ট-পাঁচপোতা, থানা-সোনারপুর, কোলকাতা-৭০০১৫২ নিবাসী শ্রী মদন সরকার, পিতা শ্রী কার্তিক সরকার, বিগত ইংরাজী ১৪/১১/২০১১ তারিখে সোনারপুর সাব-রেজেস্ট্রী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ২০১১ সালের ২৩১৮ নম্বর আমমোক্তার নামা মূলে ক্ষমতা প্রাপ্ত আমমোক্তার হিসাবে সাং-নবগ্রাম গড়িয়া, পোষ্ট-পাঁচপোতা, থানা-সোনারপুর, কোলকাতা-৭০০০৫২, নিবাসী শ্রী মাধব বিশ্বাস পিতা-কানাইলাল বিশ্বাস ও শ্রীমতী [illegible]

Sd/-
Asgar Ali Mallick
Advocate
Alipore Judges' Police Court
Enrollment No. - WB-490/2010

## বিজ্ঞপ্তি

[illegible]

Sd/-
Asgar Ali Mallick
Advocate
Alipore Judges' Police Court
Enrollment No. - WB-490/2010

## নোটিশ

[illegible]
প্রতিষ্ঠানে সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত সম্পত্তি হিসেবে দাখিল করা হবে। উক্ত হারিয়ে যাওয়া/ ঘটনা ব্যাঙ্ক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বা আমার মক্কেলের দ্বারা ভবিষ্যতে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি সম্পর্কে কোনও দাবি গ্রাহ্য হবে না এবং সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি সম্পূর্ণ দায়মুক্ত হিসেবে গণ্য হবে।

**দেবদুলাল চক্রবর্তী**, এমএ,এলএলবি (অ্যাডভোকেট)
আলিপুর এবং বারুইপুর সিভিল এবং ক্রিমিনাল কোর্ট,কলকাতা
মোবাইল : +৯১ ৯৬৮১০৯৭৯১৫

## বিজ্ঞপ্তি

**অত্র বিজ্ঞপ্তি দ্বারা ঘোষনা করা যাইতেছে ১) সেখ মহিউদ্দিন, পিতাঃ- মৃত সেখ দেলবাহার, ২) সেখ রেজিনা বিবি, স্বামীঃ- সেখ মহিউদ্দিন এর নিকট হইতে আমমোক্তার পত্র উলুবেড়িয়া, A.D.S.R অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত গত ইং ০৬/১১/২০২৩ তারিখে ৬৪২৯/২০২৩ নং আমমোক্তার নামা দলিল দ্বারা সেখ আনিসুর আলি, পিতাঃ- সেখ জাকির আলি, সাং কোটালঘাটা, পোঃ-কুশবেড়িয়া, থানা- উলুবেড়িয়া, জেলা- হাওড়া, পিন ৭১১৩১৬, নিবাসী জেলাঃ- হাওড়া, থানাঃ- উলুবেড়িয়া, চৌকি ও এ.ডি.এস.আর. উলুবেড়িয়া পৌরসভার ১৮ নং ওয়ার্ডের এলাকাধীনে ১০৭ নং জে.এল. ভুক্ত কোটালঘাটা মৌজায় বিক্রয় এর আধিকার পায়। আমার মক্কেল ১) সেখ সামসুদ্দিন, পিতা আনসার আলি, উলুবেড়িয়া A.D.SR অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত গত ইং ২১/০২/২০২৪ তারিখে ১১০৭/২০২৪ নং বিক্রয় কোবালা দলিল মুলে ও ২) আদ্রিজা খাতুন, পিতা সেখ আনিসুর আলি, উলুবেড়িয়া A.D.SR অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত গত ইং ২১/০২/২০২৪ তারিখে ১১১৫/২০২৪ নং বিক্রয় কোবালা দলিল মুলে, সেখ রেজিনা বিবি, স্বামী:- সেখ মহিউদ্দিন এর আমমোক্তার মুলে সেখ আনিসুর আলি, পিতাঃ- সেখ জাকির আলির নিকট হইতে আর. এস. ৩৪৮ নং, খতিয়ান লিখিত এল. আর. ১৭৮৫ নং খতিয়ানে লিখিত আর.এস. ৯৫০ নং দাগ হইতে আগত এল. আর. ৯৪৭ নং দাগে ৫১ শতক ডাঙ্গা সম্পত্তি মধ্যে ২৫.৫০ শতক ডাঙ্গা সম্পত্তি, মধ্যে ৪.৮৬ শতক সম্পত্তি মধ্যে ১) সেখ সামসুদ্দিন, ১.৬৫ শতক ডাঙ্গা সম্পত্তি, ও ৪.৮৬ শতক সম্পত্তি মধ্যে ২) আদ্রিজা খাতুন, ২.৬৩ শতক ডাঙ্গা সম্পত্তি, ক্রয় করিয়াছে যাহা উলুবেড়িয়া ১ নং বি. এল.এন্ড.এল.আর.ও অফিসে রেকর্ড হইবে এই বিষয় কাহারও কোন আপত্তি থাকলে উলুবেড়িয়া ১ নং বি. এল.এন্ড.এল.আর.ও অফিসে বিঞ্জপ্তির এক মাসের মধ্যে জানাইবেন নতুবা কাহারও কোন আপত্তি গ্রাহ্য হইবে না।**

ইতি- **Tapan Kumar Das**
আইনজীবি উলুবেড়িয়া কোর্ট

## ।। বিজ্ঞপ্তি ।।

**জেলা- হুগলীর মাননীয় ১ম সিভিল জজ (জুনি: ডিভি:) আদালত, চুঁচুড়া**
**দেওয়ানী মোকর্দ্দমা নং- ২১৪/২০২৩**

**তারাগুন নবপ্রভাত সমিতি (রেজি: ক্লাব),** সাং- তারাগুন পো:- হোয়েরা, থানা- মগরা, জেলা- হুগলী, **পক্ষে - সভাপতি - শ্রী গৌতম সুর,** পিতা-শচীন্দ্রনাথ সুর, সাং- তারাগুন, পো:- হোয়েরা, থানা- মগরা, জেলা- হুগলী দীং-...বাদী

(বনাম )

**শ্রী তুষার কান্তি চৌধুরী,** পিতা- ৺বসন্ত কুমার চৌধুরী, সাং- ১৮/৩/৪ শরৎ চ্যাটার্জী রোড, শিবপুর, জেলা- হাওড়া, পিন- ৭১১১০২ দীং- ...বিবাদীগণ

এতদ্বারা নিম্নলিখিত বিবাদীগনকে জানানো যাইতেছে যে, উক্ত বাদী নিম্নলিখিত বিবাদী ও অন্যান্যদের বিরুদ্ধে হুগলী জেলার মগরা থানার অন্তর্গত ০৫ নং জে.এল. ভুক্ত ফতেপুর মৌজাস্থিত যাহা হাল এল.আর. ১৫১. ১০৯, ২৩১, ৩৫৩, ২১৫, ৯৩, ৩৯২, ৩৫৪, ৩৫৫, ৩২২, ১০৭, ও ২১০ নং খতিয়ান ভুক্ত সাবেক ও হাল ১৩৮ নং দাগ ভুক্ত খেলার মাঠ পরিমানে ৬৮ শতক সম্পত্তি নিয়ে উক্ত দেওয়ানী মোকর্দ্দমা দাখিল করিয়াছেন।
সেহেতু, নিম্ন লিখিত বিবাদীগনকে জানানো [illegible]

## ।। বিজ্ঞপ্তি ।।

[illegible]
করা হইবে।
দরখাস্তকারীগনের পক্ষে
**নিতাই চন্দ্র ঘোষ (এ্যাডভোকেট)**
আদালতের অনুমত্যানুসারে
**পার্থ সারথি পাল (সেরেস্তাদার)**
জেলা হুগলীর চুঁচুড়াস্থিত ডিষ্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত, ২২/০৭/২০২৫

## Joynagar Mozilpur Municipal Office

**P.O.-Jaynagar Mozilpur, Pin-743337, South 24Pgs., West Bengal**

E-bids are invited by the Executive Officer, Jaynagar Majilpur Municipality for the following development work within Jaynagar Majilpur Municipality.

| Sl. No. | Name of Work | NIT No. |
|---|---|---|
| 1 | Rejuvenation of Water Body at Municipal Complex Pond including O & M works for 05 years within Jaynagar-Majilpur Municipality under AMURT-2.0 Project. | WBMAD/ULB/JOYNAGAR-MOZILPUR/AMRUT2.0/ 27 /2024-25(2nd Call) |

Tender ID: **2025_MAD_890419_1,** Bid submission starting date: **13/08/2025 at 09:00 AM,** Bid submission closing date: **29/08/2025 at 05:30 PM,** Date and time of opening of Technical Proposals (online): **01/09/2025 at 11:00 AM** Details may be seen in the website: **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- **Chairman, Joynagar Mozilpur Municipality**

## ।। বিজ্ঞপ্তি ।।

**হাওড়া জেলা ডিষ্টিক্ট জজ আদালত**
**২০২৪ সালের ২১০ নং মিসলেনিয়াস কেস**
**শ্রীমতী রুবি মাজী ......দরখাস্তকারীনি।**

এতদ্বারা সর্ব্ব সাধারনকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, অত্র দরখাস্তকারীনি **শ্রীমতী রুবি মাজী**, স্বামী মৃত শুভ্র মাজী, সাং ৮, ছোটুলাল মিশির রোড, থানা মালিপাঁচঘড়া, জেলা হাওড়া-৭১১১০৭, দরখাস্তকারী/ মাতা হিসাবে বর্তমান সাং ২৯/৪, কৃষ্ণ তারণ নস্কর লেন, ঘুশুড়ী, থানা মালিপাঁচঘড়া, জেলা হাওড়া-৭১১১০৭ নিবাসী আপন নাবালিকা কন্যা **কুমারী অর্চিশা মাজী** (যাহার জন্ম তারিখ ২৪/০৪/২০০৯) নিম্ন লিখিত তপশীল ভুক্ত স্বত্ব দখলী স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের নিমিত্ত উপরোক্ত দরখাস্ত দাখিল করিয়াছেন।
উক্ত সম্পত্তি বিক্রয়ের অনুমতি দিবার ব্যাপারে কোনও ব্যক্তির কোনও আপত্তি থাকিলে অদ্য হইতে ৩০ দিবসের মধ্যে উপরোক্ত মোকর্দ্দমায় আপত্তি দাখিল করিতে হইবে নচেৎ উক্ত মোকর্দ্দমার একতরফা শুনানী করা হইবে।

**=: তপশীল:= (অত্র সম্পত্তির বিবরণ) :**

জেলা, ডিষ্ট্রিক্ট রেজিষ্ট্রী ও এ্যাডিসনাল ডিঃ সাব রেজিষ্ট্রী অফিস হাওড়া, থানা মালিপাঁচঘড়ার অন্তর্গত হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ৩ নং ওয়ার্ড ভুক্ত ৮, ছোটুলাল মিশির রোড হোল্ডিংভুক্ত মোট ১ (এক) কাঠা ৪ (চার) ছটাক ২০ (কুড়ি) বর্গফুট বাস্তু সম্পত্তির অবিভক্ত ১/৪ অংশে কমিবেশী ৫ (পাঁচ) ছটাক ৫ (পাঁচ) বর্গফুট পরিমিত বাস্তু জমি মায় তদুপরিস্থিত দ্বিতল গৃহাদীর অংশ মায় যাবতীয় ইজমেন্ট কমন প্যাসেজ স্বত্বাদি সহ সম্পত্তি হইতেছে। ইহার **চৌহদ্দী**: উত্তর:- ৫ নং ছোটুলাল মিশির রোড হোল্ডিংভুক্ত মনি কুন্ডু মহাশয়ের সম্পত্তি। দক্ষিন:- ৬ ফুট চওড়া কমন প্যাসেজ। পূর্ব:- ৭ নং ছোটুলাল মিশির রোড হোল্ডিংভুক্ত জিতেন ঘোষের সম্পত্তি। পশ্চিম:- জয়ন্ত কুমার মাজী মহাশয়ের সম্পত্তি।
অত্র আদালতের স্বাক্ষর ও শীলমোহর যুক্তমতে দেওয়া হইল। অনুমত্যানুসারে

**Sampa Roy (সেরেস্তাদার)**
হাওড়া জেলা ডিষ্টিক্ট জজ আদালত।

## NOTICE

Notice is hereby given to all concerned that one of my client **Mr. Amar Malik** S/o. Siddheshwar Malik, R/o. Kanakshally Ghatok Para, Chinsurah, Hooghly-712101, W.B. is interested to purchase all that piece and parcel land lying and situated under District Hooghly, P.S. Chinsurah, J.L. No. 21, Mouza Uttar Chandannagar, under Hooghly-Chinsurah Municipality, L.R. Dag No. 2291 & 2292, L.R. Khatian No. 990, 10, 91, 181, 190, 263, 271, 300, 301, Total area of Land 03 Shatak, class Bagan and the same recorded in the B.L.&L.R.O. Mogra-Chinsurah Block Office from its present owner. If any person and/or persons having any claim share right, title or interest whatsoever over and in respect of said property or any objection to the sale of the same must notify with my above client with supporting documentary evidence within 7 days from this date, there after the claim, if any, shall be deemed to have been waved and no further claim shall be entertained and my client shall proceed with the transaction.

**Mir Md Kalimuddin (Advocate)**
Chandernagore Court, Hooghly

## শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

**উত্তর ২৪ পরগনা**

**আ্যড কানেক্সন**
**সন্তোষ কুমার সিং**
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, **ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১**
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

**এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র**
**সেখ আজাহার উদ্দিন,** বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

**হুগলি**

**মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,**
**সবাণী চ্যাটার্জি,** ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

**জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,**
**প্রসেনজিৎ সামন্ত,** ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, **মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪**

**নদিয়া**

**টাইপ কর্ণার,**
**নিরঞ্জন পাল,** ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮**

**রাজ টেলিকম,**
**অমিতাভ বিশ্বাস,** ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, **মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।**

**সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,**
**শ্রীধর অঙ্গন,** বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩০২, **মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।**

**অবসর,**
**ডি. বালা,** চাকদহ, নদিয়া। **মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।**

**সবিতা কমিউনিকেশন,**
**প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার,** ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, **মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১**

**পূর্ব মেদিনীপুর**

**আইনক্স অ্যাড এজেন্সি**
**সুরজিৎ মাইতি,** পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, **মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২**

**শ্যাম কমিউনিকেশন,**
**দেবব্রত পাঁজা,** দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, **মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬**

**মানসী অ্যাড এজেন্সি,**
**শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক,** ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, **মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭**

**পশ্চিম মেদিনীপুর**

**মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি**
দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা, ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১ **মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬**

**শিলাবতী অ্যাড এজেন্সী,**
**রেখা দাস,** নিউ মার্কেট (খিরিশ তলা), ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর, **মোঃ ৯৯৩৩৩৫০৩৩৩**

# বসিরহাটে একই বুথে ২৬ জন ভূতুড়ে ভোটারের হদিশে বিতর্ক

**নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট:** নির্বাচন কমিশনের আধিকারিকদের উদাসীনতা আবারও প্রকাশ্যে এল বসিরহাটে। একই বুথে ২৬ জন ভুতুরে ভোটারের হদিশ। তাঁদের অধিকাংশই মৃত, কিছু অন্যত্র চলে গিয়েছেন। কিন্তু তাঁদের নাম জ্বলজ্বল করছে ভোটার তালিকায়। বুথের মোট ভোটার সংখ্যা মাত্র ৯৮৪ জন। অথচ ২, ৪, ৬ বছর আবার এক বছর আগে যারা মারা গিয়েছেন এমন ব্যক্তির নাম ভোটার তালিকায় দেখে রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে সরাসরি অভিযোগ করা হয়েছে নির্বাচন কমিশনের আধিকারিকদের উদাসীনতাকে। বসিরহাট পুরসভার উপ-পুরপ্রধান সুবীর সরকারের দাবি, 'মৃতের পরিবারেরা ডেড সার্টিফিকেট নিয়েছেন, তার রেশন কার্ড সারেন্ডার করেছেন। এই সব প্রক্রিয়া এখন অনলাইনে হয়। ফলে কোনও কিছুই গোপন করা সম্ভব নয়, সবটাই অনলাইনে পাওয়া যায়। তারপরেও নির্বাচন কমিশনের আধিকারিকেরা কী করে মৃত ব্যক্তিকে ভোটার তালিকায় রেখে দেন। এই গাফিলতি ও উদাসীনতা নির্বাচন কমিশনের।' তিনি আরও জানিয়েছেন, এর আগেও লিখিতভাবে পুরসভার সমস্ত ওয়ার্ডের মৃত ভোটারদের নাম বাদের জন্য নির্বাচন কমিশনে জানিয়েছিলাম। আবারও ইলেকশন কমিশনকে জানানো হবে।

ঘটনাটি বসিরহাট পুরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের ২২৫ নম্বর বুথের ঘটনা। অঞ্জনা গোস্বামী, পূর্ণিমা হালদার, জ্যোৎস্না ঘোষ-এর মতো ২৬ জন মানুষের নাম ভোটার তালিকায়, এদের মধ্যে কেউ দু'বছর, ছয় বছর, এক বছর আগে মারা গিয়েছেন। সকলেরই পরিবার ডেড সার্টিফিকেট তুলেছেন, রেশন কার্ড জমা করেছেন। কিন্তু তারপরেও জ্বলজ্বল করছে ভোটার তালিকায় তাদের নাম। তবে তাদের পরিবার কেউই বলতে পারছে না, কী করে ভোটার তালিকায় তাঁদের পরিবারের মৃত মানুষের নাম রয়েছে। কারণ, তাঁরা কোনওদিন খোঁজই নেয়নি যে ভোটার তালিকা থেকে তাঁদের পরিবারের মৃত মানুষের নাম বাদ গিয়েছে কিনা। ডেড সার্টিফিকেট নেওয়ার পর, রেশন কার্ড সারেন্ডার করার পর মৃতের নাম ভোটার তালিকা থেকে সাধারণ পদ্ধতি অনুযায়ী বাদ চলে যাওয়ার নিয়ম। কিন্তু কীভাবে সেই নাম ভোটার তালিকায় আছে, তাই জানে না তাদের পরিবারগুলো। এই নিয়ে ওই ওয়ার্ডের মানুষ প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছেন, এই নামগুলো কিভাবে ভোটার তালিকায় আছে তাদের জানা নেই। তবে কী তাদের আত্মারা ভোটের সময় ভোট দিয়ে যান? যদিও পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সুবীর সরকার বলেন, 'শুধু এই একটা বুথই নয়, বসিরহাট পুর এলাকায় যত বুথ আছে, সব বুথেই এরকম ভোটার কিছু পাওয়া যাবে। আমরা এগুলো সংশোধন করার জন্য নির্বাচন কমিশনকে জানিয়েছিলাম। কিন্তু তারা কোনও কাজ করেননি। আমরা আবার জানাবো। আমরাও চাই এই ধরনের ভোটার, তালিকা থেকে বাদ যাক। কিন্তু কোনও বৈধ ভোটারের নাম যেন তালিকা থাকে বাদ না যায়, সেটা নিশ্চিত করুক নির্বাচন কমিশন।'

# গাড়ি থামিয়ে হুমকি, তোলাবাজিতে ধৃত দুই

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কোন্নগর:** রীতিমতো গাড়ি থামিয়ে হুমকি, রাতে আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে তোলাবাজির অভিযোগ। ঘটনায় গ্রেপ্তার দুই পুরনো দুষ্কৃতী। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তরপাড়া থানা এলাকার কোন্নগর চটকল এলাকায়। জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার রাতে চটকলের দিক থেকে রিষড়া রাবার ফ্যাক্টরির দিকে ট্রাক চালকরা খালি ট্রাক নিয়ে কারখানায় যাচ্ছিলেন। সেখানেই দু'জন তাঁদের রাস্তা আটকায়। আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে তাঁদের থেকে টাকার দাবি করেন। অভিযোগ, টাকা দিতে না চাইলে মারধরও করা হয় তাঁদের। গালিগালাজ করা হয়। গুলি করার হুমকি দেওয়া হয়। বলা হয়, 'গাড়ি থামাবি, নাকি গুলি খাবি।' বুধবার উত্তরপাড়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন লরি চালকরা। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে পুরনো দুষ্কৃতী 'গুজিয়া'-সহ একজনকে গ্রেপ্তার করে উত্তরপাড়া থানার পুলিশ। কোন্নগর পুরসভার পুরপ্রধান স্বপন দাস বলেন, 'অনেকদিন ধরে কোন্নগরে শান্তিশৃঙ্খলা রয়েছে। কয়েকদিন আগে কানাইপুরে পঞ্চায়েত সদস্য খুন হয়। পুলিশকে বলব মানুষের মধ্যে আস্থা ফিরিয়ে আনতে হবে। রং দল বিচার না করে দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিতে। আগে বোম পড়ত, খুন হত। এগারো সালের পর কোনও খুন হয়নি।'

# বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপ, উত্তর-দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির আশঙ্কা



**নিজস্ব প্রতিবেদন:** বঙ্গোপসাগরের পশ্চিম-মধ্য ও সংলগ্ন উত্তর-পশ্চিম অংশে নতুন করে নিম্নচাপ তৈরি হওয়ার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। আবহাওয়াবিদদের মতে, এটি পরবর্তী দুই দিনে আরও সক্রিয় হতে পারে। মৌসুমি অক্ষরেখা বর্তমানে উত্তর ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল পেরিয়ে পূর্বোত্তরে পৌঁছেছে। এর সঙ্গে মধ্য বঙ্গোপসাগরের উচ্চস্তরে একটি ঘূর্ণাবর্তও সক্রিয়, যা বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়াচ্ছে।

উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারে বুধবার ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। দার্জিলিং, কালিম্পং ও কোচবিহারের কিছু এলাকায়ও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। কয়েকটি জেলায় ইতিমধ্যেই হলুদ, কমলা ও লাল সতর্কতা জারি করা হয়েছে। আগামী কয়েকদিন এই অঞ্চলে মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টি চলবে বলে ইঙ্গিত মিলেছে।

দক্ষিণবঙ্গে এদিন দুই ২৪ পরগনা, দুই মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রামের একাধিক স্থানে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা। বাকি জেলাগুলিতে হালকা বৃষ্টি হলেও, ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে ঘণ্টায় ৩০, ৪০ কিলোমিটার বেগে। শুক্রবার থেকে রবিবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের বেশিরভাগ জেলায় বৃষ্টির ধারাবাহিকতা বজায় থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। আবহাওয়াবিদদের পরামর্শ, সতর্কতা জারি থাকা জেলাগুলির মানুষ যেন প্রয়োজন ছাড়া বাইরে না বেরোন এবং জলনিকাশের ব্যবস্থা আগে থেকেই ঠিক করে রাখা হয়।

---

## ওরিয়েন্ট বেভারেজেস লিমিটেড

(কর্পোরেট আইডেন্টিফিকেশন নম্বর : L15520WB1960PLC024710)
**রেজিঃ অফিস :** "অ্যালেপে কোর্ট", ৪র্থ তল, ২২৫সি, এ.জি.সি. বোস রোড, কলকাতা-৭০০০২০, পঃবঃ
**ফোন :** (০৩৩)২২৮১ ৭০০১, **ই-মেল :** cs@obl.org.in, **ওয়েবসাইট :** www.obl.org.in

**বিজ্ঞপ্তি**

**ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি) / আদার অডিও ভিজ্যুয়াল মিনস (ওএভিএম) -এর মাধ্যমে বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে**

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, ওরিয়েন্ট বেভারেজেস লিমিটেডের সদস্যদের ৬৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) **২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখ বৃহস্পতিবার, সকাল ১১.০০ টায় (আইএসটি) ভিডিও কনফারেন্সিং ("ভিসি")/অন্যান্য অডিও-ভিজ্যুয়াল মাধ্যম ("ওএভিএম")** এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে। কোম্পানি আইন, ২০১৩ ("আইন") এর প্রযোজ্য বিধান অনুসারে, যা পরবর্তীতে প্রণীত নিয়মাবলীর সাথে পঠিত হবে এবং সেবি (তালিকাবদ্ধকরণ বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ ("সেবি তালিকাভুক্তি প্রবিধান") এবং ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখের সাধারণ সার্কুলার নং ৯/২০২৪ এবং কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারি করা অন্যান্য সমস্ত প্রাসঙ্গিক সার্কুলার ("এমসিএ সার্কুলার") ভিসি/ওএভিএম এর মাধ্যমে বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত করার অনুমতি দিয়েছে। অতএব, সদস্যরা শুধুমাত্র ভিসি/ওএভিএম সুবিধার মাধ্যমে বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত করতে এবং অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

উপরোক্ত সার্কুলারগুলি মেনে, ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদনের সফট কপি সেই সমস্ত শেয়ারহোল্ডারদের কাছে পাঠানো হবে, যাদের ইমেল ঠিকানা কোম্পানির সাথে বা তাদের নিজ নিজ ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের সাথে নিবন্ধিত। উক্ত বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.obl.org.in** এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট বিএসই লিমিটেডের ওয়েবসাইট **www.bseindia.com** এবং দি ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ লি. এর ওয়েবসাইট **www.cse-india.com** এ যথাক্রমে উপলব্ধ করা হবে এবং সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (রিমোট ই-ভোটিং এজেন্ট) এর ওয়েবসাইট **www.evotingindia.com** এও পাওয়া যাবে।

ফিজিক্যাল/ডিম্যাট মোডে শেয়ারধারী শেয়ারহোল্ডারদের অনুরোধ করা হচ্ছে যে তারা তাদের ইমেল ঠিকানা/মোবাইল নম্বর কোম্পানি/ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীর সাথে নিবন্ধন/আপডেট করুন যাতে তারা বার্ষিক সাধারণ সভার ই-ভোটিং সহ ভিসি/ওএভিএম সুবিধার মাধ্যমে বার্ষিক সাধারণ সভার জন্য লগইন বিবরণ পেতে পারেন।

শেয়ারহোল্ডাররা ইলেকট্রনিক ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত ব্যবসায়ে দূরবর্তীভাবে বা বার্ষিক সাধারণ সভার সময় তাদের ভোট দেওয়ার সুযোগ পাবেন। শেয়ারহোল্ডারদের জন্য বার্ষিক সাধারণ সভার সময় বা দূরবর্তীভাবে ভোট দেওয়ার পদ্ধতি এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিবরণ বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া হবে এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.obl.org.in** থেকে প্রাপ্ত/লাভ করা যাবে।

কোম্পানি আইন, ২০১৩ এবং সেবি (তালিকাবদ্ধ বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ এর প্রযোজ্য বিধান অনুসারে, বার্ষিক সাধারণ সভার উদ্দেশ্যে কোম্পানির সদস্য নিবন্ধন এবং শেয়ার স্থানান্তর বই **১৯.০৯.২০২৫ থেকে ২৫.০৯.২০২৫ (উভয় দিন অন্তর্ভুক্ত)** পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।

শেয়ারহোল্ডারদের অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে, উপরোক্ত সার্কুলারগুলির পরিপ্রেক্ষিতে, কোম্পানি কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারদের কাছে বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ এবং বার্ষিক প্রতিবেদনের কোনও কপি পাঠাবে না।

এমসিএ এবং সেবি দ্বারা জারি করা প্রযোজ্য সার্কুলারগুলির সাথে সঙ্গতি রেখে কোম্পানির সকল সদস্যের তথ্য এবং সুবিধার জন্য উপরোক্ত তথ্য জারি করা হচ্ছে।

ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ভোটদানের সুবিধা সম্পর্কিত সমস্ত অভিযোগ শ্রী রাকেশ দলভি, সিনিয়র ম্যানেজার, সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (সিডিএসএল), এ উইং, ২৬তম তল, ম্যারাথন ফিউচারেক্স, মাফতলাল মিল কম্পাউন্ডস, এন এম জোশী মার্গ, লোয়ার পারেল (পূর্ব), মুম্বাই-৪০০ ০১৩-এর ঠিকানায় জানাতে পারেন অথবা **helpdesk.evoting@cdslindia.com**-এ ইমেল পাঠাতে পারেন অথবা টোল ফ্রি নম্বর ১৮০০ ২১০ ৯৯১১-এ কল করতে পারেন।

**ওরিয়েন্ট বেভারেজেস লিঃ-র পক্ষে**
স্বা/-
**জিয়ুত প্রসাদ**
**কোম্পানি সেক্রেটারি** (A28758)

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১৩.০৮.২০২৫

---

# MINOLTA FINANCE LIMITED

**Corporate Identity Number:** L65921WB1993PLC057502
**Registered Office:** Unique Pearl, BL-A, Hatiara, Roy Para, Kolkata, West Bengal, India, 700157
**Tel:** 033-22485794 | **Email id:** minoltafinance@gmail.com | **Website:** www.mintola.co.in

**EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULT FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2025**

(₹ In Lacs)

| Sr. No. | Particulars | QUARTER ENDED | | | YEAR ENDED |
|---|---|---|---|---|---|
| | | As on 30.062.2025 | As on 31.03.2025 | As on 30.06.2024 | 31.03.2025 |
| | | Unaudited | Audited | Unaudited | Audited |
| 1. | Total Income from Operations | 206.35 | 33.88 | 22.56 | 101.88 |
| 2. | Total Expenses | 206.58 | 37.76 | 21.25 | 100.40 |
| 3. | Net Profit/ (Loss) for the period before Tax | (0.23) | (3.88) | 1.31 | 1.48 |
| 4. | Net Profit/(Loss) for the period after Tax | 14.65 | (4.14) | 1.31 | 1.22 |
| 5. | Paid-up Equity Share Capital ( FV 10/- each) | 999.96 | 999.96 | 999.96 | 999.96 |
| | Basic | 0.0146 | (0.0041) | 0.0013 | 0.0012 |
| | Diluted | 0.0146 | (0.0041) | 0.0013 | 0.0012 |

**Note:**
1. The above Unaudited Financial Results along with limited review have been reviewed by the Audit Committee thereafter approved and record by Board of Directors at their meeting held on 12.08.2025.
2. As required under clause 33 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Statutory Auditors of the Company have carried out limited review of the above Financial Results for the period ended June 30, 2025.
3. The Company has adopted Indian Accounting Standard (Ind AS) for the financial year commencing from 1st April 2019 and above results have been prepared in accordance with IND AS prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 and read with relevant rule made thereunder.
4. The Figures for the corresponding previous periods have been regrouped/ reclassified wherever necessary, to make them comparable.
5. The Company operates in two segments during the quarter namely, financing activities and Investment and Trading in securities. A separate reportable operating segment is prepared as per IND AS 108 - Operating Segments.
6. The Figures of quarter ended March 31, 2025 are the balancing figures between the audited figures in respect of year ended 31st March, 2025 and unaudited figures of nine months ended 31st December, 2024.

The full format is also available on the website of the company i.e. www.mintola.co.in and BSE's and CSE's Website i.e. https://www.bseindia.com and www.cse-india.com.

**For Minolta Finance Limited**
**Sd/-**
**Arvind Gala**
**Director**
**DIN: 02392119**

**Place :** Kolkata
**Date :** 12.08.2025

---

## SAHARA HOUSINGFINA CORPORATION LIMITED

**CIN : L18100WB1991PLC099782**
**Registered & Corporate Office :** 46, Dr. Sundari Mohan Avenue, Kolkata - 700 014
**Phone :** +91 33 22890148/6708
**Website :** www.saharahousingfina.com; **E-mail :** info.saharahousingfina@gmail.com

**Extract of Unaudited Financial Results for the Quarter ended June 30, 2025**

(₹ in lakhs except EPS)

| Sl. No. | Particulars | Quarter Ended | | | Year Ended |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 30.06.2025 (Unaudited) | 31.03.2025 (Audited) | 30.06.2024 (Unaudited) | 31.03.2025 (Audited) |
| 1. | Total Income | 175.14 | 215.11 | 228.42 | 862.84 |
| 2. | Net Profit for the period/year before Tax and Exceptional items | 24.97 | 26.66 | 24.25 | 80.03 |
| 3. | Net Profit for the period/year before Tax but after Exceptional items | 24.97 | 26.66 | 24.25 | 80.03 |
| 4. | Net Profit for the period/year after Tax and Exceptional items | 21.26 | 20.03 | 23.40 | 64.84 |
| 5. | Total Comprehensive Income for the period/year [Comprising Net Profit and Other Comprehensive income for the period/year] | 21.61 | 18.75 | 24.29 | 66.24 |
| 6. | Paid-up Equity Share Capital (Face value ₹ 10/- per share) | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 |
| 7. | Earning per Share (EPS) (in ₹) (Not annualised) | | | | |
| | a) Basic (₹) | 0.30 | 0.29 | 0.33 | 0.93 |
| | b) Diluted (₹) | 0.30 | 0.29 | 0.33 | 0.93 |

**Note :**
1. The above financial results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on August 13, 2025 and subjected to limited review by the statutory auditors of the company.
2. The above is an extract of the detailed format of Quarter ended June 30, 2025 Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The full format of the Financial Results for the Quarter ended June 30, 2025 are available on the Stock Exchange Website : www.bseindia.com and on the Company's Website : www.saharahousingfina.com.
3. These financial results have been prepared in accordance with the recognition and measurement principles laid down in Indian Accounting Standard ("Ind AS") prescribed under section 133 of the Companies Act 2013 read with relevant rules issued thereunder and the other accounting principles generally accepted in India.
4. Previous year / period figures have been restated / regrouped / re-classified wherever necessary in line with the financial results for the quarte ended June 30, 2025.

**For Sahara Housingfina Corporation Limited**
**Sadhan Sarkar**
**Chairman**
**DIN - 10519231**

**Place : Kolkata**
**Date : August 13, 2025**

---

## মানাকসিয়া অ্যালুমিনিয়াম কোম্পানি লিমিটেড

**কর্পোরেট আইডেন্টিটি নাম্বার : L27100WB2010PLC144405**
রেজিস্টার্ড অফিস: বিকানির বিল্ডিং, ৮/১, লালবাজার স্ট্রিট, ৪র্থ তল, কলকাতা পঃবঃ-৭০০০০১, ভারত
ই-মেল : info@malcoindia.co.in, ওয়েবসাইট : www.manaksiaaluminium.com
দূরভাষ : +৯১-৩৩-২২৪৩ ৫০৫৩ / ৫০৫৪

**শেয়ারহোল্ডারদের প্রতি ১৫তম বার্ষিক সাধারণ সভার সাধারণ বিজ্ঞপ্তি**

কোম্পানির ১৫ তম বার্ষিক সাধারণ সভা ('এজিএম') অনুষ্ঠিত হবে মঙ্গলবার, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫ দুপুর ০১:৩০ টায় (আইএসটি) ভিডিও কনফারেন্সিং ('ভিসি')/ অন্যান্য অডিও ভিসুয়াল মিনস ('ওএভিএম') সুবিধা ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড ('এনএসডিএল') কর্তৃক প্রদত্ত মাধ্যমে এজিএম আহ্বায়ক নোটিশে উল্লিখিত বিষয়সমূহ সম্পাদনের জন্য যা প্রচারিত হবে। সংশ্লিষ্ট সভা ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের প্রযোজ্য সংস্থান এবং সংশ্লিষ্ট অধীনে বিধিমালা এবং তৎসহ পঠিত জেনারেল সার্কুলার তারিখ ৮ এপ্রিল ২০২০, ১৩ এপ্রিল ২০২০ , ৫ মে ২০২০ এবং পরবর্তী সার্কুলার সমূহ ইস্যুকৃত সর্বশেষ তারিখ ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক (এমসিএ সার্কুলারস) এবং অন্যান্য সম্পর্কিত সার্কুলার সমূহ সার্কুলার তারিখ ৭ অক্টোবর ২০২৩ এবং ৩ অক্টোবর ২০২৪ জারি করা সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অব ইন্ডিয়া (সেবি সার্কুলারস) অনুযায়ী।

এমসিএ সার্কুলার এবং সেবি সার্কুলার অনুসারে, ১৫ তম এজিএম ("নোটিস") আহ্বান করার নোটিশটি আর্থিক বছরের ২০২৪-২৫ এর বার্ষিক প্রতিবেদনের সফ্ট কপি সহ শুধুমাত্র সেই সদস্যদের ইলেকট্রনিক মোডে পাঠানো হবে যাদের ইমেল ঠিকানাগুলি কোম্পানি/ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী/রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট ('আরটিএ') এর সাথে নিবন্ধিত। ই-মেইল ঠিকানার নিবন্ধন/হালনাগাদ করার জন্য, সদস্যরা নির্দেশিকা অনুসরণ করতে পারেন, যেমন :

| | |
|---|---|
| যে সদস্যরা এখনও তাদের ইমেল ঠিকানা এবং মোবাইল নম্বর নিবন্ধন করেননি যার ঠিকানা এবং ব্যাঙ্কের বিশদ (যেকোন পরিবর্তন সহ) লভ্যাংশ প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে : | **ডিম্যাট হোল্ডিং** - ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের সাথে যোগাযোগ দ্বারা<br>**ভৌত হোল্ডিং** - শেয়ারহোল্ডারদের অনুরোধ করা হচ্ছে যে সেবি তার মাস্টার সার্কুলার নং SEB1/HO/MIRSD/POD-1/P/CIR/2024/37 তারিখ ৭ মে, ২০২৪ এবং সার্কুলার নং SEBI/HO/MIRSD/POD-1/P/CIR/2024/81 তারিখ ১০ জুন, ২০২৪ এর নির্দেশ মতে ০১ এপ্রিল, ২০২৪ থেকে কার্যকর হিসেবে শেয়ারহোল্ডারদের লভ্যাংশ (ভৌত আকারে শেয়ার ধারণ), শুধুমাত্র ইলেকট্রনিক মোডের মাধ্যমে প্রদান করা হবে৷ সদস্যরা, ভৌত আকারে সিকিউরিটি ধারণ করে, যাদের ফোলিও(গুলি) কেওয়াইসি বিবরণগুলির সাথে আপডেট করা হয়নি যেমন, (ক) প্যান, (খ) মনোনয়নের পছন্দ; (গ) যোগাযোগের বিবরণ; (ঘ) মোবাইল নম্বর; (ঙ) ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিশদ বিবরণ এবং (চ) স্বাক্ষর এই জাতীয় ফোলিওগুলির ক্ষেত্রে, শুধুমাত্র ১ এপ্রিল, ২০২৪ থেকে কার্যকর ইলেকট্রনিক মোডের মাধ্যমে লভ্যাংশের যে কোনও অর্থ প্রদানের জন্য যোগ্য হবে৷ উপরোক্ত অনুসারে, লভ্যাংশ, ফিজিক্যাল ফোলিও যেখানে উপরোক্ত কেওয়াইসি বিশদগুলির মধ্যে যেকোনও কাট-অফ তারিখের আগে আপডেট করা হয়নি, কোম্পানির নিকট মজুত থাকবে। সদস্যরা অনুগ্রহ করে অবগত হন যে ফোলিওতে কেওয়াইসি বিশদ আপডেট হওয়ার পরেই লভ্যাংশগুলি তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা হবে৷<br>ভৌত আকারে শেয়ার ধারণ করা সদস্যদের তাদের প্যান, কেওয়াইসি এবং নমিনেশনের বিশদ একটি যথাযথভাবে পূরণ করা এবং স্বাক্ষরিত ফর্ম আইএসআর-১, আইএসআর-২, আইএসআর-৩ বা এসএইচ -১৩ পাঠিয়ে জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে প্রযোজ্য মতে, কোম্পানির ওয়েবসাইটে উপলব্ধ **www.manaksiaaluminium.com** এবং কোম্পানির আরটিএ-এর ওয়েবসাইটে **https://www.mdpl.in/downloads.php/** তে মহেশ্বরী ডাটামেটিকস প্রাইভেট লিমিটেড, ২৩ আরএন মুখার্জি রোড, ৬ষ্ঠ তলা, কলকাতা ৭০০ ০০১-তে অথবা তাদের নিবন্ধিত ইমেল আইডি **mdpldc@yahoo.com** এ ইমেলের মাধ্যমে পাওয়া যাবে। |

ফিজিক্যাল মোডে শেয়ার ধারণকারী সদস্য বা যাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধিত নয়, তারা উপরে উল্লিখিত পদ্ধতি অনুসারে তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন করার পরে ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে তাদের ভোট দিতে পারেন।

ভৌত মোডে শেয়ার ধারণকারী সদস্যরা, **investor.relations@mcmil.in**-এ অথবা **mdpldc@yahoo.com**-এ আরটিএ-তে লিখে আরবিআই অনুমোদিত যে কোনও ইলেকট্রনিক মোডের মাধ্যমে আদায় সরাসরি তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে লভ্যাংশের পরিমাণ পাওয়ার জন্য তাদের অনুরোধ পাঠাতে পারেন। নিম্নলিখিত নথি সংযুক্ত অনুযায়ী :

(ক) ফোলিও নম্বর এবং প্যান কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত কপি;
(খ) যে ব্যাংক ও শাখার লভ্যাংশ গ্রহণ করা হবে তার নাম এবং অ্যাকাউন্টের ধরন;
(গ) ব্যাঙ্ক কর্তৃক প্রদত্ত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নং যা কোর ব্যাঙ্কিং সলিউশন এবং ১১ সংখ্যার আইএফএসসি কোড সমন্বিত; এবং
(ঘ) ব্যাঙ্কের পাসবুকের স্ব-প্রত্যয়িত স্ক্যান কপি এবং বাতিল চেকের পাতায় প্রথম ধারক অথবা সদস্যের নাম সম্বলিত। যাইহোক, যদি কোম্পানি আরবিআই অনুমোদিত ইলেকট্রনিক মোড(গুলি) এর মাধ্যমে সরাসরি লভ্যাংশ প্রাপক হস্তান্তর করতে অক্ষম হয়, কোম্পানি এই ধরনের সদস্যদের কাছে ডিভিডেন্ড ওয়ারেন্ট/ব্যাঙ্কার্স চেক/ডিমান্ড ড্রাফ্ট পাঠাবে।

আয়কর আইন, ১৯৬১-এর বিধান অনুসারে, লভ্যাংশ আয় শেয়ারহোল্ডারদের হাতে করযোগ্য হবে এবং কোম্পানিকে নির্ধারিত হারে শেয়ারহোল্ডারদের দেওয়া লভ্যাংশ থেকে উৎসে কর কাটতে হবে। বিভিন্ন বিভাগের নির্ধারিত হারের জন্য, শেয়ারহোল্ডাররা আয়কর আইন, ১৯৬১ এবং এর সংশোধনগুলি উল্লেখ করার জন্য অনুরোধ করেছেন। শেয়ারহোল্ডারদের কোম্পানির সাথে তাদের প্যান আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে আরটিএ (যদি শেয়ারগুলি ফিজিক্যাল মোডে রাখা হয়) এবং ডিপোজিটরি (যদি শেয়ারগুলি ডিম্যাট মোডে রাখা হয়)।

সদস্যরা মনে রাখবেন যে ২০২৪-২৫ আর্থিক বছরের জন্য এজিএম নোটিশ এবং বার্ষিক প্রতিবেদনের বিজ্ঞপ্তি কোম্পানির ওয়েবসাইটে **www.manaksiaaluminium.com** -এ পাওয়া যাবে; স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট যেমন, ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড এবং বিএসই লিমিটেড যথাক্রমে **www.nseindia.com** এবং **www.bseindia.com**। সদস্যরা শুধুমাত্র ভিসি/ওএভিএম সুবিধার মাধ্যমে এজিএমে যোগ দিতে এবং অংশগ্রহণ করতে পারবেন। এজিএমে যোগদানের নির্দেশনা এজিএমের বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া আছে। কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১০৩ এর অধীনে কোরাম গণনার উদ্দেশ্যে ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে সভায় উপস্থিত সদস্যদের গণনা করা হবে।

কোম্পানিটি তার সকল সদস্যদের এজিএমের বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত সমস্ত রেজুলেশনে তাদের ভোট দেওয়ার জন্য রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা ('রিমোট ই-ভোটিং') প্রদান করছে। উপরন্তু, কোম্পানি এজিএম ("ই-ভোটিং") চলাকালীন ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার সুবিধা প্রদান করছে। দূরবর্তী ই-ভোটিং/ ই-ভোটিং এর বিস্তারিত পদ্ধতি এজিএমের বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া আছে।

১৫তম এজিএম নোটিশ নির্ধারিত সময়ে শেয়ারহোল্ডারদের তাদের নিবন্ধিত ইমেল ঠিকানায় প্রযোজ্য আইন অনুসারে পাঠানো হবে।

**মানকসিয়া অ্যালুমিনিয়াম কোম্পানি লিমিটেড**-এর পক্ষে
বিবেক জৈন
কোম্পানি সেক্রেটারি
সদস্য নং. A36946

স্থান: কলকাতা
তারিখ : ১৩ আগস্ট ২০২৫

---

## মানাকসিয়া কোটেড মেটালস্ অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

কর্পোরেট আইডেন্টিটি নাম্বার L27100WB2010PLC144409
রেজিঃ অফিস : ৮/১ লালবাজার স্ট্রিট, বিকানীর বিল্ডিং, ৪র্থ তল, কলকাতা-৭০০০০১
ফোন নং: +৯১-৩৩-২২৪৩ ৫০৫৩/৫০৫৪
ই-মেল: investor.relations@mcmil.in; ওয়েবসাইট: www.manaksiacoatedmetals.com

**শেয়ারহোল্ডারদের প্রতি ১৫তম বার্ষিক সাধারণ সভার সাধারণ বিজ্ঞপ্তি**

কোম্পানির **১৫ তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম)অনুষ্ঠিত হবে মঙ্গলবার, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫ বেলা ১১.৩০ টায় (আইএসটি) ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি)/ অন্যান্য অডিও ভিসুয়াল মিনস (ওএভিএম)** সুবিধা ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (এনএসডিএল) কর্তৃক প্রদত্ত মাধ্যমে এজিএম আহ্বায়ক নোটিশে উল্লিখিত বিষয়সমূহ সম্পাদনের জন্য যা প্রচারিত হবে। সংশ্লিষ্ট সভা ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের প্রযোজ্য সংস্থান এবং সংশ্লিষ্ট অধীনে বিধিমালা এবং তৎসহ পঠিত জেনারেল সার্কুলার তারিখ ৮ এপ্রিল ২০২০, ১৩ এপ্রিল ২০২০ , ৫ মে ২০২০ এবং পরবর্তী সার্কুলার সমূহ ইস্যুকৃত সর্বশেষ তারিখ ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক (এমসিএ সার্কুলারস) এবং সার্কুলার তারিখ ১২ মে ২০২০ এবং অন্যান্য সম্পর্কিত সার্কুলার সমূহ সার্কুলার তারিখ ৫ জানুয়ারি ২০২৩, ৭ অক্টোবর ২০২৩ এবং ৯ অক্টোবর ২০২৪ জারি করা সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অব ইন্ডিয়া (সেবি সার্কুলারস) অনুযায়ী।

এমসিএ সার্কুলার এবং সেবি সার্কুলার অনুসারে, ১৫ তম এজিএম ("নোটিস") আহবান করার নোটিশটি আর্থিক বছরের ২০২৪-২৫ এর বার্ষিক প্রতিবেদনের সফ্ট কপি সহ শুধুমাত্র সেই সদস্যদের ইলেকট্রনিক মোডে পাঠানো হবে যাদের ইমেল ঠিকানাগুলি কোম্পানি/ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী/রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট ('আরটিএ') এর সাথে নিবন্ধিত। ই-মেইল ঠিকানার নিবন্ধন/হালনাগাদ করার জন্য, সদস্যরা নির্দেশিকা অনুসরণ করতে পারেন, যেমন :

| | |
|---|---|
| যে সদস্যরা এখনও তাদের ইমেল ঠিকানা এবং মোবাইল নম্বর নিবন্ধন করেননি যার ঠিকানা এবং ব্যাঙ্কের বিশদ (যেকোন পরিবর্তন সহ) লভ্যাংশ প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে | **ডিম্যাট হোল্ডিং** - ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের সাথে যোগাযোগ দ্বারা<br>**ভৌত হোল্ডিং** - শেয়ারহোল্ডারদের অনুরোধ করা হচ্ছে যে সেবি তার মাস্টার সার্কুলার নং SEB1/HO/MIRSD/POD-1/P/CIR/2024/37 তারিখ ৭ মে, ২০২৪ এবং সার্কুলার নং SEBI/HO/MIRSD/POD-1/P/CIR/2024/81 তারিখ ১০ জুন, ২০২৪ এর নির্দেশ মতে ০১ এপ্রিল, ২০২৪ থেকে কার্যকর হিসেবে শেয়ারহোল্ডারদের লভ্যাংশ (ভৌত আকারে শেয়ার ধারণ), শুধুমাত্র ইলেকট্রনিক মোডের মাধ্যমে প্রদান করা হবে৷ সদস্যরা, ভৌত আকারে সিকিউরিটি ধারণ করে, যাদের ফোলিও(গুলি) কেওয়াইসি বিবরণগুলির সাথে আপডেট করা হয়নি যেমন, (ক) প্যান, (খ) মনোনয়নের পছন্দ; (গ) যোগাযোগের বিবরণ; (ঘ) মোবাইল নম্বর; (ঙ) ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিশদ বিবরণ এবং (চ) স্বাক্ষর এই জাতীয় ফোলিওগুলির ক্ষেত্রে, শুধুমাত্র ১ এপ্রিল, ২০২৪ থেকে কার্যকর ইলেকট্রনিক মোডের মাধ্যমে লভ্যাংশের যে কোনও অর্থ প্রদানের জন্য যোগ্য হবে৷ উপরোক্ত অনুসারে, লভ্যাংশ, ফিজিক্যাল ফোলিও যেখানে উপরোক্ত কেওয়াইসি বিশদগুলির মধ্যে যেকোনও কাট-অফ তারিখের আগে আপডেট করা হয়নি, কোম্পানির নিকট মজুত থাকবে। সদস্যরা অনুগ্রহ করে অবগত হন যে ফোলিওতে কেওয়াইসি বিশদ আপডেট হওয়ার পরেই লভ্যাংশগুলি তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা হবে৷<br>ভৌত আকারে শেয়ার ধারণ করা সদস্যদের তাদের প্যান, কেওয়াইসি এবং নমিনেশনের বিশদ একটি যথাযথভাবে পূরণ করা এবং স্বাক্ষরিত ফর্ম আইএসআর-১, আইএসআর-২, আইএসআর-৩ বা এসএইচ -১৩ পাঠিয়ে জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে প্রযোজ্য মতে, কোম্পানির ওয়েবসাইটে উপলব্ধ **www.manaksiacoatedmetals.com** এবং কোম্পানির আরটিএ-এর ওয়েবসাইটে **https://www.mdpl.in/downloads.php/** তে মহেশ্বরী ডাটামেটিকস প্রাইভেট লিমিটেড, ২৩ আরএন মুখার্জি রোড, ৬ষ্ঠ তলা, কলকাতা ৭০০ ০০১-তে অথবা তাদের নিবন্ধিত ইমেল আইডি **mdpldc@yahoo.com** এ ইমেলের মাধ্যমে পাওয়া যাবে। |

ফিজিক্যাল মোডে শেয়ার ধারণকারী সদস্য বা যাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধিত নয়, তারা উপরে উল্লিখিত পদ্ধতি অনুসারে তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন করার পরে ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে তাদের ভোট দিতে পারেন।

ভৌত মোডে শেয়ার ধারণকারী সদস্যরা, **investor.relations@mcmil.in**-এ অথবা **mdpldc@yahoo.com**-এ আরটিএ-তে লিখে আরবিআই অনুমোদিত যে কোনও ইলেকট্রনিক মোডের মাধ্যমে আদায় সরাসরি তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে লভ্যাংশের পরিমাণ পাওয়ার জন্য তাদের অনুরোধ পাঠাতে পারেন। নিম্নলিখিত নথি সংযুক্ত অনুযায়ী :

(ক) ফোলিও নম্বর এবং প্যান কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত কপি;
(খ) যে ব্যাংক ও শাখার লভ্যাংশ গ্রহণ করা হবে তার নাম এবং অ্যাকাউন্টের ধরন;
(গ) ব্যাঙ্ক কর্তৃক প্রদত্ত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নং যা কোর ব্যাঙ্কিং সলিউশন এবং ১১ সংখ্যার আইএফএসসি কোড সমন্বিত; এবং
(ঘ) ব্যাঙ্কের পাসবুকের স্ব-প্রত্যয়িত স্ক্যান কপি এবং বাতিল চেকের পাতায় প্রথম ধারক অথবা সদস্যের নাম সম্বলিত।

যাইহোক, যদি কোম্পানি আরবিআই অনুমোদিত ইলেকট্রনিক মোড(গুলি) এর মাধ্যমে সরাসরি লভ্যাংশ প্রাপক হস্তান্তর করতে অক্ষম হয়, কোম্পানি এই ধরনের সদস্যদের কাছে ডিভিডেন্ড ওয়ারেন্ট/ব্যাঙ্কার্স চেক/ডিমান্ড ড্রাফ্ট পাঠাবে।

আয়কর আইন, ১৯৬১-এর বিধান অনুসারে, লভ্যাংশ আয় শেয়ারহোল্ডারদের হাতে করযোগ্য হবে এবং কোম্পানিকে নির্ধারিত হারে শেয়ারহোল্ডারদের দেওয়া লভ্যাংশ থেকে উৎসে কর কাটতে হবে। বিভিন্ন বিভাগের নির্ধারিত হারের জন্য, শেয়ারহোল্ডাররা আয়কর আইন, ১৯৬১ এবং এর সংশোধনগুলি উল্লেখ করার জন্য অনুরোধ করেছেন। শেয়ারহোল্ডারদের কোম্পানির সাথে তাদের প্যান আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে আরটিএ (যদি শেয়ারগুলি ফিজিক্যাল মোডে রাখা হয়) এবং ডিপোজিটরি (যদি শেয়ারগুলি ডিম্যাট মোডে রাখা হয়)।

সদস্যরা মনে রাখবেন যে ২০২৪-২৫ আর্থিক বছরের জন্য এজিএম নোটিশ এবং বার্ষিক প্রতিবেদনের বিজ্ঞপ্তি কোম্পানির ওয়েবসাইটে **www.manaksiacoatedmetals.com**-এ পাওয়া যাবে; স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট যেমন, ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড এবং বিএসই লিমিটেড যথাক্রমে **www.nseindia.com** এবং **www.bseindia.com**। সদস্যরা শুধুমাত্র ভিসি/ওএভিএম সুবিধার মাধ্যমে এজিএমে যোগ দিতে এবং অংশগ্রহণ করতে পারবেন। এজিএমে যোগদানের নির্দেশনা এজিএমের বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া আছে। কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১০৩ এর অধীনে কোরাম গণনার উদ্দেশ্যে ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে সভায় উপস্থিত সদস্যদের গণনা করা হবে। কোম্পানিটি তার সকল সদস্যদের এজিএমের বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত সমস্ত রেজুলেশনে তাদের ভোট দেওয়ার জন্য রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা ('রিমোট ই-ভোটিং') প্রদান করছে। উপরন্তু, কোম্পানি এজিএম ("ই-ভোটিং") চলাকালীন ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার সুবিধা প্রদান করছে। দূরবর্তী ই-ভোটিং/ ই-ভোটিং এর বিস্তারিত পদ্ধতি এজিএমের বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া আছে।

১৫তম এজিএম নোটিশ নির্ধারিত সময়ে শেয়ারহোল্ডারদের তাদের নিবন্ধিত ইমেল ঠিকানায় প্রযোজ্য আইন অনুসারে পাঠানো হবে।

ডিরেক্টর বোর্ডের আদেশক্রমে
**মানকসিয়া কোটেড মেটালস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড**-এর পক্ষে
**স্বা/-**
**শ্রুতি আগরওয়াল**
**কোম্পানি সেক্রেটারি**
**সদস্য নং. F12124**

**স্থান: কলকাতা**
**তারিখ : ১৩ আগস্ট ২০২৫**

---

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি কোড এর ধারা ১০২ অধীনে)
**অরিন্দম বেরা, সিটি ওয়েলস প্রাইভেট লিমিটেড-এর ব্যক্তিগত জামিনদাতা-এর সিডি-আদিত্য বিড়লা ফিনান্স লিমিটেড দ্বারা উদ্যোক্তা**

**সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত**

| | | |
|---|---|---|
| ১. | ব্যক্তিগত জামিনদাতার নাম | **অরিন্দম বেরা** |
| ২. | আবেদনের অনুমোদন সম্পর্কিত বিস্তারিত | মহামান্য এনসিএলটি, কলকাতা বেঞ্চ উল্লেখ্য অর্ডার তারিখ ০৮.০৮.২০২৫ অনুযায়ী ব্যক্তিগত জামিনদাতা সম্পর্কিত ইনসলভেন্সি রেজোলিউশন প্রক্রিয়া অনুমোদন আইএ (আইবিসি) ১৯০০/কেবি/২০২৪, সিপি(আইবি) নং২৬৫/কেবি/২০২৪ |
| ৩. | ব্যক্তিগত জামিনদাতার ইনসলভেন্সি শুরুর তারিখ | ০৮.০৮.২০২৫ |
| ৪. | ইনসলভেন্সি রেজোলিউশন প্রসেস বন্ধের সম্ভাব্য তারিখ | ০৩.০২.২০২৬ |
| ৫. | প্রস্তাব পেশাদার হিসেবে কার্যরত দেউলিয়া পেশাদারের নাম এবং রেজিস্ট্রেশন নম্বর | মহেশ চাঁদ গুপ্তা রেজি নং IBBI/IPA-001/ IP-P01489/2018-19/12304 এএফএ নং AA1/12304/02/311225/107665 বৈধ ৩১.১২.২০২৫ পর্যন্ত |
| ৬. | বোর্ডের নিকট নথিভুক্ত প্রস্তাব পেশাদারের ঠিকানা এবং ই-মেল : | রেজি ঠিকানা - এফই-২০২, সল্টলেক সিটি, সেক্টর ৩ ২য় তল, কলকাতা - ৭০০১০৬ **ইমেল : mcgupta90@gmail.com** |
| ৭. | অন্তর্বর্তী প্রস্তাব পেশাদারের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা এবং ইমেল : | ঠিকানা - ১১ এবং ১১/১, বি বি গাঙ্গুলি স্ট্রিট, ২য় তল, স্যুট নং১, কলকাতা - ৭০০০১২ **ইমেল : mcgupta90@gmail.com** |
| ৮. | দাবি দাখিলের শেষ তারিখ : | ০৪.০৯.২০২৫ |
| ৯. | সম্পর্কিত ফর্মগুলি | **Weblink:https://www.ibbi.gov.in/downloadforms mcgupta90@gmail.com** ইমেল পাঠিয়ে পাওয়া যাবে |

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল, কলকাতা বেঞ্চ নির্দেশ দিয়েছে অরিন্দম বেরা, সিটি ওয়েলস প্রাইভেট লিমিটেড-এর ব্যক্তিগত জামিনদাতা-এর সিডি-আদিত্য বিড়লা ফিনান্স লিমিটেড দ্বারা উদ্যোগী উল্লেখ্য নির্দেশ তারিখ ০৮.০৮.২০২৫ ১০০ অধীনে ইনসলভেন্সি প্রস্তাব শুরু।

অরিন্দম বেরা, বিনিয়োগকারীগণকে প্রামাণ্য নথি সহ তাদের দাবি ০৪.০৯.২০২৫ তারিখে অন্তর্বর্তী প্রস্তাব পেশাদারের নিকট ক্রম নং ৬ বা ৭ উল্লিখিত ঠিকানায় পেশ করতে৷

আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ প্রামাণ্য নথি সহ কেবল বৈদ্যুতিন মাধ্যম বা পোস্ট বা ক্যুরিয়ার মাধ্যমে তাদের দাবি দাখিল করতে পারবেন।

মিথ্যা অথবা বিভ্রান্তকারী প্রমাণ সহ দাবি দাখিলের ক্ষেত্রে জরিমানা হতে পারে।

**ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল, কলকাতা বেঞ্চ-এর পক্ষে**
**মহেশ চাঁদ গুপ্তা, প্রস্তাব পেশাদার**
অরিন্দম বেরা, সিটি ওয়েলস প্রাইভেট লিমিটেড-এর ব্যক্তিগত জামিনদাতা-
**ইনসলভেন্সি রেজোলিউশন প্রসেস বিষয় সম্পর্কিত**

**তারিখ : ১৪.০৮.২০২৫** — **রেজি নং : IBBI/IPA-001/IP-P01489/2018-2019/12304**
**স্থান : কলকাতা** — **এএফএ নং :** AA1/12304/02/311225/107665 **বৈধ : ৩১.১২.২০২৫ পর্যন্ত**

---

## দ্য বেঙ্গল রোয়িং ক্লাব

CIN: U85300WB1929NPL006235
রেজি. অফিস : ১৩/২ বড়োজ রোড, রবীন্দ্র সরোবর কলকাতা ৭০০০২৯, পশ্চিমবঙ্গ
ইমেল : info@bengalrowingclub.com ওয়েবসাইট www.bengalrowingclub.com
ফোন ০৩৩ ২৪১৯ ৫৬৫১/৫২

**৮৮তম বার্ষিক সাধারণ সভা, ই-ভোটিং তথ্যের বিজ্ঞপ্তি**

১. এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে দ্য বেঙ্গল রোয়িং ক্লাবের সদস্যদের ৮৮তম বার্ষিক সাধারণ সভা বুধবার, ৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে বিকেল ৫০০ টায় ক্লাবের নিবন্ধিত অফিসে ১৩/২, বড়োজ রোড, রবীন্দ্র সরোবর, কলকাতা ৭০০০২৯-এ বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশে উল্লেখিত ব্যবসা (গুলি) পরিচালনার জন্য অনুষ্ঠিত হবে।
২. ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ এবং বার্ষিক প্রতিবেদনের ইলেকট্রনিক কপি কোম্পানির সাথে নিবন্ধিত সকল সদস্যের কাছে পাঠানো হয়েছে। ক্লাবের ওয়েবসাইট www.bengalrowingclub.com-এও এটি পাওয়া যাবে। ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ এবং বার্ষিক প্রতিবেদনের বাস্তব কপি অন্যান্য সকল সদস্যের কাছে পাঠানো হয়েছে যাদের ইমেল আইডি অনুমোদিত মোডে ক্লাবের সাথে নিবন্ধিত ঠিকানায় আপডেট/নিবন্ধিত নয়। ১২.০৮.২০২৫ তারিখে বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ প্রেরণ সম্পন্ন হয়েছে যাদের ইমেল আইডি ক্লাবের সাথে উপলব্ধ।
৩. সাধারণ সদস্যরা ব্যবসায় (গুলি) ইলেকট্রনিকভাবে ভোট দিতে পারবেন। ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড ("এনএসডিএল") এর ইলেকট্রনিক ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে ৮৮তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি।

ক) বৈদ্যুতিন মাধ্যমে এজিএম নোটিশে উল্লিখিত বিষয়সমূহ সম্পাদন করতে হবে
খ) রিমোট ই-ভোটিং রবিবার, ৩১ আগস্ট, ২০২৫ (সকাল ৯টা) থেকে শুরু হবে
গ) রিমোট ই-ভোটিং মঙ্গলবার, ২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ (বিকাল ৫টা) শেষ হবে
ঘ) ইলেকট্রনিক মাধ্যমে বা বার্ষিক সাধারণ সভার মাধ্যমে ভোটদানের যোগ্যতা নির্ধারণের জন্য কাট-অফ তারিখ প্রযোজ্য নয়
ঙ) বিজ্ঞপ্তি প্রেরণের পর ক্লাবের সদস্য হওয়া ব্যক্তিরা লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড কীভাবে পেতে পারেন এমন কোনও ঘটনা ঘটেনি এবং তাই প্রযোজ্য নয়।
চ) সদস্যরা মনে রাখবেন যে ক) ভোটদানের জন্য উপরোক্ত তারিখ এবং সময়ের পরে এনএসডিএল দ্বারা রিমোট ই-ভোটিং মডিউলটি নিষ্ক্রিয় করা হবে এবং সদস্য কর্তৃক কোনও প্রস্তাবের উপর ভোট দেওয়ার পরে, সদস্য পরবর্তীতে এটি পরিবর্তন করতে পারবেন না; খ) ব্যালট পেপারের মাধ্যমে ভোটদানের সুবিধা বার্ষিক সাধারণ সভায় উপলব্ধ করা হবে এবং গ) বার্ষিক সাধারণ সভায় যারা পূর্বে রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোট দিয়েছেন তারাও বার্ষিক সাধারণ সভায় যোগ দিতে পারবেন কিন্তু পুনরায় তাদের ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না;
ছ) বার্ষিক সাধারণ সভায় বিজ্ঞপ্তিটি ক্লাবের ওয়েবসাইট www.bengalrowingclub.com এবং এনএসডিএল এর ওয়েবসাইট https://www.evoting.nsdl.com এ পাওয়া যাবে;
জ) কোনও প্রশ্নের ক্ষেত্রে, সদস্যরা https://www.evoting.nsdl.com এর ডাউনলোড বিভাগে উপলব্ধ সদস্যদের জন্য প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী (এফএকিউএস) এবং ই-ভোটিং ব্যবহারকারী ম্যানুয়ালটি দেখতে পারেন অথবা টোল ফ্রি নম্বর ১৮০০ ২২ ২৯৯০ এ কল করতে পারেন অথবা evoting@nsdl.co.in এ অনুরোধ পাঠাতে পারেন। ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ভোটদানের সুবিধা সম্পর্কিত কোনও অভিযোগের ক্ষেত্রে, অনুগ্রহ করে শ্রীমতি পল্লবী মাত্রে, সিনিয়র ম্যানেজার, ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড, ট্রেড ওয়ার্ল্ড, 'এ উইং, ৫ম তল, কমলা মিলস কম্পাউন্ড, সেনাপতি বাপত মার্গ, লোয়ার পারেল, মুম্বাই ৪০০০১৩ এর সাথে যোগাযোগ করুন নির্ধারিত ই-মেইল evoting@nsdl.co.in অথবা pallavid@nsdl.co.in অথবা টেলিফোন নম্বর ০২২ ২৪৯৯ ৪৫৪৫/০২২-৪৮৮৬৭০০০ এ। সদস্যরা ক্লাবের নিবন্ধিত অফিস ঠিকানায়ও লিখতে পারেন।

দি বেঙ্গল রোয়িং ক্লাবের পক্ষে
স্বা/-
অনুপম শাহ
ডিন : ০০৭৯১৭০১
ডিরেক্টর/সম্মানীয় সেক্রেটারি

তারিখ ১৪.০৮.২০২৫
স্থান কলকাতা

---

## এনপিআর ফিনান্স লিমিটেড

৭ম তল, ইউনিট নং ৬১১, অ্যাডভেন্টেজ ইনফিনিটি@৫, স্ট্রিট নং ১৮, বিএন-ব্লক, সেক্টর-৫, বিধাননগর, কলকাতা-৭০০ ০৯১
CIN-L65921WB1989PLC047091
ই-মেইল : npr1@nprfinance.com ওয়েবসাইট www.nprfinance.com
ফোন নং ০৩৩ ৪৮৪৯ ৬৪৯০

**৩৬তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) সম্পর্কিত তথ্য**

কোম্পানির ৩৬ তম এজিএম অনুষ্ঠিত হবে বৃহস্পতিবার ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ বেলা ১১.৩০ টায় আইএসটি, ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি)/ অন্যান্য অডিও ভিসুয়াল মিনস (ওএভিএম) মাধ্যমে, ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের(আইন) প্রযোজ্য সকল সংস্থান তৎসহ গঠিত বিধিমালা এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অব ইন্ডিয়া (সেবি) (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন ২০১৫, তৎসহ পঠিত সেবি সার্কুলার নং ক) সেবি/এইচও/সিএফডি/সিএমডি১/সিআইআর/পি/২০২০/৭৯, তারিখ ১২ মে ২০২০, খ) সেবি/এইচও/সিএফডি/সিএমডি২/সিআইআর/পি/২০২১/১১, তারিখ ১৫ জানুয়ারি ২০২১, গ) সেবি/এইচও/সিএফডি/সিএমডি২/সিআইআর/পি/২০২২/৬২, তারিখ ১৩ মে ২০২২, ঘ) সেবি/এইচও/সিএফডি/পিওডি-২/পি/সিআইআর/২০২৩/৪, তারিখ ৫ জানুয়ারি ২০২৩, ঙ) সেবি/এইচও/সিএফডি/সিএফডি-পিওডি-২/পি/সিআইআর/২০২৩/১৬৭, তারিখ ৭ অক্টোবর ২০২৩ চ) সেবি/এইচও/সিএফডি/ সিএফডি-পিওডি-২/পি/ সিআইআর/২০২৪/১৩৩, তারিখ ৩ অক্টোবর ২০২৪, ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের সংস্থান (এবং তদধীন বিধিমালা) তৎসহ পঠিত এমসিএ সার্কুলার নং ১) ১৪/২০২০ তারিখ ৮ এপ্রিল ২০২০, ২) ১৭/২০২০ তারিখ ১৩ এপ্রিল ২০২০, ৩) ২০/২০২০ তারিখ ৫ মে ২০২০, ৪) ০২/২০২১,তারিখ ১৩ জানুয়ারি ২০২১, ৫) ১৯/২০২১, তারিখ ৮ ডিসেম্বর ২০২১,৬) ২১/২০২১, তারিখ ১৪ ডিসেম্বর ২০২১, ৭) ২/২০২২, তারিখ ৫ মে ২০২২, ৮) ১০/২০২২, তারিখ ২৮ ডিসেম্বর ২০২২, ৯) ০৯/২০২৩ তারিখ ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩, ১০) ০৯/২০২৪ তারিখ ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪; এবং এমসিএ এবং সেবি কর্তৃক সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জারি করা প্রযোজ্য সার্কুলার অনুযায়ী।

আরও জানানো যাচ্ছে যে

১. এমসিএ সার্কুলার এবং সেবি সার্কুলার অনুসারে, বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ এবং বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৪-২০২৫ কেবলমাত্র ইলেকট্রনিক মাধ্যমে সেইসব সদস্যদের কাছে পাঠানো হচ্ছে যাদের ইমেল ঠিকানা কোম্পানি/ডিপোজিটরি/রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট ("আরটিএ") মেসার্স নিচ টেকনোলজিস প্রাইভেট লিমিটেডের সাথে নিবন্ধিত। এটি নিম্নলিখিত ঠিকানাগুলিতেও পাওয়া যাবে (ক) কোম্পানির ওয়েবসাইট (www.nprfinance.com); (খ) মেসার্স সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (সিডিএসএল) এর ওয়েবসাইট (www.evotingindia.com), যা ই-ভোটিং প্ল্যাটফর্ম প্রদান করছে; এবং (গ) বিএসই লিমিটেডের ওয়েবসাইট (www.bseindia.com) যেখানে কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ার তালিকাভুক্ত। কোম্পানি সেইসব শেয়ারহোল্ডারদের কাছে বার্ষিক প্রতিবেদনের সঠিক পথ সহ ওয়েব-লিঙ্ক প্রদানকারী যোগাযোগও পাঠাবে যাদের ইমেল ঠিকানা কোম্পানি/আরটিএ/ডিপোজিটরিতে নিবন্ধিত নয়।
২. যেসব সদস্যের শেয়ার ভৌত আকারে আছে অথবা যারা কোম্পানির সাথে তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি তারা বার্ষিক সাধারণ সভা চলাকালীন রিমোট ই-ভোটিং বা ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে তাদের ভোট দিতে পারবেন। এই ধরনের শেয়ারহোল্ডাররা investors@nprfinance.com/nichetechpl@ nichetechpl.com ই-মেইলে কোম্পানি/ আরটিএ-কে নিম্নলিখিত বিবরণ প্রদান করে ই-ভোটিং এর জন্য লগইন শংসাপত্র পেতে পারেন (ক) ভৌত শেয়ারহোল্ডারদের ক্ষেত্রে ফোলিও নম্বর, শেয়ারহোল্ডারের নাম, শেয়ার সার্টিফিকেটের স্ক্যান কপি (সামনে এবং পিছনে) এর মতো বিবরণ। (খ) ডিম্যাট শেয়ারহোল্ডারদের ক্ষেত্রে - অনুগ্রহ করে আপনার নিজ নিজ ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী (ডিপি) এর সাথে আপনার ইমেল আইডি এবং মোবাইল নম্বর আপডেট করুন। (গ) ব্যক্তিগত ডিম্যাট শেয়ারহোল্ডারদের জন্য - অনুগ্রহ করে আপনার নিজ নিজ ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী (ডিপি) এর সাথে আপনার ইমেল আইডি এবং মোবাইল নম্বর আপডেট করুন যা ডিপোজিটরির মাধ্যমে ই-ভোটিং এবং ভার্চুয়াল সভায় যোগদানের সময় বাধ্যতামূলক।
৩. বার্ষিক সাধারণ সভা চলাকালীন রিমোট ই-ভোটিং এবং ই-ভোটিং সুবিধার নির্দেশাবলী বার্ষিক সাধারণ সভা বিজ্ঞপ্তিতে বর্ণিত আছে। কেবলমাত্র বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত সদস্যরা এবং যারা দূরবর্তী ভোটদানের মাধ্যমে তাদের ভোট(গুলি) দেননি - তারাই বার্ষিক সাধারণ সভায় ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে ভোট দিতে পারবেন।
৪. যারা কোম্পানিতে তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি অথবা আপডেট করতে চান অনুগ্রহ করে আপনার ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীর সাথে নিবন্ধন/আপডেট করুন যদি আপনার শেয়ার ডিমেটিরিয়ালাইজড আকারে থাকে অথবা কোম্পানির সাথে অথবা আমাদের রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট, যেমন, নিচ টেকনোলজিস প্রাইভেট লিমিটেড, ৩এ, অকল্যান্ড প্লেস, ৮ম তল, রুম নং ৭এ এবং ৭বি, কলকাতা - ৭০০ ০১৭ (যোগাযোগ নং (০৩৩) ২২৮০ ৬৬১৬/১৭/১৮, ই-মেইল nichetechpl@nichetechpl.com) এর সাথে, ফর্ম আইএসআর -১, অন্যান্য প্রাসঙ্গিক ফর্ম জমা দিয়ে, যদি আপনার শেয়ার ভৌত আকারে থাকে। এছাড়াও, প্রয়োজনীয় ফর্ম সহ এই সম্পর্কিত সমস্ত বিবরণ কোম্পানির ওয়েবসাইটে (www.nprfinance.com) পাওয়া যাবে।
৫. সদস্যরা ইলেকট্রনিক ক্লিয়ারিং সার্ভিস (ইসিএস) বা অন্য কোনও মাধ্যমে সরাসরি তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে লভ্যাংশ গ্রহণের জন্য তাদের ম্যান্ডেট কীভাবে দিতে পারেন প্রযোজ্য নয়, কারণ বোর্ড ৩১/০৩/২০২৫ তারিখে সমাপ্ত আর্থিক বছরের জন্য কোনও লভ্যাংশ সুপারিশ করেনি।

**বোর্ডের আদেশক্রমে**
**ঋতিকা বর্মা**
**কোম্পানি সেক্রেটারি**
**মেম্বারশিপ নং এফ১০২৯১**

**স্থান : কলকাতা**
**তারিখ : ১৩.০৮.২০২৫**

# কাশ্মীরে জঙ্গি অনুপ্রবেশের চেষ্টা

## শহিদ এক জওয়ান

**শ্রীনগর, ১৩ অগস্ট :** কাশ্মীরের উরিতে বুধবার নিয়ন্ত্রণরেখা টপকে ভারতে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করে কয়েকজন জঙ্গি। যদিও সেনার তৎপরতায় সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয়। সরকারি সূত্রে জানা গেছে, জঙ্গিদের সঙ্গে সংঘর্ষে এক জওয়ান শহিদ হন।

জানা যাচ্ছে, বুধবার ভোরে জম্মু-কাশ্মীরের উরি সেক্টরের বারামুলায় নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর টিক্কা পোস্টের কাছে কয়েকজন জঙ্গির সন্দেহজনক গতিবিধি সেনার নজরে আসে। তাদের রুখতে গেলে নিরাপত্তা বাহিনীকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় জঙ্গিরা। পালটা জবাব দেয় সেনাও। অভিযানের সময়ে জঙ্গিদের সঙ্গে সংঘর্ষে এক জওয়ান শহিদ হন। জঙ্গিদের খুঁজতে ইতিমধ্যেই গোটা এলাকায় তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছে নিরাপত্তা বাহিনী। সূত্রের খবর, বড় ধরনের অনুপ্রবেশের চেষ্টা করেছিল জঙ্গিরা। তাদের চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়। এলাকা জুড়ে চিরুনি তল্লাশি শুরু হয়েছে।

## ‘ভোট চুরি’র অভিযোগে ভিডিয়ো প্রকাশ কংগ্রেসের, শেয়ার রাহুল, খাড়গের

**নয়াদিল্লি, ১৩ অগস্ট:** ‘ভোট চুরি’র অভিযোগকে ক্রমশ উচ্চগ্রামে নিয়ে যাচ্ছে কংগ্রেস। বুধবার একটি ভিডিও প্রকাশ করে কংগ্রেস বোঝাতে চেয়েছে, কীভাবে ভুয়ো ভোট দেওয়া হচ্ছে। রাহুল নিজেও ভিডিওটি সমাজমাধ্যমে শেয়ার করে লিখেছেন, আপনার ভোট চুরি মানে আপনার অধিকার, আপনার পরিচয় চুরি।

এদিন ওই একই ভিডিয়ো শেয়ার করে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে জনতাকে আহ্বান জানিয়েছেন, তাঁরা যেন বিজেপির কবল থেকে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে বাঁচাতে সরব হন। এও বলেছেন, আপনাদের ভোটাধিকার কেড়ে নিতে দেবেন না, প্রশ্ন করুন, জবাব চান!

## ‘হর ঘর তিরঙ্গা’ প্রচারের বার্তা শাহর

**নয়াদিল্লি, ১৩ অগস্ট:** ‘আজ, আমি ‘হর ঘর তিরঙ্গা’ প্রচারের অধীনে আমার বাসভবনে তেরঙ্গা উত্তোলন করেছি।’ মোদীজির নেতৃত্বে শুরু হওয়া ‘হর ঘর তিরঙ্গা’ প্রচারণা বুধবার দেশকে ঐক্যের সুতোয় আবদ্ধ করার এবং দেশপ্রেমের অনুভূতিকে আরও শক্তিশালী করার একটি গণ-প্রচারে পরিণত হয়েছে। এই অভিযান দেখিয়েছে যে ১৪০ কোটি দেশবাসী শ্রেষ্ঠ ভারত গড়ে তুলতে পারে, এ ব্যাপারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। যার মাধ্যমে অগণিত স্বাধীনতা সংগ্রামী তাঁদের ত্যাগ, তপস্যা এবং নিষ্ঠার মাধ্যমে বাস্তবায়িত করেছিলেন স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন।

## পুরীর জগন্নাথধামে জঙ্গি হামলার হুমকি

**পুরী, ১৩ অগস্ট:** পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে জঙ্গি হামলার হুমকি দেওয়া হল দেওয়ালে লিখে। বুধবার জগন্নাথ মন্দিরের ঠিক বাইরে হেরিটেজ করিডরের কাছে অন্য একটি মন্দিরের দেওয়ালে লেখা ওই হুমকি নজরে আসে। স্থানীয় লোকজন দ্রুত তা মুছে দেন। বিস্ফোরণে মন্দির ধ্বংস করে দেওয়ার হুমকি দিয়ে কিছু ফোন নম্বর লেখা ছিল। বলা হয়েছিল, ফোন করতে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নামও ওই লেখায় ছিল বলে জানা যাচ্ছে। এই ঘটনার পরেই হেরিটেজ করিডরের বেশ কিছু বাতি ভাঙা অবস্থায় মিলেছে। পুলিশি নিরাপত্তা ও ক্যামেরার নজরদারিতে থাকা ওই এলাকায় এমনটা ঘটল কী করে, সেই প্রশ্ন উঠছে। তবে প্রাথমিক তদন্তে ভুয়ো হুমকি বলেই মনে করছে পুলিশ। অবশ্য বিষয়টি লঘু করে দেখা হচ্ছে না বলেও জানানো হয়েছে। পুলিশ মামলা দায়ের করে তদন্ত শুরু করেছে বলে জানা গিয়েছে।

---

# লাডলো জুট অ্যান্ড স্পেশালিটিজ লিমিটেড

**রেজিস্টার্ড অফিস:** কঙ্কারিয়া এস্টেট, ৫ম ফ্লোর, ৬, লিটল রাসেল স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭১,
**ফোন নং.** ২২৮৮-০০৬৪, **ইমেল:** info@ludlowjute.com **ওয়েবসাইট:** www.ludlowjute.com
**কর্পোরেট আইডেনটিটি নাম্বার (CIN) L65993WB1979PLC032394**

**৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণ**

₹ প্রতি শেয়ার ডেটা ব্যতীত টাকার অঙ্ক লাখে

| ক্রম নং | | ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০.০৬.২০২৫ (অনিরীক্ষিত) | ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৫ (অনিরীক্ষিত) | ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০.০৬.২০২৪ (অনিরীক্ষিত) | বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৫ (নিরীক্ষিত) |
|---|---|---|---|---|---|
| ১. | কার্যাদি থেকে মোট আয় | ১১৩১৩ | ৯৫২২ | ৭৪৬৮ | ৩০১৬৬ |
| ২. | নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য (কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পূর্ববর্তী) | ৬৩১ | ৩৪০ | (৯৩৫) | (১৪১২) |
| ৩. | নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ববর্তী সময়কালের জন্য(ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী) | ৬৩১ | ৩৪০ | (৯৩৫) | (১৪১২) |
| ৪. | নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী) | ৪৪৯ | ২৫২ | (৬৯৮) | (১০৫৭) |
| ৫. | সময়কালের জন্য মোট ব্যাপক আয় (কর পরবর্তী কর এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় পরবর্তী সময়ের জন্য লাভ/(ক্ষতি) অন্তর্গত) | ৫০৭ | ১৪৫৮ | (৬৩৮) | ২৬২ |
| ৬. | ইকুইটি শেয়ার মূলধন (ফেস ভ্যালু ₹ ১০/- প্রতিটি) | ১০৮০ | ১০৮০ | ১০৮০ | ১০৮০ |
| ৭. | মজুত (পুনর্মূল্যায়িত মজুত, বিগত বর্ষের নিরীক্ষিত উদ্বর্তপত্রে উল্লিখিত মতো) | প্রযোজ্য নয় | প্রযোজ্য নয় | প্রযোজ্য নয় | ১৫৬৯৬ |
| ৮. | শেয়ার প্রতি আয় (ফেসভ্যালু ₹ ১০/- প্রতিটি) (বার্ষিকীকৃত নয়) | | | | |
| | (ক) মূল | ৪.১৭ | ২.৩৩ | (৬.৪৮) | (৯.৭৯) |
| | (খ) মিশ্রিত | ৪.১৭ | ২.৩৩ | (৬.৪৮) | (৯.৭৯) |

দ্রষ্টব্য :

১. ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে কোম্পানির সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের আর্থিক ফলাফল নিরীক্ষণ সমিতি দ্বারা পুনরিক্ষীত এবং কোম্পানির পরিচালন পর্ষদ দ্বারা অনুমোদিত, ১৩ অগস্ট, ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত তাদের স্ব স্ব সভায় এবং এটির সীমায়িত পুনরীক্ষণ, বিধিবদ্ধ নিরীক্ষকগণ দ্বারা সম্পাদিত।

২. উপরেরটি ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারসংক্ষেপ, যা বোম্বাই স্টক এক্সচেঞ্জে ফাইল করা হয়েছে, রেগুলেশন ৩৩ এবং সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস্ অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস্, ২০১৫-র অন্যান্য প্রযোজ্য বন্দোবস্তাদির অধীনে। আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জ ওয়েবসাইট (www.bseindia.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট (www.ludlowjute.com) এ পাওয়া যাবে।

৩. ৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে শেষ হওয়া ত্রৈমাসিকের সংখ্যাগুলো হলো ৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত সম্পূর্ণ আর্থিক বছরের নিরীক্ষিত পরিসংখ্যান এবং ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ পর্যন্ত অর্থাৎ আর্থিক বছরের তৃতীয় ত্রৈমাসিক শেষ হওয়ার তারিখ পর্যন্ত প্রকাশিত অনিরীক্ষিত বছর-থেকে-তারিখের পরিসংখ্যানের মধ্যেকার ভারসাম্যমূলক সংখ্যা, যা সীমিত পর্যালোচনার অধীন ছিল।

৪. বিগত সময়কালের রাশিসমূহ, যেখানে প্রয়োজন সেখানেই পুনর্শ্রেণিভুক্ত করা হয়েছে।

পর্ষদের আদেশানুসারে
**আশিস আগরওয়াল**
**(ম্যানেজিং ডিরেক্টর)**
**DIN-10198821**

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১৩.০৮.২০২৫

---

# SBI শাখা-স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ (০৫১৭১), কলকাতা

**শাখার ঠিকানা:** ১২তম তল তল, জীবনদীপ বিল্ডিং, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭১,
শাখার ই-মেইল আইডি: **sbi.05171@sbi.co.in**

**ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি**

**অনুমোদিত অফিসারের বিশদ: নাম: তনুশ্রী চৌধুরী, ই-মেইল আইডি: sbi.05171@sbi.co.in, মোবাইল নং : ৯৬৭৪৭১৩৭৬৩**

**স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি, [বিধি ৮(৬) এবং বিধি ৯(১) -এর শর্তাবলী দেখুন]**

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে ব্যাঙ্কের কাছে চার্জ করা স্থাবর সম্পদের বিক্রয়। নিম্নস্বাক্ষরকারী স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার হিসাবে সারফেইসি আইনের ১৩(৪) এর অধীনে নিম্নলিখিত সম্পত্তি(গুলি) দখল করেছেন। সাধারণভাবে জনগণকে অবহিত করা হচ্ছে যে ব্যাঙ্কের বকেয়া আদায়ের জন্য নিম্নোল্লিখিত ক্ষেত্রে চার্জ করা সম্পত্তি/গুলির ই-অকশন (সারফেইসি আইন, ২০০২ এর অধীনে) ‘‘যেখানে যেমন আছে’’, ‘‘সেখানে যা আছে’’, ‘‘সেখানে যা কিছু আছে’’ ভিত্তিতে হবে।

**ই-অকশনের তারিখ ও সময় : তারিখ : ৩০.০৮.২০২৫**
**সময়: ৩০০ মিনিট, সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৪.০০টা পর্যন্ত প্রতিটি ডাকদানের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত বর্ধিতকরণ সহ।**

সাধারণভাবে জনগণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ) কে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নীচে বর্ণিত সুরক্ষিত উত্তমর্ণের কাছে হাইপোথেকেটেড/বন্ধকীকৃত/চার্জড স্থাবর সম্পত্তির **বাস্তবিক দখলদারী** গৃহীত হয়েছে সুরক্ষিত উত্তমর্ণ স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা, যা ‘‘যেখানে যেমন আছে’’, ‘‘যা যেমন আছে’’ এবং ‘‘সেখানে যা কিছু আছে’’-র ভিত্তিতে যা বিক্রি করা হবে **৩০.০৮.২০২৫** তারিখে বকেয়া **৩,৫৫,১৫,৮০২.০০** টাকা **+** এনপিএ হওয়ার তারিখ থেকে বকেয়া স্থিতির ওপর জমে থাকা সুদ, ভবিষ্যৎ সুদ ও অন্যান্য খরচ সহ পুনরুদ্ধারের জন্য যা সুরক্ষিত ক্রেডিটরের কাছে **মেসার্স ক্রেসেন্ট সেফটিমার্ট এক্সপোর্ট প্রাইভেট লিমিটেড,** রেজিস্টার্ড অফিস- ১৩/৩, মহেন্দ্র রয় লেন, কলকাতা-৭০০০৪৬। **ডিরেক্টর, জামিনদার এবং বৈধ উত্তরাধিকারীগণ- জয়নাব খালিদ (১ম স্ত্রী),** স্বামী- প্রয়াত খালিদ এবাদুল্লাহ, ঠিকানা- ফ্ল্যাট নং ১২সি, টাওয়ার ১, হেরিটেজ সৃজন পার্ক, ৭২এ, তিলজলা রোড (ডন বস্কো স্কুলের কাছে), থানা- বেনিয়াপুকুর, কলকাতা-৭০০০০৪৬। বৈধ **উত্তরাধিকারীগণ- ১. খালিয়া এবাদুল্লাহ,** কন্যা- প্রয়াত খালিদ এবাদুল্লাহ, **ঠিকানা-** ফ্ল্যাট নং ১২সি, টাওয়ার ১, হেরিটেজ সৃজন পার্ক, ৭২এ, তিলজলা রোড (ডন বস্কো স্কুলের কাছে), থানা- বেনিয়াপুকুর, কলকাতা-৭০০০০৪৬। **২. মাদিহা এবাদুল্লাহ,** কন্যা- প্রয়াত খালিদ এবাদুল্লাহ, ঠিকানা- ফ্ল্যাট নং ১২সি, টাওয়ার ১, হেরিটেজ সৃজন পার্ক, ৭২এ, তিলজলা রোড (ডন বস্কো স্কুলের কাছে), থানা- বেনিয়াপুকুর, কলকাতা-৭০০০০৪৬। **৩. শিফা এবাদুল্লাহ,** কন্যা- প্রয়াত খালিদ এবাদুল্লাহ, ঠিকানা- ফ্ল্যাট নং ১২সি, টাওয়ার ১, হেরিটেজ সৃজন পার্ক, ৭২এ, তিলজলা রোড (ডন বস্কো স্কুলের কাছে), থানা- বেনিয়াপুকুর, কলকাতা-৭০০০০৪৬। **৪. মোঃ সানাউল্লাহ,** পিতা- প্রয়াত খালিদ এবাদুল্লাহ, ঠিকানা- মুসলিম বস্তি, জাতিংগড়, থানা- জগন্নাথপুর, পশ্চিম সিংভূম, ঝাড়খণ্ড-৮৩৩২১ এবং ৭এ, মহেন্দ্র রয় লেন, থানা- তপসিয়া, কলকাতা-৭০০০৪৬। **৫. সাবিয়া রাহমান,** স্ত্রী- প্রয়াত খালিদ এবাদুল্লাহ, ঠিকানা- ১৯, উস্তাদ এনায়েত খান অ্যাভিনিউ, সার্কাস অ্যাভিনিউ, কলকাতা-৭০০০১৭। **৬. সিদ্দিক বানো,** মা- প্রয়াত খালিদ এবাদুল্লাহ, ঠিকানা- মৌলানাগোদা, ডাকঘর ও থানা- চাম্পুয়া, কেওনঝাড়, ওড়িশা-৭৫৮০৪১ এবং ৭এ, মহেন্দ্র রয় লেন, থানা- তপসিয়া, কলকাতা-৭০০০৪৬। **ডিরেক্টর ও জামিনদার- তানভীর এবাদুল্লাহ,** মেসার্স ক্রেসেন্ট সেফটিমার্ট এক্সপোর্ট প্রাইভেট লিমিটেড, ৩ মেহের আলি রোড, ৩য় তলা, কলকাতা-৭০০০১৭ -এর বকেয়া আছে ।

| ক্র নং | (জ্ঞাত দায় সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ) | ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমান গ) বিড বৃদ্ধির পরিমান |
|---|---|---|
| ১. | আবাসিক ফ্ল্যাট- গ্রাউন্ড ফ্লোর ফ্ল্যাট প্রেমিসেস নং ৪১, তালপুকুর, বাঘাযতীন রোড, থানা- যাদবপুর, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০৮৬, (মেট্রো)। জমির পরিমাণ- ১০২০ বর্গফুট মালিক- ক্রেসেন্ট এক্সপোর্ট (কোম্পানি) দলিল নং- এই-০৪৭৭, নিবন্ধনের তারিখ- ০৪-মার্চ-২০০৪, নিবন্ধনকারী কর্তৃপক্ষ- ডিস্ট্রিক্ট সাব রেজিস্ট্রার, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, আলিপুর, পশ্চিমবঙ্গ। | ক) ১৭,৭৮,০০০.০০ টাকা<br>খ) ১,৭৭,৮০০.০০ টাকা<br>গ) ২০,০০০.০০ টাকা |
| ২. | আবাসিক ফ্ল্যাট- প্রেমিসেস নং ৪১, ২য় ফ্লোর, তালপুকুর, বাঘাযতীন রোড, থানা- যাদবপুর, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০৮৬। জমির পরিমাণ- ১২০০ বর্গফুট, মালিক- খালিদ এবাদুল্লাহ (প্রয়াত), দলিল নং- আই-১৫২৫০/২০০৬, নিবন্ধনের তারিখ- ১৩-নভেম্বর-২০০৬, নিবন্ধনকারী কর্তৃপক্ষ- ডিস্ট্রিক্ট সাব রেজিস্ট্রার, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, আলিপুর, পশ্চিমবঙ্গ। | (ক) ২০,৯৩,০০০.০০ টাকা<br>(খ) ২,০৯,৩০০.০০ টাকা<br>(গ) ২০,০০০.০০ টাকা |
| ৩. | আবাসিক ফ্ল্যাট- প্রেমিসেস নং ৪১, ৩য় ফ্লোর, তালপুকুর, বাঘাযতীন রোড, থানা- যাদবপুর, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০৮৬, (মেট্রো)। জমির পরিমাণ- ৬০০ বর্গফুট, মালিক- খালিদ এবাদুল্লাহ (প্রয়াত), দলিল নং- আই-১৫২৪৯, নিবন্ধনের তারিখ - ১৭-নভেম্বর-২০০৬, নিবন্ধনকারী কর্তৃপক্ষ- অতিরিক্ত রেজিস্ট্রার অফ অ্যাসিওরেন্স-১, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ। | ক) ১০,৪৬,০০০.০০ টাকা<br>(খ) ১,০৪,৬০০.০০ টাকা<br>(গ) ২০,০০০.০০ টাকা |

**পরিদর্শনের তারিখ: ২৩.০৮.২০২৫** | **বাস্তবিক দখল** | যোগাযোগ নং : ৯০৫১০৩৩৩৬৭

ক) বিক্রয়ের বিশদ শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট **www.sbi.co.in** এবং নির্দিষ্ট ই-অকশনের জন্য তৈরি করা **https://BANKNET.com** এ দেওয়া নির্দিষ্ট লিঙ্কটি দেখুন ।
খ) ইচ্ছুক দরদাতাকে তার ইএমডির পরিমাণ পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেডের দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে এনইএফটি/আরটিজিএস স্থানান্তরের মাধ্যমে । যেকোন প্রশ্নের ক্ষেত্রে যোগাযোগ করুন **Support.baanknet@psballiance.com** বা ৮২৯১২২০২২০- তে ।

**তারিখ: ১৪.০৮.২০২৫**
**স্থান: কলকাতা**

**কোনও বিরোধের ক্ষেত্রে ইংরেজি সংস্করণ প্রাধান্য পাবে**

**অনুমোদিত অফিসার**
**স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**

---

# ইন্ডিয়ান ব্যাংক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD

**বাবলা শাখা**
গ্রাম - বাবলা, পো - গোবিন্দপুর,
থানা - শান্তিপুর, জেলা - নদিয়া

**স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি**

**পরিশিষ্ট - IV-A [দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬) ]**

**ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ স্থাবর সম্পদের জন্য ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্টর অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে**

এতদ্বারা সাধারণকে সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে, নিম্নে বর্ণিত বন্ধকী/দায়বদ্ধ স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (জামিন অধীনে ঋণদাতা)** নিকট যা নির্ধারিত ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **প্রতীকী দখলীকৃত** বিক্রয় করা হবে **‘‘যেখানে যেমন অছে’’, ‘‘যেখানে যা আছে’’, এবং ‘‘যেমন অবস্থায় আছে ভিত্তিতে’’ ২৪.০৯.২০২৫ অনুযায়ী, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, বাবলা শাখা (জামিন অধীনে ঋণদাতা) ১৪,৯১,৪৭৯.০০ টাকা** (চোদ্দ লাখ একানব্বই হাজার চারশ উনআশি টাকা) **০৩.০৮.২০২৫** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, চার্জ এবং ব্যয় সহ এবং ২৮.০১.২০২৫ থেকে ব্যয় সহ আদায় করা হবে **শ্রী নিহার রঞ্জন দাস (ঋণগ্রহীতা / বন্ধকদাতা)** পিতা চিত্তরঞ্জন দাস, গ্রাম - গোবিন্দপুর, পূর্ব দাসপাড়া, পো - বাবলা, গোবিন্দপুর, থানা - শান্তিপুর, জেলা - নদিয়া, পিন - ৭৪১৪০৪, পব কাছ থেকে।

ই-নিলাম প্রক্রিয়া অধীনে বিক্রয় অধীন সম্পত্তির নিম্নোক্ত মতে নির্দিষ্ট বিস্তারিত :

| ক্র. নং. | ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম | স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ | জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া পরিমাণ | ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন |
|---|---|---|---|---|
| ১ | ক) **১. শ্রী নীহার রঞ্জন দাস (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা)** পিতা চিত্তরঞ্জন দাস, গ্রাম গোবিন্দপুর, পূর্ব দাসপাড়া, পো : বাবলা, গোবিন্দপুর, থানা : শান্তিপুর, জেলা : নদিয়া, পিন : ৭৪১৪০৪, পব।<br>**২. শ্রীমতি বেবি দাস (জামিনদাতা),** স্বামী চিত্তরঞ্জন দাস, গ্রাম গোবিন্দপুর, পূর্ব দাসপাড়া, পো : বাবলা, গোবিন্দপুর, থানা : শান্তিপুর, জেলা : নদিয়া, পিন : ৭৪১৪০৪, পব।<br>**খ) বাবলা শাখা।** | সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত ভবন আনুমানিক ১০ ডেসিমেল, **সম্পত্তি শ্রী নীহার রঞ্জন দাস,** পিতা চিত্তরঞ্জন দাসের নামে, অবস্থিত জেএল নং ৪২, মৌজা : আরপাড়া মৌজা, আরএস এবং এলআর প্লট নং ৪৩, এলআর খতিয়ান নং ৬৫৬, বর্তমান এলআর খতিয়ান নং ১২১৯, আরবাবদি-২ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, গ্রাম : গোবিন্দপুর পূর্ব দাস পাড়া, পো : বাবলা গোবিন্দপুর, থানা : শান্তিপুর, জেলা : নদিয়া, পিন : ৭৪১৪০৪, পরিবর্থিত -ভিটা, রেজিস্ট্রিকৃত দান দলিল নং ৪৬-২০১৪ সালের, তারিখ ০৩.০১.২০১৪, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআরও শান্তিপুর সমীপে, বুক নং ১, ভল্যুম নং ১১, পৃষ্ঠা ৬৫৬ থেকে ৬৭৩। **উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : সড়ক; দক্ষিণে : চিত্তরঞ্জন দাস এবং নীহার রঞ্জন দাসের সম্পত্তি; পূর্বে : চিত্তরঞ্জন দাসের সম্পত্তি; পশ্চিমে : সুখেন দাসের সম্পত্তি। | **১৪,৯১,৪৭৯.০০ টাকা** (চোদ্দ লাখ একানব্বই হাজার চারশ উনআশি টাকা) **০৩.০৮.২০২৫** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, চার্জ এবং অন্যান্য ব্যয় সহ | ক) **২৩,১৫,০০০.০০ টাকা (*)** (তেইশ লাখ পনের হাজার টাকা)<br>খ) **২,৩১,৫০০.০০ টাকা** (দুই লাখ একত্রিশ হাজার পাঁচশ টাকা)<br>গ) **১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা)<br>ঘ) **IDIB50446874913**<br>ঙ) **ব্যাঙ্কের জ্ঞাত নয়**<br>চ) **প্রতীকী দখলীকৃত** |

**(*) সংরক্ষিত মূল্যের উপরে বিক্রয় মূল্য হতে হবে।**

**ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ২৪.০৯.২০২৫, সময় - সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত**
**ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম https://baanknet.com**

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি.**-এর ওয়েবসাইট **https://baanknet.com** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০ ইমেল আইডি : support.BAANKNET@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীর হেল্পলাইন নম্বরে। রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য মেল করুন **support.BAANKNET@psballiance.com**
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ফটোগ্রাফ এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন **https://baanknet.com** এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে **যোগাযোগ নং ৮২৯১২২০২২০**-এ যোগাযোগ করুন।
**দরদাতাদের https://baanknet.com-এর সাথে ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।**

**দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)-এর উদ্দেশ্যেও**

তারিখ - ১৩.০৮.২০২৫/স্থান-বহরমপুর
অনুমোদিত অফিসার/ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

---

# নীলাচল মিনারেলস লিমিটেড

**CIN : L10400WB1907PLC001722**
**রেজিঃ অফিস** ১৭, রয় স্ট্রিট, একতলা, কলকাতা-৭০০০২০
টেলি নং. ০৩৩৪০৬২ ৯১২৭, ই-মেল: neelachalkolkata@gmail.com

**৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত প্রথম ত্রৈমাসিক এবং তিন মাসের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণ**

(লক্ষ টাকায়)

| | বিবরণ | ত্রৈমাসিক সমাপ্ত জুন ৩০ ২০২৫ (অনিরীক্ষিত) | ত্রৈমাসিক সমাপ্ত জুন ৩০ ২০২৪ (অনিরীক্ষিত) | ত্রৈমাসিক সমাপ্ত মার্চ ৩১ ২০২৫ (নিরীক্ষিত) | বর্ষ সমাপ্ত মার্চ ৩১ ২০২৫ (নিরীক্ষিত) |
|---|---|---|---|---|---|
| ১. | **কার্যাদি থেকে মোট আয় (নিট)** | ১৪.৯৫ | ১৪.৭১ | ১৪.৮৯ | ৫৯.৪৭ |
| ২. | **মোট খরচ** | ১২.৫৯ | ১২.৩৭ | ১২.৪৪ | ৪৮.০০ |
| ৩. | অন্যান্য আয় | ৬.৫৯ | ২.২২ | ২.২৯ | ১৩.৩৪ |
| ৪. | অর্থ ব্যয় | - | - | - | - |
| ৫. | অর্থ ব্যয়ের পরে কিন্তু ব্যতিক্রমী দফাগুলির আগে সাধারণ ক্রিয়াকলাপ থেকে লাভ / (ক্ষতি) | ৮.৯৫ | ৪.৫৬ | ৪.৭৪ | ২৪.৮১ |
| ৬. | ব্যতিক্রমী দফা | - | - | - | - |
| ৭. | **কর পূর্ব সাধারণ কার্যাদি থেকে লাভ/(ক্ষতি)** | ৮.৯৫ | ৪.৫৬ | ৪.৭৪ | ২৪.৮১ |
| ৮. | কর ব্যয় | ১.৬৮ | - | - | ৫.৮৩ |
| ৯. | **কর পরবর্তী সাধারণ ক্রিয়াকলাপ থেকে নিট লাভ/(ক্ষতি)** | ৭.২৬ | ৪.৫৬ | ৪.৭৪ | ১৮.৯৭ |
| ১০. | **সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি)** | ৭.২৬ | ৪.৫৬ | ৪.৭৪ | ১৮.৯৭ |
| ১১. | **পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন** ফেস ভ্যালু প্রতিটি ১০ টাকা | ৩১.৪৮ | ৩১.৪৮ | ৩১.৪৮ | ৩১.৪৮ |
| ১২. | **পূর্ব আর্থিক বর্ষের ব্যালান্স সীট অনুযায়ী পুনর্মূল্যায়ণ সংরক্ষণ ব্যতীত সংরক্ষণ** | - | - | - | ৯৭.৪৯ |
| ১৩. | **শেয়ার প্রতি আয় (ইপিএস) :** (ক) অসাধারণ দফার আগে এবং পরে মূল এবং মিশ্রিত ইপিএস (টাকা) (*বার্ষিকীকৃত নয়) | *২.৩১ | *১.৪৫ | *১.৫১ | *৬.০৩ |

**দ্রষ্টব্য ঃ**

১. ৩০.০৬.২০২৫ তারিখে শেষ হওয়া ত্রৈমাসিকের উপরের আর্থিক ফলাফলগুলি ৩১.০৩.২০২৫ তারিখে শেষ হওয়া বার্ষিক আর্থিক বিবরণীর মতো একই হিসাবরক্ষণ নীতির ভিত্তিতে তৈরি করা হয়েছে।
২. উপরে উল্লিখিত আর্থিক ফলাফলটি ১৩.০৮.২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ড অফ ডিরেক্টরসের সভায় অনুমোদিত হয়েছে।
৩. কোম্পানির বিধিবদ্ধ নিরীক্ষক ৩০.০৬.২০২৫ -এ সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের একটি সীমিত পর্যালোচনা করেছেন।
৪. প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট সময়কালের পরিসংখ্যান পুনর্গঠন/পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে।

বোর্ডের আদেশানুসারে
**নীলাচল মিনারেলস লিমিটেড** -এর পক্ষে
**স্বা/-**
**তেজস দোশী**
*ডিরেক্টর*

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১৩ অগস্ট, ২০২৫

---

# ওরিয়েন্ট বেভারেজেস লিমিটেড

**CIN: L15520WB1960PLC024710**
রেজি অফিস: ‘‘এ্যালপে কোর্ট’’ ৪র্থ তল, ২২৫সি, এ.জে.সি. বোস রোড, কলকাতা-৭০০০২০, প:ব:
ফোন: (০৩৩)২২৮১-৭০০১, ওয়েবসাইট: www.obl.org.in, ইমেল: cs@obl.org.in

**৩০ জুন ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক স্ট্যান্ডঅ্যালোন ও কনসোলিডেটেড অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণের সারাংশ**

(₹ লাখে)

| ক্র. নং. | বিবরণ | স্ট্যান্ডঅ্যালোন ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০.০৬.২০২৫ (অনিরীক্ষিত) | স্ট্যান্ডঅ্যালোন ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৫ (নিরীক্ষিত) | স্ট্যান্ডঅ্যালোন ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০.০৬.২০২৪ (অনিরীক্ষিত) | স্ট্যান্ডঅ্যালোন বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৫ (নিরীক্ষিত) | কনসোলিডেটেড ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০.০৬.২০২৫ (অনিরীক্ষিত) | কনসোলিডেটেড ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৫ (নিরীক্ষিত) | কনসোলিডেটেড ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০.০৬.২০২৪ (অনিরীক্ষিত) | কনসোলিডেটেড বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৫ (নিরীক্ষিত) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | কার্যাদি থেকে মোট আয় | ৪,৩৭৮ | ৩,৮৩৭ | ৪,০৪৪ | ১৫,১৯১ | ৪,৯৪০ | ৪,৩৬৯ | ৪,৬২২ | ১৭,৩৩৬ |
| ২ | নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য (কর, ব্যতিক্রমী এবং/অথবা বিশেষ দফা পূর্ব) | ২৫৯ | ৭০ | ১৮১ | ৩৫১ | ২৪৫ | ৩০ | ২৪০ | ৩৯২ |
| ৩ | নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ব সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং/অথবা বিশেষ দফাদি পরবর্তী) | ২৫৯ | ৭০ | ১৮১ | ৩৫১ | ২৪৫ | ৩০ | ২৪০ | ৩৯২ |
| ৪ | নিট লাভ/(ক্ষতি)কর পরবর্তী সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং/অথবা বিশেষ দফাদি পরবর্তী) | ১৮৪ | ৫২ | ১৭৮ | ২৭০ | ১৭০ | ৬ | ২৩৭ | ৩০২ |
| ৫ | সময়কালের জন্য মোট আনুপুঙ্খিক আয় [সময়কালের জন্য লাভ/(ক্ষতি) সমন্বিত (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য আনুপুঙ্খিক আয় (করের পরে)] | ১৮৬ | ৬২ | ১৭৮ | ২৭৯ | ১৭২ | ১৬ | ২৩৭ | ৩১১ |
| ৬ | ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন | ২১৬.১৫ | ২১৬.১৫ | ২১৬.১৫ | ২১৬.১৫ | ২১৬.১৫ | ২১৬.১৫ | ২১৬.১৫ | ২১৬.১৫ |
| ৭ | অন্যান্য ইক্যুইটি | - | - | - | ১,৮৯১ | - | - | - | ১,৮৮৫ |
| ৮ | শেয়ার প্রতি আয় (ফেস ভ্যালু প্রতিটি ₹ ১০/- মূল্যে) (বার্ষিকীকরণ হয়নি) মৌলিক এবং মিশ্রিত (₹) | ৮.৫১ | ২.৪১ | ৮.২৪ | ১২.৪৯ | ৭.৮৬ | ০.২৮ | ১০.৯৬ | ১৩.৯৭ |

**দ্রষ্টব্য:**

১ ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের জন্য মেসার্স ওরিয়েন্ট বেভারেজেস লিঃ -র স্ট্যান্ডাঅ্যালোন অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল এবং ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের জন্য হোল্ডিং কোম্পানি মেসার্স শারদ কোয়েঞ্চ প্রাঃ লিঃ, সাবসিডিয়ারি -এর কনসলিডেটেড অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল অডিট কমিটি কর্তৃক সমীক্ষিত হয়েছে এবং ১৩ অগস্ট, ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত হোল্ডিং কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টর্সের সভায় তৎকর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

২ সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫-র রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জ সমূহে ফাইল করা ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাট উপরেরটি। ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফরম্যাট পাওয়া যাবে স্টক এক্সচেঞ্জসমূহর ওয়েবসাইটসমূহ **www.bseindia.com** এবং **www.cse-india.com**-এ এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট অর্থাৎ **www.oble.org.in** -এ পাওয়া যাবে।

পর্ষদের আদেশানুসারে
**ওরিয়েন্ট বেভারেজেস লি:-র পক্ষে**
**স্বা/-**
**অক্ষত পোদ্দার**
**ম্যানেজিং ডিরেক্টর**
**DIN: 03187840**

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১৩.০৮.২০২৫

---

# নিক্কো পার্কস অ্যান্ড রিসর্টস লিমিটেড

CIN: L92419WB1989PLC046487
**রেজিস্টার্ড অফিস :** ‘‘ঝিল মিল’’ সেক্টর-৪, সল্টলেক সিটি, কলকাতা- ৭০০ ১০৬
ই-মেল : niccopark@niccoparks.com, ওয়েবসাইট : www.niccoparks.com

**৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণ**

(লক্ষ টাকায়)

| | বিবরণ (উল্লেখ্য নীচের দ্রষ্টব্য) | স্ট্যান্ডঅ্যালোন ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০.০৬.২০২৫ (অনিরীক্ষিত) | স্ট্যান্ডঅ্যালোন ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৫ (নিরীক্ষিত) | স্ট্যান্ডঅ্যালোন ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০.০৬.২০২৪ (অনিরীক্ষিত) | কনসোলিডেটেড ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০.০৬.২০২৫ (অনিরীক্ষিত) | কনসোলিডেটেড ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৫ (নিরীক্ষিত) | কনসোলিডেটেড ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০.০৬.২০২৪ (অনিরীক্ষিত) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১. | কার্যাদি থেকে মোট আয় (নিট) | ২৬২৯.৪৮ | ১৭৫৯.১৪ | ২৪৭৪.৩৪ | ২৬২৯.৪৮ | ১৭৫৯.১৪ | ২৪৭৪.৩৪ |
| ২. | নিট লাভ(+)/ক্ষতি(-) সময়কালের জন্য (কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পূর্ব) | ১১৮৪.২২ | ৪৭২.১২ | ১০২৯.৩০ | ১৩৮৫.২৫ | ৫১৮.৩৯ | ১১৯৬.২২ |
| ৩. | নিট লাভ(+)/ক্ষতি(-) কর পূর্ব সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী) | ২৭২৫.১৭ | ৫৫৩.১২ | ১০২৯.৩০ | (২৪.৬৪) | ৫৯৯.৩৯ | ১১৯৬.২২ |
| ৪. | নিট লাভ(+)/ক্ষতি(-) কর পরবর্তী সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী) | ১৯৩৯.৭৫ | ৪৪২.৮২ | ৭৪৯.৭৭ | (৩১৫.৭৭) | ৩৩৬.০৪ | ৮৭৮.৫০ |
| ৫. | মোট ব্যাপক আয় সময়কালের জন্য [এই সময়ের লাভ/(ক্ষতি) (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য মোট আয় (কর পরবর্তী)] | ২৪৪৪.১৭ | ৪৫২.৮৬ | ৭১৫.২৭ | ২৮৮.০৫ | ১৭৭.৭৩ | ৮৬১.৩৭ |
| ৬. | ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (ফেসভ্যালু ১/- টাকা প্রতি শেয়ার) | ৪৬৮.০০ | ৪৬৮.০০ | ৪৬৮.০০ | ৪৬৮.০০ | ৪৬৮.০০ | ৪৬৮.০০ |
| ৭. | অন্যান্য ইক্যুইটি (পুনর্মূল্যায়ন সংরক্ষণ ব্যতীত) বিগত গণনা বর্ষের উদ্বর্তপত্রে দর্শিত পুনর্মূল্যায়ণ ব্যতীত মজুত | ৮০৬৪.৮৩ ৩১.০৩.২০২৫ তারিখে | ৮০৬৪.৮৩ ৩১.০৩.২০২৫ তারিখে | ৬৮৩৭.৫৫ ৩১.০৩.২০২৪ তারিখে | ১০২৫০.৫৩ ৩১.০৩.২০২৫ তারিখে | ১০২৫০.৫৩ ৩১.০৩.২০২৫ তারিখে | ৮৮৮৮.১৬ ৩১.০৩.২০২৪ তারিখে |
| ৮. | শেয়ার প্রতি আয় সময়কালের জন্য (ফেস ভ্যালু ১/- টাকা প্রতিটি) - মূল এবং মিশ্রিত (বার্ষিকীকৃত নয়) | ৪.১৪ | ০.৯৫ | ১.৬০ | (০.৬৭) | ০.৭২ | ১.৮৮ |

**দ্রষ্টব্য :**

১. উপরোক্তটি সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ -এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফরম্যাটের নির্যাস। ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফরম্যাট পাওয়া যাবে স্টক এক্সচেঞ্জেস ওয়েবসাইট সমূহ (www.bseindia.com এবং www.cse-india.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট (www.niccoparks.com) -তে।

২. ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের জন্য উপরোক্ত অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল অডিট কমিটি কর্তৃক পর্যালোচিত হয়েছে এবং তারপর পরিচালন পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে এবং ১২ অগস্ট, ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত তাদের সভায় নথিভুক্ত হয়েছে। বিধিবদ্ধ নিরীক্ষকেরা ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের জন্য উপরোক্ত আর্থিক ফলাফলের একটি সীমিত পর্যালোচনাও করেছেন।

৩. ক) পার্কের এফ অ্যান্ড বি এবং অন্যান্য আমোদ প্রমোদজনক কার্যাবলী বদলি মরশুমের উপর নির্ভরশীল
খ) রাইডসের মন্ত্রণা, চুক্তি ও অংশাদি বিক্রি ও পরিবর্তন সাপেক্ষ যা চুক্তি সংখ্যার উপর নির্ভরশীল।

৪. ২০২৫-২০২৬ অর্থবর্ষের জন্য একটি অন্তর্বর্তীকালীন লভ্যাংশ ১০০% (১ টাকার ফেসভ্যালুর উপর ১.০০ টাকা) হারে পরিচালনা পর্ষদ তার উপরোক্ত সভায় অনুমোদন করেছে।

৫. ১৯৯০ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি তারিখে দ্য ন্যাশনাল ইনসুলেটেড কেবল কোম্পানি অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড (বর্তমানে নিকো কর্পোরেশন লিমিটেড, যা অবলুপ্তির অধীনে রয়েছে, অতঃপর এনসিএল), ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড (অতঃপর ডব্লিউবিটিডিসি) এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড (অতঃপর ডব্লিউবিআইডিসি)-এর মধ্যে স্বাক্ষরিত যৌথ ক্ষেত্র চুক্তি (অতঃপর জেএসএ) অনুসারে, যে জমিতে কোম্পানির অ্যামিউজমেন্ট পার্ক এবং অন্যান্য বিনোদনমূলক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে, সেই জমিটি ৩৩ বছরের জন্য ইজারা দেওয়া হয়েছিল। এই চুক্তিতে একই সময়ের জন্য আরও দুটি নবায়নের শর্ত ছিল। এনসিএলের বিরুদ্ধে অবলুপ্তি কার্যক্রমের ফলস্বরূপ, তাদের হাতে থাকা কোম্পানির শেয়ার হস্তান্তর করা হয়েছে এবং এর ফলে জেএসএ অকার্যকর ও বাতিল হয়ে গেছে। এছাড়াও, ১৯৯১ সালের ৫ই জুলাই তারিখে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের গভর্নর এবং কোম্পানির মধ্যে স্বাক্ষরিত ৩৩ বছরের ইজারার প্রথম মেয়াদ ২০২৩ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারি তারিখে শেষ হয়েছে। ২০২২ সালের ১১ই অক্টোবর তারিখে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পর্যটন বিভাগে ইজারা চুক্তি নবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় আবেদন করা হয়েছিল, যা এখনো পর্যন্ত কার্যকর হয়নি। এটি এবং এর শর্তাবলী চূড়ান্ত না হওয়া পর্যন্ত, সম্ভাব্য বর্ধিত ফি এবং চার্জের জন্য হিসাবের নীতি অনুসরণ করে ব্যবস্থাপনার নিজস্ব বিচার অনুযায়ী একটি সম্ভাব্য সংস্থান তৈরি করা হয়েছে, যা এই আর্থিক ফলাফলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তবে, পূর্ববর্তী চুক্তি অনুযায়ী সম্মত হওয়া ফি এবং চার্জগুলি প্রাসঙ্গিক সময়ের জন্য প্রদান করা এবং খরচ হিসাবে দেখানো হয়েছে। ব্যবস্থাপনার মতে, নবায়নের আবেদনটি সক্রিয় বিবেচনাধীন রয়েছে এবং ইজারা নবায়ন করা হবে বলে আশা করা হচ্ছে। তদনুসারে, উপরের চুক্তিতে দেওয়া শর্তাবলী অনুযায়ী কার্যক্রম এবং সম্পর্কিত ব্যবস্থাগুলিকে চলমান হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে এবং অবচয় সহ প্রয়োজনীয় সংস্থানগুলি স্বীকৃত হয়েছে। আর্থিক ফলাফলগুলি ‘চলমান সংস্থা’ নীতির ভিত্তিতে প্রস্তুত করা অব্যাহত রয়েছে।

৬. পূর্ববর্তী বর্ষের/সময়ের সংখ্যাগুলিকে যেখানে প্রয়োজন সেখানে পুনর্সজ্জিত/পুনর্দলভুক্ত করা হয়েছে চলতি সময়কালে।

**বোর্ড অফ ডিরেক্টরসের পক্ষে**
**বিজয় দেওয়ান**
**ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডিরেক্টর**
**(DIN : 00051164)**

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১২..০৮.২০২৫

## ফের অসুস্থ নিরুপা দেবী, মায়ের পাশে সৌরভ

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক ও ক্রিকেট বোর্ডের প্রাক্তন সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের মা নিরুপা দেবী ফের অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। মঙ্গলবার রাতেই তাঁকে বাইপাস সংলগ্ন এক বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। জানা গিয়েছে, কয়েকদিন ধরেই তাঁর জ্বর ও গলা ব্যথার মতো উপসর্গ ছিল। বাড়িতে না সারায় শেষ পর্যন্ত হাসপাতালেই নিয়ে যেতে হয়েছে।


**ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION**

**NOTICE INVITING E-QUOTATION**

**N.I.E. Q. No. 28/WS/ AMRUT2.0/AMC/2025-2026 Dt. 13.08.25**

Visit to website **www.wbtenders.gov.in** For details please contact to Tender Cell, AMC.

**Sd/- SE,**
**Asansol Municipal Corporation**

**ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION**

**2nd Call 2nd Corrigendum Notice**

**N.I.E. ET. No. 27/WS/ Eng/25 Dt. 03-06-25**

Bid Submission period: 25.08.25 instead of 12.08.25

Visit to website **www.wbtenders.gov.in**

For details please contact to Tender Cell, AMC.

**Sd/- SE,**
**Asansol Municipal Corporation**

**Joynagar Mozilpur Municipal Office**

**P.O.-Jaynagar Mozilpur, Pin-743337, South 24Pgs., West Bengal**

E-bids are invited by the Executive Officer, Jaynagar Majilpur Municipality for the following development work within Jaynagar Majilpur Municipality.

| Sl. No. | Name of Work | NIT No. |
|---|---|---|
| 1 | RENOVATION & IMPROVMENT OF BLACK TOP ROAD OF DR. G.M. SARONI AND S.S. SARONI (FROM RUBBER STAMP TO GHENCHAR MORE) IN WARD NO. I & II WITHIN JAYNAGAR MAJILPUR MUNICIPALITY. | WBMAD/ULB/ JOYNAGAR-MOZILPUR/ 19/2025-26 SL1 to 3 |
| 2 | RENOVATION & IMPROVMENT OF BLACK TOP ROAD OF DUTTA PARA ROAD (FROM SANTONU CHAKRABORTY'S HOUSE TO BACK SIDE OF WBSEDCL) IN WARD NO. I & II WITHIN JAYNAGAR MAJILPUR MUNICIPALITY. | |
| 3 | RENOVATION & IMPROVMENT OF BLACK TOP ROAD OF MITRA PARA ROAD (From Bangasree Club to Bijan-Chakraborty's house) IN WARD NO. X WITHIN JAYNAGAR MAJILPUR MUNICIPALITY. | |

Tender ID: **2025_MAD_890858_1 to 3,** Bid submission starting date: **14/08/2025 at 09:00A.M.** Bid submission closing date: **22/08/2025 at 5:30 P.M.** Details may be seen in the website: **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- **Chairman, Joynagar Mozilpur Municipality**

**BARRACKPORE MUNICIPALITY**

**B.T. ROAD, TALPUKUR, KOLKATA-700123.**

**TENDER NOTICE**

**No. 69/FCXVSWM/CON/T/25-26 Dated 13.08.2025.**

e-tender is invited by the Chairman, Barrackpore Municipality from the eligible agency for Procurement of Patient Monitor for Biraj Mohini Matri Sadan. Last date of submission of tender: **28.08.2025 up to 12 noon.** The detail tender notice may be seen in the **www.wbtenders.gov.in,** Notice Board of Barrackpore Municipality, SDO, Barrackpore, Station Manager, Barrackpore Railway Station.

**S/d. Uttam Das.**
**Chairman**
**Barrackpore Municipality**


## সুপ্রিম কোর্টে বড়সড় ধাক্কা ভারতীয় কুস্তিগিরের ! নির্দেশ আত্মসমর্পণের

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** কুস্তিগির সুশীল কুমারের জন্য বড় ধাক্কা এল দেশের শীর্ষ আদালতে। সাগর ধনখড় খুন মামলায় তাঁর জামিন সুপ্রিম কোর্ট খারিজ করে দিয়েছে। বিচারপতি সঞ্জয় করোল ও বিচারপতি প্রশান্ত কুমার মিশ্রের বেঞ্চ দিল্লি হাই কোর্টের দেওয়া জামিন বাতিল করে সুশীলকে এক সপ্তাহের মধ্যে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দিয়েছেন।


**SARATCHANDRA GRAM PANCHAYAT**

Bagnan-II Development Block
Mellock, Bagnan, Howrah

**Notice Inviting e-Tender (2nd Call)**

**NIT No. WB/HZP/SARATCHANDRA GP/ NIET-12/2025-26, Sl. 1, Date-12.08.2025.** Bid Submission Start Date : **13.08.2025 from 12:00 Noon.** Bid Submission End Date : **19.08.2025 up to 11:00 AM.** Technical Bid Opening Date : **21.08.2025 at 11:00 AM.** For details information visit website: **www.wbtenders.gov.in** **Sd/- Pradhan**
**Saratchandra Gram Panchayat**

**NOTICE INVITING TENDER**

Chairman, Diamond Harbour Municipality, Invites e-tender for execution of 10 (Ten) nos. of Civil work from all Govt.contractors having credential of similar nature of work. **NIT No.: WBMAD/ULB/DHM/NIT-05/ 350(e)/2025-26.** Bid Submission Start Date: **14.08.2025.** Bid Submission End Date: **20.08.2025.** Detailed information available in the departmental website: **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- **Chairman**
**Diamond Harbour Municipality**

**GOVT. OF WEST BENGAL**

**Irrigation and Waterways Directorate**

SN.I.T.No. **WBIW/EE/MHQD/ SNIT-01/2025-26**

Offline-Tender is being invited by the **Executive Engineer Mayurakshi Head Quarters Division, Suri, Birbhum** from the eligible bonafied contractors for 03 (Three) no, works under SDS Maintenance. Last date of Application: **19.08.2025 upto 15:00 Hrs.** & Last date of Dropping: **20.08.2025 upto 17:00 Hrs**. Other details of tender notice may be seen at website **www.wbiwd.gov.in**


**এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড**
(পূর্বে যা এল&টি ফাইনান্স হোল্ডিংস লিমিটেড নামে পরিচিত ছিল)
**রেজিস্টার্ড অফিস:** এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড, বৃন্দবন বিল্ডিং, প্লট নং 177, কালিনা, সিএসটি রোড, মার্সিডিজ শোরুমের কাছে, সান্তাক্রুজ (পূর্ব), মুম্বাই 400 098
**CIN No.:** L67120MH2008PLC181833
**ব্রাঞ্চ অফিস:** কলকাতা

L&T Finance

### দাবি সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

**সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট 2002 (এতদ্‌পরবর্তীতে আইন হিসাবে উল্লেখিত)-এর ধারা 13(2)-এর অধীনে**

যেহেতু আপনারা আপনাদের ঋণ অ্যাকাউন্টের সুদ এবং মূলের কিস্তিগুলি প্রদানের ক্ষেত্রে খেলাপ করেছেন, এবং উল্লেখিত বকেয়া প্রদেয়গুলি পরিশোধের ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছেন এবং অবহেলা করেছেন, আমরা, আইনটির ধারা 13(2)-এর অধীনে আপনাদের সকলের (ঋণ গ্রহীতা / গণ, সহ-ঋণগ্রহীতা / গণ এবং জামিনদার / গণ) নিকট প্রদানের রসিদসহ নিবন্ধীত ডাক-এর মাধ্যমে দাবি সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রদান করেছি। ফলস্বরূপ, ঋণ অ্যাকাউন্টটি, ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক-এর দ্বারা সম্পদ শ্রেণীকরণের উপর প্রদত্ত নির্দেশিকাগুলি অনুসারে হিসাব বইতে নন-পারফর্মিং অ্যাসেট (এনপিএ) হিসাবে শ্রেণীভুক্ত হয়েছে। নোটিশ বা বিজ্ঞপ্তিটি ফেরত এসেছে ''আনডেলিভার্ড'' হিসাবে এবং এই কারণে আমরা এখন এই বিজ্ঞপ্তিটি ইস্যু করছি আপনাকে সমস্ত 13(2) আইনের অধীনে এবং এতৎদ্বারা ঘোষণা করছি যে এই বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত অ্যামাউন্টটি প্রদান করার জন্য এল & টি ফাইনান্স লিমিটেড। (পূর্বে, এল & টি হোল্ডিংস ফাইন্যান্স লিমিটেড) 60 দিনের সময়সীমায় এই পেপার নটিফিকেশন-এর তারিখ থেকে একত্রে পরবর্তী সুদের হারের সঙ্গে এবং অন্যান্য চার্জসমূহ ডিমান্ড নোটিশের তারিখ পেমেন্ট বা আদায় পর্যন্ত। আপনার দ্বারা, এই বিজ্ঞপ্তির শর্তাবলীর অধীনে আপনার দায়গুলি পালন করার বিষয়ে আপনার ব্যর্থতার ক্ষেত্রে, আমরা আইনটির ধারা 13(4) অথবা ধারা 14-এর অধীনে আরোপিত অধিকারগুলির মধ্যে যেকোনটি অথবা সবগুলির ব্যবহার করতে বাধ্য হব। 'এটি, এই আইনটির এবং / অথবা সময়ে সময়ে বলবত থাকা অন্য যেকোন আইনের অধীনে আমাদের নিকট উপলব্ধ যেকোন অধিকারের ক্ষেত্রে কোন প্রকার সংস্কারবিহীন'।

| ঋণ অ্যাকাউন্ট নম্বর | ঋণ গ্রহীতা / গণ এবং সহ-ঋণ গ্রহীতা / গণ নাম | দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ / এনপিএ তারিখ / বকেয়া রাশি | | স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ (বন্ধকীকৃত) |
|---|---|---|---|---|
| | | এনপিএ তারিখ | বকেয়া রাশি (₹) | |
| H0054126062111 2004 H0054126062111 2004L | 1. অমিত কুমার কেজরিওয়াল 2. নেহা কেজরিওয়াল | দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ : 09/08/2025 এনপিএ তারিখ : 01/07/2025 | 06/08/2025 তারিখের হিসাবে টাঃ1,09,36,976.64/- (টাকা এক কোটি নয় লাখ ছত্রিশ হাজার নয়শো ছিয়াত্তর এবং চৌঁষট্টি পয়সা মাত্র) | **অনুসূচি - I** সম্পত্তির সমস্ত খণ্ড ও অংশের বিবরণ হলো – মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং 327/74, 328/75, 329/76, 330/77, 333/80, 334/81, 335/82, 336/83, 337/84 এবং 338/85, ব্লক এইচ, হাতিয়ারা রায়পাড়া (পূর্বা), কোলকাতা – 700 157, থানা – নিউটাউন (পূর্বতন রাজারহাট), রাজারহাট গোপালপুর মিউনিসিপ্যালিটি'র 18 নং ওয়ার্ডের এক্তিয়ারের মধ্যে, এল.আর. খতিয়ান নং 10731 এবং 12916, জে.এল. নং 14, সাব রেজিস্ট্রেশন ডিস্ট্রিক্ট বিধাননগর, জেলা উত্তর 24 পরগণা অধীনে আর.এস./এল.আর. দাগ নং 435,453 এবং 456 সম্বলিত, যার ওপর অবস্থিত খাড়াই করা সমষ্টিগতভাবে 9000 বর্গফুট শেড এবং কাঠামো সহ একত্রে প্রায় 1 বিঘা, 8 কাঠা, 1 ছটাক এবং 37.5 বর্গফুট পরিমাপের জমির প্লটের ওপর গঠন করা ও নির্মিত 'ক্লাবটাউন গেটওয়ে' নামে বিদিত কমপ্লেক্সের গ্রাউণ্ড ফ্লোরে আচ্ছাদিত জায়গায় একটা মাঝারি সাইজের কার পার্ক করার অধিকার সহ একত্রে ব্লক নং 1বি'তে, ফিফথ ফ্লোরে আনুমানিক প্রায় 2444 বর্গফুট (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া) পরিমাপের, ফ্ল্যাট নং এ। |

স্বাক্ষরিত
**অনুমোদিত আধিকারিক**
এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড-এর তরফে

**তারিখ:** 14.08.2025
**স্থান:** কলকাতা

GIC HOUSING FINANCE LTD.

## জিআইসি হাউজিং ফিন্যান্স লিঃ

রেজিঃ অফিস : রয়্যাল ইনসিওরেন্স বিল্ডিং, ৭ম তল, ১৪, জামসেদজী টাটা রোড, চার্চগেট, মুম্বই-৪০০০২০
শাখা অফিস (বারাসাত): ২য় ফ্লোর, কৈলাশ ভবন, ৭৪/৩৮, যশোর রোড, পিন- ৭০০১২৭।
শাখার ইমেল আইডি: **barasat@gichf.co.in**
টেলিফোন নং ৯৮৩৬১ ০৮৪১৭/ ৯১৬৩৯ ৬৩৮২৯, সুভাষ মান্না

### ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

যেহেতু নিম্ন স্বাক্ষরকারী, জিআইসি হাউজিং ফাইন্যান্স লিমিটেড (জিআইসিএইচএফএল)-এর অনুমোদিত আধিকারিক, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩ সহ সেকশন ১৩ (১২) দ্বারা প্রদত্ত ক্ষমতা বলে, নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতাদের কাছে তাঁদের বকেয়া টাকা পরিশোধ করার জন্য দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করেন। কিন্তু, ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা বকেয়া টাকা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, উপরোক্ত আইনের সেকশন১৩ (৪) এবং ১৪ সহ রুল ৮ দ্বারা প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নলিখিত সম্পত্তির বাস্তবিক দখল গ্রহণ করেছি।

| ক্র. নং | ঋণগ্রহীতা ও সহ-ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারের নাম/ লোন ফাইল নং | সম্পত্তির ঠিকানা/ সম্পত্তির এলাকা (সুপার বিল্ট আপ স্কোয়ার ফুটে) | দাবি বিজ্ঞপ্তি জারির তারিখ | বাস্তবিক দখলের তারিখ | ০৮.০৮.২০২৫ অনুযায়ী মোট বকেয়া (মূল, সুদ এবং অন্যান্য খরচ সহ) (টাকায়) | সংরক্ষিত মূল্য (টাকায়) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১. | **ঋতুরাজ পাণ্ডে ও মনোরমা পাণ্ডে WB0770600000174** | বিল্ডিং সহ জমি সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার ৩৮৭.৬৪ বর্গফুট কার্পেট এলাকা এবং কমবেশি ৭০৯.১০ বর্গফুট সুপার বিল্ট-আপ এলাকা, বিল্ডিং এর নাম শুভম প্লাজা, আর.এস. দাগ- ৩০৮১। বাড়ি নম্বর ফ্ল্যাট জি/বি, ফ্লোর নম্বর জিআর, প্লট নম্বর ও হোল্ডিং নম্বর ৮৮, রাস্তার নাম- বিবেকনগর, রাস্তার নম্বর জে.এল. ২, ওয়ার্ড নম্বর ১৭, ল্যান্ডমার্ক- বিবেকনগর মা শীতলা মন্দির, গ্রাম- খড়দহ, লোকেশন- টিটাগড়, মহকুমা- ব্যারাকপুর, থানা- খড়দহ, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭০০১১৯। | ১৮.১২.২০২০ | ১৬.০৭.২০২৫ | ২৮,০২,৯৬৫/- | ১৬,৩৭,৩৬৫/- |

**ই-অকশনের তারিখ এবং সময়: ১৯-০৯-২০২৫ ওয়েব-পোর্টাল (https://www.bankauctions.in) এ বিকাল ৩:০০ টা থেকে বিকাল ০৪:০০ টা পর্যন্ত। প্রতিটি ৫ মিনিটের সীমাহীন এক্সটেনশন সহ। ইএমডি এবং কেওয়াইসি সহ নির্ধারিত টেন্ডার ফর্মে টেন্ডার/সিল করা বিড জমা দেওয়ার শেষ তারিখ হয় অনলাইন মোডের মাধ্যমে বা উপরে উল্লিখিত জিআইসিএইচএফ অফিসে ১৭-০৯-২০২৫ তারিখে বিকেল ৫:০০ টার আগে।**

উপরে উল্লিখিত সম্পদ/সম্পত্তির ই-অকশন বিক্রয়ের জন্য এই পাবলিক নোটিশের পাশাপাশি (সারফায়েসি, আইন ২০০২ এবং এর অধীনে বিধিগুলির শর্তাবলীতে) জিআইসিএইচএফএল ''**যেখানে যেমন আছে**'' এবং ''**যেমন আছে তেমন আছে**'' ভিত্তিতে - উল্লিখিত সম্পত্তিগুলি কেনার জন্য অনলাইন মোডে অথবা সিল করা কভারে অফারগুলিকে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে।

**অকশনে বিক্রয়ের নিয়ম ও শর্তাবলী নিম্নরূপ:-**

১. ই-অকশন অনুষ্ঠিত হবে 'যেখানে যেমন আছে', 'যেমন আছে তেমন আছে', ' সেখানে যা কিছু আছে' রিকোর্স ব্যতীত এবং 'অনলাইনে' পরিচালিত হবে। ই-অকশন জিআইসিএইচএফ অনুমোদিত ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী ''মেসার্স. ৪ক্লোজার'' এর মাধ্যমে পরিচালিত হবে ।

**২. ইচ্ছুক দরদাতাদের পোর্টাল https://bankauctions.in -এ তাদের নাম নিবন্ধন করতে হবে/ এবং তাদের ব্যবহারকারী-আইডি এবং পাসওয়ার্ড বিনামূল্যে পাবে। সম্ভাব্য দরদাতা পরিষেবা প্রদানকারী মেসার্স মেসার্স.৪ ক্লোজার থেকে ই-অকশনের উপর অনলাইন প্রশিক্ষণ নিতে পারে ঠিকানা: # ৬০৫ এ, ৭ম তল মৈত্রীভনম, আমিরপেট, হায়দ্রাবাদ-৫০০০৩৮, তেলেঙ্গানা, অফিস ল্যান্ড লাইন নং- ০৪০-২৩৭৩৬৪০৫; ব্যাকএন্ড টিম: ৮১৪২০০০০৬৪ / ৬৬, শ্রী প্রকাশ prakash@bankauctions.in, যোগাযোগ নং : ৯৮৩৬১ ০৮৪১৭/৯১৬৩৯ ৬৩৮২৯**

৩. ই-অকশন বিক্রয় সারফেইসি একট/রুল ২০০২-এ নির্ধারিত শর্তাবলী এবং এখানে/ওয়েবসাইটের অধীনে উল্লিখিত শর্তাবলী সাপেক্ষে অফার/বিড নথির শর্তাবলী ইচ্ছুক/অংশগ্রহণকারী দরদাতাদের জমা দিতে হবে।

৪. অনলাইন ই-অকশনে অংশগ্রহণের জন্য প্রত্যেক দরদাতার নিজস্ব ইমেল ঠিকানা থাকতে হবে।

৫. ইচ্ছুক দরদাতা জিআইসিএইচএফ-এর অনুমোদিত অফিসারের কাছে একজন যোগ্য দরপত্রদাতা হিসাবে আনুষ্ঠানিকভাবে নিবন্ধন করলে, নথি জমা দিয়ে ই-অকশন বিডিং প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে অংশগ্রহণের জন্য তার আগ্রহ প্রকাশ করতে পারবে। ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর কাছ থেকে তার লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড সংগ্রহ করা দরপত্রদাতার/অনলাইন দরদাতার নিজস্ব দায়িত্ব।

৬. উপরোক্ত সম্পত্তিটি উপরে উল্লিখিত সংরক্ষিত মূল্যের নিচে বিক্রি করা হবে না।

**৭. ইচ্ছুক দরদাতাদের উপরোক্ত সংশ্লিষ্ট রিজার্ভ মূল্যের @ ১০% বায়না জমা (ইএমডি) দিতে হবে, ডিডি/আরটিজিএস/এনইএফটি এর মাধ্যমে জিআইসি হাউজিং ফাইন্যান্স লিমিটেডের পক্ষে। ব্যাঙ্কের বিশদ নিম্নরূপ: ব্যাঙ্কের নাম: ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, অ্যাকাউন্ট নম্বর: 005111010000039 - অ্যাকাউন্ট নাম: জিআইসি হাউজিং ফিনান্স লিঃ ই অকশন কালেকশন, শাখার নাম: এলসিবি, ফোর্ট ঠিকানা: ইউবিআই, ২৩৯ ব্যাকবে রিক্লামাটিও নরিমান পয়েন্ট মুম্বাই মহারাষ্ট্র পিনকোড ৪০০০২১। আইএফএসসি কোড - UBIN0800511**

৮. উল্লিখিত ডিপোজিট/গুলি সফল দরদাতাদের ক্ষেত্রে সমন্বয় করা হবে, অন্যথায় ফেরত দেওয়া হবে। উল্লিখিত বায়না অর্থ জমা/গুলি কোনো সুদ বহন করবে না।

৯. উপরোক্ত আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট (ইএমডি) সহ অফার/গুলি পোর্টাল https://bankauctions.in/ এর মাধ্যমে ''অনলাইনে'' জমা দেওয়া যেতে পারে এবং ইএমডি এবং প্যান কার্ড এবং ঠিকানার প্রমাণ সহ কেওয়াইসি নথির স্ক্যান কপি, পরিষেবা প্রদানকারীর কাছে বা বিড ফর্ম, ইএমডি এবং কেওয়াইসি নথি সমন্বিত সিল করা কভার জমা দেওয়ার মাধ্যমে এবং ইএমডি জমা দেওয়ার নির্দিষ্ট তারিখে বা তার আগে উপরে উল্লিখিত জিআইসি হাউজিং ফাইন্যান্স লিমিটেডের সংশ্লিষ্ট শাখা অফিসগুলিতে পৌঁছাতে হবে।

১০. দরপত্র খোলার পর, যে সকল ইচ্ছুক দরদাতারা তাদের দরপত্র সংরক্ষিত মূল্যের চেয়ে কম দাখিল করেননি তাদের একমাত্র বিবেচনার ভিত্তিতে সুযোগ দেওয়া হবে বিডিংয়ের পরিমাণ বাড়ানোর জন্য অনুমোদিত অফিসারের একমাত্র বিবেচনার ভিত্তিতে।

১১. সফল দরদাতা/গণকে বিক্রয় মূল্যের পরিমাণের ২৫% জমা করতে হবে, ইতিমধ্যেই প্রদত্ত ইএমডি সামঞ্জস্য করে, বিক্রয়ের বিষয়ে অনুমোদিত কর্মকর্তার প্রস্তাব গ্রহণের সাথে সাথে, এতে ব্যর্থ হলে জমাকৃত অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হবে। বিক্রয় মূল্যের অবশিষ্ট ৭৫% শুধুমাত্র অনুমোদিত অফিসারের বিবেচনার ভিত্তিতে বিক্রয় নিশ্চিতকরণের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে পরিশোধযোগ্য। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাকি টাকা জমা দিতে ব্যর্থ হলে, জমাকৃত পরিমাণ বাজেয়াপ্ত করা হবে। অনুমোদিত অফিসারকে সফল দরদাতাকে বাজেয়াপ্ত করার আর কোন নোটিশ দিতে হবে না।

১২. দরদাতারা ''ক্যাভিট এম্পটর'' (ক্রেতা সাবধান) নীতির দ্বারা আবদ্ধ এবং কোন দায়, সংবিধিবদ্ধ দায়, বকেয়া অর্থাৎ সম্পত্তি কর, আয়কর, আবগারি শুল্ক, শ্রম বকেয়া, বিদ্যুৎ এবং রক্ষণাবেক্ষণের বকেয়া ইত্যাদি, ফার্ম বা সুরক্ষিত সম্পদের খুঁজে পেতে তাদের নিজস্ব যথাযথ পরিশ্রম করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। সফল দরদাতাকে সমস্ত বহির্গামী যেমন, পৌর কর, রক্ষণাবেক্ষণ/সোসাইটি চার্জ, বিদ্যুৎ চার্জ, জলের শুল্ক, স্ট্যাম্প ডিউটি, রেজিস্ট্রেশন চার্জ, (যদি প্রযোজ্য), যদি থাকে এবং অন্যান্য সমস্ত আনুষঙ্গিক চার্জ, সমস্ত বহির্গামী খরচ সহ বহন করতে হবে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির বিক্রয় মূল্য ব্যতীত।

১৩. সফল দরদাতাকে সুরক্ষিত সম্পদ তার নামে স্থানান্তরিত করতে বিক্রয় শংসাপত্রের উপর প্রদেয় চার্জ/ফি বহন করতে হবে, যেমন রেজিস্ট্রেশন ফি, স্ট্যাম্প ডিউটি, ট্যাক্স, বা অন্য কোন প্রদেয় শুল্ক ।

১৪. বিক্রয় শংসাপত্রটি সফল দরদাতার নামে এবং শুধুমাত্র সম্পূর্ণ/বিক্রয় মূল্য প্রাপ্তির পরেই জারি করা হবে।

১৫. এতদ্বারা ঋণগ্রহীতাগণ, জামিনদারগণ এবং বন্ধক্‌দাতাগণ কে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে তারা ই-অকশন বিক্রয়ের শর্তাবলী অনুযায়ী উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি ক্রয়ের জন্য ইচ্ছুক ক্রেতা/পারচেসার কে আনতে পারেন।

১৬. অনুরোধের ভিত্তিতে এবং অনুমোদিত অফিসারের সুবিধা অনুযায়ী উল্লিখিত সম্পত্তির পরিদর্শন করা যেতে পারে।

১৭. অনুমোদিত অফিসার সর্বোচ্চ অফার বা যে কোন বা সকল অফার গ্রহণ করতে বাধ্য নন এবং কোন কারণ না দেখিয়ে যেকোন বা সমস্ত দরপত্র গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার অধিকার সংরক্ষণ করেন।

১৮. উপরে উল্লিখিত সম্পত্তিগুলির উপর মুলতুবি থাকা কোনও দায়ভারগুলির জন্য জিআইসিএইচএফএল দায়ী নয়। ''**যেখানে যেমন আছে**'', ''**যেমন আছে তেমন আছে**'', '' **সেখানে যা কিছু আছে**'' **এবং রিকোর্স ব্যতীত ভিত্তিতে** সম্পত্তি অকশন করা হবে ।

১৯. যদি ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদার বিক্রয় নিশ্চিত করার আগে জিআইসিএইচএফএল এর কাছে যান, চুক্তিভিত্তিক বকেয়া + খরচ + বিক্রয় ঘোষণার তারিখ থেকে ১৫% হারে সুদ + ক্রয় অর্থের ৫% (বিক্রয় পরবর্তী অর্থ সফল দরদাতাকে প্রদান করতে হবে) প্রদান করেন এবং বিক্রয় বাতিলের জন্য অনুরোধ করেন, তাহলে জিআইসিএইচএফএল পরিমাণ গ্রহণ করবে এবং বন্ধককারীর কাছে দখল হস্তান্তর করবে।

২০. সর্বোচ্চ দরদাতাকে বিক্রয় বিজ্ঞপ্তির শর্ত অনুসারে বিড পরিমাণের ২৫% (জমাকৃত বায়না জমা সহ সহ) অবিলম্বে পরিশোধ করতে হবে এবং বাকি ৭৫% দরমুল্য ১৫ দিন বা পক্ষগুলির (এও এবং সফল দরদাতা) মধ্যে সম্মতিক্রমে বর্ধিত সময়ের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। তবে, অনুমোদিত অফিসকে বিক্রয় তারিখ থেকে ৩০ দিন মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে বিক্রয় শংসাপত্র নিশ্চিত করতে হবে এবং কোনও ক্ষেত্রেই বিক্রয় তারিখ থেকে ৩০ দিন মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে বিক্রয় নিশ্চিত করা হবে না। সম্পূর্ণ অর্থ প্রদানের পরেই বিক্রয় নিশ্চিত করা হবে এবং বিক্রয় শংসাপত্র জারি করা হবে।

**২১. সর্বনিম্ন দর বৃদ্ধির মূল্য ১০,০০০/- টাকা।**

**সরফেইসি অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে সংবিধিবদ্ধ ৩০ দিনের বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি**

**বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলী এবং সম্পত্তির সম্পূর্ণ বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে অনুমোদিত ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী মেসার্স ৪ ক্লোজার এর ওয়েবসাইট এবং https://bankauctions.in ওয়েবসাইটটি দেখুন।**

**তারিখ : ১৪.০৮.২০২৫**
**স্থান: কলকাতা**

**জিআইসি হাউজিং ফিন্যান্স লিঃ এর পক্ষে**
**স্বা/-**
**অনুমোদিত অফিসার**

GIC HOUSING FINANCE LTD.

## জিআইসি হাউজিং ফিন্যান্স লিঃ

রেজিঃ অফিস : রয়্যাল ইনসিওরেন্স বিল্ডিং, ৭ম তল, ১৪, জামসেদজী টাটা রোড, চার্চগেট, মুম্বই-৪০০০২০
শাখা অফিস (দুর্গাপুর): এমএনএভি-২০, উত্তর এভিনিউ, বেঙ্গল অম্বুজা হাউজিং কমপ্লেক্স, সিটি সেন্টার, দুর্গাপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭১৩২১৬। শাখার মেইল আইডি : **durgapur@gichfindia.com**
শাখা অফিস (কলকাতা শাখা) : ৫, নেতাজি সুভাষ রোড, ফায়ারলে প্লেস, বি.বি.ডি বাগ, রয়্যাল ইনস্যুরেন্স বিল্ডিং, পিন- ৭০০০০১। শাখার মেইল আইডি : **kolkata@gichfindia.com**
টেলিফোন নং ৯৯৬২২৭৪৩১৬/৭০০৩০৯১৪৮৮ (ক্রম নং ১ এবং ২), অনুমোদিত অফিসার : সুভাষ মান্না
টেলিফোন নং ৯০০৭৯৫০৯১৮/৯৮৮৩০১৪০৮৩/৯৬৯৪০১৯৫০০ (ক্রম নং ৩ এবং ১০)

### ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

যেহেতু নিম্ন স্বাক্ষরকারী, জিআইসি হাউজিং ফাইন্যান্স লিমিটেড (জিআইসিএইচএফএল)-এর অনুমোদিত আধিকারিক, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩ সহ সেকশন ১৩ (১২) দ্বারা প্রদত্ত ক্ষমতা বলে, নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতাদের কাছে তাঁদের বকেয়া টাকা পরিশোধ করার জন্য দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করেন। কিন্তু, ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা বকেয়া টাকা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, উপরোক্ত আইনের সেকশন ১৩(৪) এবং ১৪ সহ রুল ৮ দ্বারা প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নলিখিত সম্পত্তির বাস্তবিক দখল গ্রহণ করেছি।

| ক্র. নং | ঋণগ্রহীতা ও সহ-ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারের নাম/ লোন ফাইল নং | সম্পত্তির ঠিকানা/ সম্পত্তির এলাকা (সুপার বিল্ট আপ স্কোয়ার ফুটে) | দাবি বিজ্ঞপ্তি জারির তারিখ | বাস্তবিক দখলের তারিখ | মোট বকেয়া (মূল, সুদ এবং অন্যান্য খরচ সহ) (টাকায়) | সংরক্ষিত মূল্য (টাকায়) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১. | **শ্রীকান্ত ঘোষ WB0460610001848 (দুর্গাপুর শাখা অফিস)** | গাট নং- জে.এল নং- ০১, খতিয়ান নং- ৪৭৭, ফ্লোর নং- জি প্লাস এফ, প্লট নং- আর.এস. প্লট নং- ১২৪৮, ১২৪, সেক্টর ওয়ার্ড নং- ১৬, ল্যান্ডমার্ক- মিঠান কল্যাণেশ্বরী মন্দির, গ্রাম- কল্যাণেশ্বরী বরাকর, লোকেশন- কুলটি, তালুকা- মৌজা দেবিপুর, রাজ্য- পশ্চিমবঙ্গ, পিন কোড- ৭১৩৩৪৩। জমির পরিমাপ ৫ ডেসিমেল ও ৩.০০ কাঠা (কমবেশি), জি.এফ. ৮৮৮ বর্গফুট ও এফ.এফ. ৯০৯ বর্গফুট। | ০৭.০৩.২০২১ | ২০.০৯.২০২২ | ০৮.০৮.২০২৫ অনুযায়ী ৪৩,২৪,৪৫১/- | ২৩,৩৮,২৪৮/- |
| ২. | **বরুণ কুমার মণ্ডল ও রূপালী মণ্ডল, WB0460610001989 (দুর্গাপুর শাখা অফিস)** | জে.এল. নং- ৩৮, এল.আর. খতিয়ান নং- ২৭৮৩, বিল্ডিংয়ের নাম- মহানিধি অ্যাপার্টমেন্ট, বাড়ি নং- বি, ফ্লোর নং- প্রথম, প্লট নং- আর.এস.- ১৯৪, এল.আর.- ৪৩৩, ল্যান্ডমার্ক- ডাবর মোড়, গ্রাম- রূপনারায়ণপুর, লোকেশন- রূপনারায়ণপুর বাজার, তালুকা- মৌজা রঙ্গামেটিয়া, রাজ্য- পশ্চিমবঙ্গ, পিন কোড- ৭১৩৩৬৪। সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৮২০ বর্গফুট। | ০৫.০৩.২০২১ | ২৭.০৭.২০২৩ | ০৮.০৮.২০২৫ অনুযায়ী ২৫,৯৩,৪৪৯/- | ১৬,০৩,১০০/- |
| ৩. | **দেবজ্যোতি সরকার, WB0070610003089 এবং WB0070610002363 (কলকাতা শাখা অফিস)** | দাগ- ৯১৮০, খতিয়ান ১৮০৯, জে.এল. ২, বিল্ডিংয়ের নাম- পুষ্পা ভিলা প্রেমিসেস ৬৮, বাড়ি নং- ৩সি, ফ্লোর নং- তৃতীয়, প্লট নং- পশ্চিম দিক, রাস্তার নাম- বেচারাম চ্যাটার্জী রোড, সেক্টর ওয়ার্ড নং- ১২৯, ল্যান্ডমার্ক- রাইফেল গ্রাউন্ড ৮ নং আর, প্রেমিসেস ৫২৮/১০ এর কাছে, লোকেশন- বেহালা, তালুকা- কলকাতা, রাজ্য- পশ্চিমবঙ্গ, পিন কোড- ৭০০০৩৪, থানা- পর্ণশ্রী, এসবিইউ - ৭১৮ বর্গফুট। | **স্বীকৃতিপত্র তারিখ-** ০৯.১২.২০২১ | ২১.০৩.২০২৩ | ৩১.০৭.২০২৫ অনুযায়ী ৫৬,০৩,৮৩৭/- | ১৮,০০,৩৮৫/- |
| ৪. | **সুতপা ভট্টাচার্য ও নাসির মহম্মদ, WB0070610001425 (কলকাতা শাখা অফিস)** | বাড়ি নং- ২, ফ্লোর নং- দ্বিতীয়, প্লট নং- ১৭আর, রাস্তার নাম- ডোভার ট্যারেস, সেক্টর ওয়ার্ড নং- ৮৫, ল্যান্ডমার্ক- গড়িয়াহাট থানার কাছে, লোকেশন- গড়িয়াহাট মার্কেট, তালুকা- কলকাতা, রাজ্য- পশ্চিমবঙ্গ, পিন কোড- ৭০০০১৯, থানা- গড়িয়াহাট, এসবিইউ (সুপার বিল্ট আপ)- ৮০০ বর্গফুট। | ২৪.০১.২০১৬ | ২৭.১০.২০২৩ | ৩১.০৭.২০২৫ অনুযায়ী ৮৯,৫২,১০২/- | ৩২,৯৮,০০০/- |
| ৫. | **রুমা দত্ত শ্রফ ও অপর্ণা দত্ত, WB0070610001560 (কলকাতা শাখা অফিস)** | বিল্ডিংয়ের নাম- শান্তি রেসিডেন্সি, বাড়ি নং- ফ্ল্যাট- ১০১ডি, ফ্লোর নং- ১ম, রাস্তার নাম- মনমোহন ব্যানার্জি রোড, রাস্তার নং- ৫৪, সেক্টর ওয়ার্ড নং- ওয়ার্ড-১১৮, ল্যান্ডমার্ক- বালক সংঘের কাছে, গ্রাম- বেহালা, লোকেশন- সাহাপুর, রাজ্য- পশ্চিমবঙ্গ, পিন কোড- ৭০০০৩৮, থানা- বেহালা, এসবিইউ - ৯৪৮ বর্গফুট। | **স্বীকৃতিপত্র তারিখ-** ১২.০৭.২০১৪ | ১৩.০৩.২০২৩ | ৩১.০৭.২০২৫ অনুযায়ী ১,২৩,০৯,৭০৮/- | ২২,৯৬,৫৩০/- |
| ৬. | **কুনাল ভট্টাচার্য, WB0070610002383 (কলকাতা শাখা অফিস)** | ইপি নং ৪৯, এসপি নং ২৩০, বাড়ি নং- ৩৮/৩৭ ফ্ল্যাট নং ৯, ফ্লোর নং- তৃতীয় ফ্রন্ট, জে.এল. নং ৩৯, সি.এস. প্লট ২৪, রাস্তার নাম- মিনাপাড়া রোড, বিজয়গড়, ওয়ার্ড নং- ৯৮, ল্যান্ডমার্ক- গান্ধী কলোনি হাই স্কুলের কাছে, গ্রাম- আরাকপুর, লোকেশন- রিজেন্ট এস্টেট, তালুকা- আরাকপুর, রাজ্য- পশ্চিমবঙ্গ, পিন কোড- ৭০০৯২, থানা- নেতাজী নগর, এসবিইউ -৭০০ বর্গফুট। | ২১.০২.২০২২ | ২১.০৩.২০২৩ | ৩১.০৭.২০২৫ অনুযায়ী ৩৮,৯১,৬১১/- | ১৮,৪৪,৫০০/- |
| ৭. | **জিতেন সরকার ও বিন্দু সরকার, WB0070110001858 (কলকাতা শাখা অফিস)** | আর.এস. দাগ ৪৩৪০, জে.এল. ১৪, বাড়ি নং- বিএল এইচআই/০৯-১০, প্লট নং- হোল্ডিং নং এএস/৪১৫, রাস্তার নাম- সারদাপল্লী, সেক্টর ওয়ার্ড নং- ওয়ার্ড ২০, ল্যান্ডমার্ক- সারদাপল্লী স্বাস্থ্য কেন্দ্রের কাছে, গ্রাম- হাতিয়ারা, লোকেশন- হাতিয়ারা, তালুকা- বাগুইআটি, রাজ্য- পশ্চিমবঙ্গ, পিন কোড- ৭০০১৫৭, থানা- নিউ টাউন, জমির পরিমাপ- ২ কাঠা। | ১৪.০৯.২০১৯ | ১৬.০২.২০২৪ | ৩১.০৭.২০২৫ অনুযায়ী ৪১,৯৪,২৮৪/- | ২২,২০,৩০০/- |
| ৮. | **বাপি প্রধান ও প্রিয়াঙ্কা প্রধান, WB0070610002631 (কলকাতা শাখা অফিস)** | দাগ- ১৯১৫, খতিয়ান ১১৮৯, বিল্ডিংয়ের নাম- দক্ষিণেশ্বরী অ্যাপার্টমেন্ট, বাড়ি নং- ফ্ল্যাট-এফ-২, হোল্ডিং ১১৪১/২, ফ্লোর নং- ৩য় তলা, প্লট নং- প্রেমি. নং ২৯, রাস্তার নাম- শ্রী গোপাল মল্লিক রোড, রাস্তার নং- ২৯, সেক্টর ওয়ার্ড নং- ৯, ল্যান্ডমার্ক- মিলানি খেলার মাঠ, লোকেশন- আড়িয়াদহ, তালুকা- আড়িয়াদহ, রাজ্য- পশ্চিমবঙ্গ, পিন কোড- ৭০০৫০৭, থানা- বেলঘরিয়া, এসবিইউ - ৮১১ বর্গফুট। | ০২.০৬.২০১৮ | ৩০.১০.২০২৩ | ৩১.০৭.২০২৫ অনুযায়ী ২৯,০৩,৯২০/- | ১০,৮৫,৭২৭/- |
| ৯. | **সুদীপ পুততুন্ড ও তৃষা মুখার্জী, WB0070610002901 (কলকাতা শাখা অফিস)** | এল.আর. খতিয়ান-২১৫৩, ৩৫০, ৩৩৬, বিল্ডিংয়ের নাম- লারিকা টাউনশিপ, বাড়ি নং- ৯/১০১, ফ্লোর নং- গ্রাউন্ড ফ, প্লট নং- ১২৪৭, ১১০১, ১৫২৯, ১৫১৪, রাস্তার নাম- বারাসাত ব্যারাকপুর রোড, ওয়ার্ড নং- ৫, ল্যান্ডমার্ক- লারিকা টাউনশিপ নিজেই একটি ল্যান্ডমার্ক, গ্রাম- বালুরিয়া, লোকেশন- নবপল্লী, তালুকা- বারাসাত, রাজ্য- পশ্চিমবঙ্গ, পিন কোড- ৭০০১২৬, থানা- বারাসাত, এসবিইউ - ৬৪৬ বর্গফুট। | ১১.০৫.২০২২ | ০৭.১১.২০২৩ | ৩১.০৭.২০২৫ অনুযায়ী ১৮,৯২,৭৯১/- | ১১,৬১,৩৪৭/- |
| ১০. | **দেবাশীষ মণ্ডল ও ইপ্সিতা চৌধুরী, WB0070110001899 (কলকাতা শাখা অফিস)** | দাগ- ৯, আর.এস. খতিয়ান ৩৮৩, জে.এল. ৩৪, বিল্ডিংয়ের নাম- রিতা অ্যাপার্টমেন্ট, বাড়ি নং- ফ্ল্যাট-বি৩/৮, ফ্লোর নং- ৩য়, হোল্ডিং নং- ৪১৩/সি/২২, রাস্তার নাম- কলেজ পাড়া, সেক্টর ওয়ার্ড নং- ০৭(এন) ১১(ও), ল্যান্ডমার্ক- এ.পি.সি কলেজের কাছে, গ্রাম- সোদপুর রোড, লোকেশন- নিউ ব্যারাকপুর, তালুকা- মৌজা মাসুন্ডা, রাজ্য- পশ্চিমবঙ্গ, পিন কোড- ৭০০১৩১, থানা- খড়দহ, এসবিইউ - ৮০০ বর্গফুট। | ১৫.০৯.২০১৭ | ১১.০৪.২০১৯ | ৩১.০৭.২০২৫ অনুযায়ী ৪৯,২৯,৩৬১/- | ১২,২৪,০০০/- |
| ১১. | **মহঃ রায়হানউদ্দিন মোল্লা ও তুহিনা পারভিন মণ্ডল, WB0070610003045 (কলকাতা শাখা অফিস)** | আর.এস. দাগ-১৯৬, বিল্ডিংয়ের নাম- হালদার অ্যাপার্টমেন্ট, বাড়ি নং- এফ-১১, এল.আর. দাগ ২৮৭, ফ্লোর নং- ৪র্থ, প্লট নং- এল.আর. খতিয়ান- ৮৬৩২, ৮৬৩৩, রাস্তার নাম- মল্লিকপাড়া হায়দার মোড়, ওয়ার্ড নং- ১৯, ল্যান্ডমার্ক- চণ্ডীতলা হাসপাতাল, লোকেশন- মৃগালা, তালুকা- ডানকুনি, রাজ্য- পশ্চিমবঙ্গ, পিন কোড- ৭১২৩১১, থানা- ডানকুনি, এসবিইউ -৮৩১.৬ বর্গফুট। | ০৬.০৯.২০২২ | ২২.০৩.২০২৩ | ৩১.০৭.২০২৫ অনুযায়ী ২৫,৬৫,৭১১/- | ১৩,৯৯,৫৮৩/- |

**ই-অকশনের তারিখ এবং সময়: ০৩.০৯.২০২৫ ওয়েব-পোর্টাল (https://www.bankauctions.in) এ বিকাল ৩:০০ টা থেকে বিকাল ০৪:০০ টা পর্যন্ত। প্রতিটি ৫ মিনিটের সীমাহীন এক্সটেনশন সহ। ইএমডি এবং কেওয়াইসি সহ নির্ধারিত টেন্ডার ফর্মে টেন্ডার/সিল করা বিড জমা দেওয়ার শেষ তারিখ হয় অনলাইন মোডের মাধ্যমে বা উপরে উল্লিখিত জিআইসিএইচএফ অফিসে ০১.০৯.২০২৫ তারিখে বিকেল ৫:০০ টার আগে।**

উপরে উল্লিখিত সম্পদ/সম্পত্তির ই-অকশন বিক্রয়ের জন্য এই পাবলিক নোটিশের পাশাপাশি (সারফায়েসি, আইন ২০০২ এবং এর অধীনে বিধিগুলির শর্তাবলীতে) জিআইসিএইচএফএল ''**যেখানে যেমন আছে**'' এবং ''**যেমন আছে তেমন আছে**'' ভিত্তিতে - উল্লিখিত সম্পত্তিগুলি কেনার জন্য অনলাইন মোডে অথবা সিল করা কভারে অফারগুলিকে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে।

**অকশনে বিক্রয়ের নিয়ম ও শর্তাবলী নিম্নরূপ:-**

১. ই-অকশন অনুষ্ঠিত হবে 'যেখানে যেমন আছে', 'যেমন আছে তেমন আছে', 'সেখানে যা কিছু আছে' রিকোর্স ব্যতীত এবং 'অনলাইনে' পরিচালিত হবে। ই-অকশন জিআইসিএইচএফ অনুমোদিত ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী ''মেসার্স. ৪ ক্লোজার'' এর মাধ্যমে পরিচালিত হবে।

**২. ইচ্ছুক দরদাতাদের পোর্টাল https://bankauctions.in -এ তাদের নাম নিবন্ধন করতে হবে/ এবং তাদের ব্যবহারকারী-আইডি এবং পাসওয়ার্ড বিনামূল্যে পাবে। সম্ভাব্য দরদাতা পরিষেবা প্রদানকারী মেসার্স মেসার্স.৪ ক্লোজার থেকে ই-অকশনের উপর অনলাইন প্রশিক্ষণ নিতে পারে ঠিকানা: # ৬০৫ এ, ৭ম তল মৈত্রীভনম, আমিরপেট, হায়দ্রাবাদ-৫০০০৩৮, তেলেঙ্গানা, অফিস ল্যান্ড লাইন নং- ০৪০-২৩৭৩৬৪০৫; ব্যাকএন্ড টিম: ৮১৪২০০০০৬৪ / ৬৬, শ্রী প্রকাশ prakash@bankauctions.in, যোগাযোগের বিশদ : ৯৯৬২২৭৪৩১৬/৭০০৩০৯১৪৮৮ (ক্রম নং ১ এবং ২), ৯০০৭৯৫০৯১৮/৯৮৮৩০১৪০৮৩/৯৬৯৪০১৯৫০০ (ক্রম নং ৩ এবং ১০)**

৩. ই-অকশন বিক্রয় সারফেইসি একট/রুল ২০০২-এ নির্ধারিত শর্তাবলী এবং এখানে/ওয়েবসাইটের অধীনে উল্লিখিত শর্তাবলী সাপেক্ষে অফার/বিড নথির শর্তাবলী ইচ্ছুক/অংশগ্রহণকারী দরদাতাদের জমা দিতে হবে।

৪. অনলাইন ই-অকশনে অংশগ্রহণের জন্য প্রত্যেক দরদাতার নিজস্ব ইমেল ঠিকানা থাকতে হবে।

৫. ইচ্ছুক দরদাতা জিআইসিএইচএফ-এর অনুমোদিত অফিসারের কাছে একজন যোগ্য দরপত্রদাতা হিসাবে আনুষ্ঠানিকভাবে নিবন্ধন করলে, নথি জমা দিয়ে ই-অকশন বিডিং প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে অংশগ্রহণের জন্য তার আগ্রহ প্রকাশ করতে পারবে। ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর কাছ থেকে তার লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড সংগ্রহ করা দরপত্রদাতার/অনলাইন দরদাতার নিজস্ব দায়িত্ব।

৬. উপরোক্ত সম্পত্তিটি উপরে উল্লিখিত সংরক্ষিত মূল্যের নিচে বিক্রি করা হবে না।

**৭. ইচ্ছুক দরদাতাদের উপরোক্ত সংশ্লিষ্ট রিজার্ভ মূল্যের @ ১০% বায়না জমা (ইএমডি) দিতে হবে, ডিডি/আরটিজিএস/এনইএফটি এর মাধ্যমে জিআইসি হাউজিং ফাইন্যান্স লিমিটেডের পক্ষে। ব্যাঙ্কের বিশদ নিম্নরূপ: ব্যাঙ্কের নাম: ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, অ্যাকাউন্ট নম্বর: 005111010000039 - অ্যাকাউন্ট নাম: জিআইসি হাউজিং ফিনান্স লিঃ ই অকশন কালেকশন, শাখার নাম: এলসিবি, ফোর্ট ঠিকানা: ইউবিআই, ২৩৯ ব্যাকবে রিক্লামাটিও নরিমান পয়েন্ট মুম্বাই মহারাষ্ট্র পিনকোড ৪০০০২১। আইএফএসসি কোড - UBIN0800511**

৮. উল্লিখিত ডিপোজিট/গুলি সফল দরদাতাদের ক্ষেত্রে সমন্বয় করা হবে, অন্যথায় ফেরত দেওয়া হবে। উল্লিখিত বায়না অর্থ জমা/গুলি কোনো সুদ বহন করবে না।

৯. উপরোক্ত আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট (ইএমডি) সহ অফার/গুলি পোর্টাল https://bankauctions.in/ এর মাধ্যমে ''অনলাইনে'' জমা দেওয়া যেতে পারে এবং ইএমডি এবং প্যান কার্ড এবং ঠিকানার প্রমাণ সহ কেওয়াইসি নথির স্ক্যান কপি, পরিষেবা প্রদানকারীর কাছে বা বিড ফর্ম, ইএমডি এবং কেওয়াইসি নথি সমন্বিত সিল করা কভার জমা দেওয়ার মাধ্যমে এবং ইএমডি জমা দেওয়ার নির্দিষ্ট তারিখে বা তার আগে উপরে উল্লিখিত জিআইসি হাউজিং ফাইন্যান্স লিমিটেডের সংশ্লিষ্ট শাখা অফিসগুলিতে পৌঁছাতে হবে।

১০. দরপত্র খোলার পর, যে সকল ইচ্ছুক দরদাতারা তাদের দরপত্র সংরক্ষিত মূল্যের চেয়ে কম দাখিল করেননি তাদের একমাত্র বিবেচনার ভিত্তিতে সুযোগ দেওয়া হবে বিডিংয়ের পরিমাণ বাড়ানোর জন্য অনুমোদিত অফিসারের একমাত্র বিবেচনার ভিত্তিতে।

১১. সফল দরদাতা/গণকে বিক্রয় মূল্যের পরিমাণের ২৫% জমা করতে হবে, ইতিমধ্যেই প্রদত্ত ইএমডি সামঞ্জস্য করে, বিক্রয়ের বিষয়ে অনুমোদিত কর্মকর্তার প্রস্তাব গ্রহণের সাথে সাথে, এতে ব্যর্থ হলে জমাকৃত অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হবে। বিক্রয় মূল্যের অবশিষ্ট ৭৫% শুধুমাত্র অনুমোদিত অফিসারের বিবেচনার ভিত্তিতে বিক্রয় নিশ্চিতকরণের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে পরিশোধযোগ্য। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাকি টাকা জমা দিতে ব্যর্থ হলে, জমাকৃত পরিমাণ বাজেয়াপ্ত করা হবে। অনুমোদিত অফিসারকে সফল দরদাতাকে বাজেয়াপ্ত করার আর কোন নোটিশ দিতে হবে না।

১২. দরদাতারা ''ক্যাভিট এম্পটর'' (ক্রেতা সাবধান) নীতির দ্বারা আবদ্ধ এবং কোন দায়, সংবিধিবদ্ধ দায়, বকেয়া অর্থাৎ সম্পত্তি কর, আয়কর, আবগারি শুল্ক, শ্রম বকেয়া, বিদ্যুৎ এবং রক্ষণাবেক্ষণের বকেয়া ইত্যাদি, ফার্ম বা সুরক্ষিত সম্পদের খুঁজে পেতে তাদের নিজস্ব যথাযথ পরিশ্রম করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। সফল দরদাতাকে সমস্ত বহির্গামী যেমন, পৌর কর, রক্ষণাবেক্ষণ/সোসাইটি চার্জ, বিদ্যুৎ চার্জ, জলের শুল্ক, স্ট্যাম্প ডিউটি, রেজিস্ট্রেশন চার্জ, (যদি প্রযোজ্য), যদি থাকে এবং অন্যান্য সমস্ত আনুষঙ্গিক চার্জ, সমস্ত বহির্গামী খরচ সহ বহন করতে হবে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির বিক্রয় মূল্য ব্যতীত।

১৩. সফল দরদাতাকে সুরক্ষিত সম্পদ তার নামে স্থানান্তরিত করতে বিক্রয় শংসাপত্রের উপর প্রদেয় চার্জ/ফি বহন করতে হবে, যেমন রেজিস্ট্রেশন ফি, স্ট্যাম্প ডিউটি, ট্যাক্স, বা অন্য কোন প্রদেয় শুল্ক ।

১৪. বিক্রয় শংসাপত্রটি সফল দরদাতার নামে এবং শুধুমাত্র সম্পূর্ণ/বিক্রয় মূল্য প্রাপ্তির পরেই জারি করা হবে।

১৫. এতদ্বারা ঋণগ্রহীতাগণ, জামিনদারগণ এবং বন্ধক্‌দাতাগণ কে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে তারা ই-অকশন বিক্রয়ের শর্তাবলী অনুযায়ী উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি ক্রয়ের জন্য ইচ্ছুক ক্রেতা/পারচেসার কে আনতে পারেন।

১৬. অনুরোধের ভিত্তিতে এবং অনুমোদিত অফিসারের সুবিধা অনুযায়ী উল্লিখিত সম্পত্তির পরিদর্শন করা যেতে পারে।

১৭. অনুমোদিত অফিসার সর্বোচ্চ অফার বা যে কোন বা সকল অফার গ্রহণ করতে বাধ্য নন এবং কোন কারণ না দেখিয়ে যেকোন বা সমস্ত দরপত্র গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার অধিকার সংরক্ষণ করেন।

১৮. উপরে উল্লিখিত সম্পত্তিগুলির উপর মুলতুবি থাকা কোনও দায়ভারগুলির জন্য জিআইসিএইচএফএল দায়ী নয়। ''**যেখানে যেমন আছে**'', ''**যেমন আছে তেমন আছে**'', '' **সেখানে যা কিছু আছে**'' **এবং রিকোর্স ব্যতীত ভিত্তিতে** সম্পত্তি অকশন করা হবে ।

১৯. যদি ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদার বিক্রয় নিশ্চিত করার আগে জিআইসিএইচএফএল এর কাছে যান, চুক্তিভিত্তিক বকেয়া + খরচ + বিক্রয় ঘোষণার তারিখ থেকে ১৫% হারে সুদ + ক্রয় অর্থের ৫% (বিক্রয় পরবর্তী অর্থ সফল দরদাতাকে প্রদান করতে হবে) প্রদান করেন এবং বিক্রয় বাতিলের জন্য অনুরোধ করেন, তাহলে জিআইসিএইচএফএল পরিমাণ গ্রহণ করবে এবং বন্ধককারীর কাছে দখল হস্তান্তর করবে।

২০. সর্বোচ্চ দরদাতাকে বিক্রয় বিজ্ঞপ্তির শর্ত অনুসারে বিড পরিমাণের ২৫% (জমাকৃত বায়না জমা সহ সহ) অবিলম্বে পরিশোধ করতে হবে এবং বাকি ৭৫% দরমুল্য ১৫ দিন বা পক্ষগুলির (এও এবং সফল দরদাতা) মধ্যে সম্মতিক্রমে বর্ধিত সময়ের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। তবে, অনুমোদিত অফিসকে বিক্রয় তারিখ থেকে ৩০ দিন মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে বিক্রয় শংসাপত্র নিশ্চিত করতে হবে এবং কোনও ক্ষেত্রেই বিক্রয় তারিখ থেকে ৩০ দিন মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে বিক্রয় নিশ্চিত করা হবে না। সম্পূর্ণ অর্থ প্রদানের পরেই বিক্রয় নিশ্চিত করা হবে এবং বিক্রয় শংসাপত্র জারি করা হবে।

**২১. সর্বনিম্ন দর বৃদ্ধির মূল্য ১০,০০০/- টাকা।**

**সরফেইসি অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে সংবিধিবদ্ধ ৩০ দিনের বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি**

**বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলী এবং সম্পত্তির সম্পূর্ণ বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে অনুমোদিত ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী মেসার্স ৪ ক্লোজার এর ওয়েবসাইট এবং https://bankauctions.in ওয়েবসাইটটি দেখুন।**

**তারিখ : ১৪.০৮.২০২৫**
**স্থান: কলকাতা**

**জিআইসি হাউজিং ফিন্যান্স লিঃ -এর পক্ষে**
**স্বা/-**
**অনুমোদিত অফিসার**


Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

# অর্ধেক আকাশে সোনালি আভা

## রুক যানা নেহি...

## চ্যাম্পিয়নের সংজ্ঞা নতুন করে লিখছেন বাংলার বক্সার রুখসানা



**বিট্টু দত্ত**

দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলতলি ব্লকের এক পিছিয়ে থাকা গ্রাম- মধুখালি। সেখানেই কাদা-মাখা মেঠোপথে স্কুলে যাওয়া এক কিশোরী, যে জুতো পরার বদলে খালি পায়েই দৌড়ত। কারণ জুতো ছিল একজোড়া, তা-ও স্কুলের অ্যাসেম্বলির জন্য। নাম রুখসানা পারভিন। সেই রুখসানাই এখন পশ্চিমবঙ্গের মহিলা বক্সিং দলের অন্যতম প্রধান মুখ।

কিন্তু এই সাফল্যের গল্পটা সরলরৈখিক নয়। রিংয়ের বাইরে রুখসানার আসল লড়াই শুরু হয় ঘর থেকেই। রুখসানার বাবা একজন মাছ ব্যবসায়ী, মা গৃহবধূ। সংসারে মোট পাঁচ জন সদস্য। বাবার আয় খুবই অনিয়মিত, তাই পড়াশোনার খরচ চালানোই ছিল এক বড় চ্যালেঞ্জ। এর মধ্যে একদিন স্কুলে একটি ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ১০০ মিটার দৌড়ে জিতে যায় রুখসানা। সেখানেই পাড়ার এক প্রাক্তন বক্সার মানস রায় তাকে বলেন, 'তোর ঘুষির জোর আছে। বক্সিং করবি?' বক্সিং! রুখসানা তখন অবাক। তার তো জানা ছিল এই খেলা ছেলেদের জন্য। বাড়িতে কথাটা বলতেই রীতিমতো ঝড় বয়ে যায়। মা বলে ওঠেন, 'মেয়ে হয়ে ঘুষি মারবি? লোকে কী বলবে?' তবে বাবার মুখে তখন চুপচাপ সম্মতির রেখা। তিনিই প্রথম বলেন, 'চেষ্টা করে দেখা যাক।'

এই সাফল্যের গল্পটা সরলরৈখিক নয়। রিংয়ের বাইরে রুখসানার আসল লড়াই শুরু হয় ঘর থেকেই। রুখসানার বাবা একজন মাছ ব্যবসায়ী, মা গৃহবধূ। সংসারে মোট পাঁচ জন সদস্য। বাবার আয় খুবই অনিয়মিত, তাই পড়াশোনার খরচ চালানোই ছিল এক বড় চ্যালেঞ্জ। এর মধ্যে একদিন স্কুলে একটি ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ১০০ মিটার দৌড়ে জিতে যায় রুখসানা। সেখানেই পাড়ার এক প্রাক্তন বক্সার মানস রায় তাকে বলেন, 'তোর ঘুষির জোর আছে। বক্সিং করবি?' বক্সিং! রুখসানা তখন অবাক। তার তো জানা ছিল এই খেলা ছেলেদের জন্য। বাড়িতে কথাটা বলতেই রীতিমতো ঝড় বয়ে যায়। মা বলে ওঠেন, 'মেয়ে হয়ে ঘুষি মারবি? লোকে কী বলবে?' তবে বাবার মুখে তখন চুপচাপ সম্মতির রেখা। তিনিই প্রথম বলেন, 'চেষ্টা করে দেখা যাক।'

ক্যানিং-এর স্থানীয় ক্লাবে মানস রায়ের অধীনে শুরু হয় রুখসানার অনুশীলন। একটা ছেঁড়া গ্লাভস, ছেঁড়া কনুই গার্ড আর জং ধরা রিং- এই ছিল শুরু। প্রথম তিন মাসে রক্ত পড়েছে মুখে, নাকে, ঠোঁটে। কিন্তু সে বলেনি, 'পারব না।' গোটা পাড়া তখন নানান মন্তব্যে মুখর,'বিয়ের বয়স হয়ে গেছে, মেয়েমানুষ আবার ঘুষি মারে?', 'কালো হয়ে গেছে মেয়েটা, কেউ বিয়ে করবে না।' এসব শুনে মা মাঝেমধ্যে কাঁদতেন। কিন্তু রুখসানার চোখে তখন একটাই স্বপ্ন, একদিন দেশের হয়ে খেলব। ১৭ বছর বয়সে প্রথম জেলা চ্যাম্পিয়ন। তার পর রাজ্য বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপে চমকে দেন সবাইকে। সেমিফাইনালে হারের মুখ থেকে ম্যাচ ঘুরিয়ে দিয়ে ছিনিয়ে নেন স্বর্ণপদক। ওই বছরই ডাক পড়ে স্টেট স্পোর্টস অ্যাকাডেমিতে।

তবে শহরে এসে আর এক নতুন লড়াই শুরু হয়। ভাষা, খরচ, মানসিক চাপ, একাকীত্ব। অনেকেই শহরের জীবনে হারিয়ে যায়, কিন্তু রুখসানা নিজেকে আরও শক্ত করল। প্রতিদিন সকাল ৫টায় ট্রেনিং, দুপুরে কলেজ, সন্ধেয় আবার অনুশীলন। খাবার কম খেয়ে, অনেক সময় শুধু চিঁড়ে-গুড় খেয়ে চালিয়েছে নিজেকে। কারণ তার জানা ছিল, যত ঘুষি খাবে, তত পেশি গড়বে। ২০২৪ সালে সে জাতীয় যুব বক্সিং প্রতিযোগিতায় ব্রোঞ্জ জেতে। সংবাদমাধ্যমে আসে তার নাম। কোচরা বলেন, 'ওর পাঞ্চে আছে রিদম, আছে মেজাজ।' সে এখন ভারতীয় ক্যাম্পে প্রশিক্ষণ নিচ্ছে অলিম্পিক্সের প্রস্তুতির জন্য। কিন্তু এত কিছুর মধ্যেও রুখসানার সবচেয়ে বড় স্বপ্ন অলিম্পিক মেডেল নয়। তার কথায়, 'আমি চাই, আমার মতো গ্রামের মেয়েরা বুঝুক, ঘুষি কেবল মারপিট নয়, এটা আত্মবিশ্বাসের ভাষা। মেয়েরাও পারবে।'

আজ রুখসানা বছরে ছ'বার নিজের গ্রামে ফেরে। কোনও মিডিয়ার ক্যামেরা থাকে না সঙ্গে, কিন্তু এক দল ছোট ছোট মেয়ে তাকে দেখে ছুটে আসে। কুঁড়েঘরের পাশে দাঁড়িয়ে সে শেখায়- গার্ড কীভাবে তুলতে হয়, ফাস্ট পাঞ্চ কখন দিতে হয়। সে নিজেই বানিয়ে নিয়েছে বাঁশের রিং, পাটকাঠি দিয়ে ব্যাগ বানিয়ে শেখায় বক্সিং।

কেউ বলে না 'কালো মেয়ে', কেউ বলে না 'বিয়ে কর', বরং সবাই বলে, 'দিদি, আমিও একদিন তোমার মতো হতে চাই।' রুখসানা পারভিনের গল্প আসলে এক প্রতিচ্ছবি। সেই শত শত গ্রাম্য মেয়েদের, যাঁরা স্রোতের উল্টো দিকে সাঁতরে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেন। খেলাধূলা তাঁদের কাছে কেবল প্রতিযোগিতা নয়, অস্তিত্বের লড়াই। বক্সিং রিংয়ের ভিতরে প্রতিপক্ষের ঘুষি সামলাতে হয় ঠিকই, কিন্তু রিংয়ের বাইরে রুখসানাদের লড়াই অনেক বেশি নির্মম, অনেক বেশি ব্যক্তিগত। রুখসানাতাই  আজ শুধু এক বক্সার নন, এক প্রতীক- সংগ্রামের, সাহসের ও স্বপ্নের।

## দু'দশক পরে এশিয়ান কাপে প্রমীলা ভারত

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** বর্তমানে ভারতীয় ফুটবলকে বাঁচিয়ে রাখছেন মহিলারাই, একথা বললে ভুল কিছু হবে না। ব্যর্থতার কানাগলিতে পথ হারিয়ে ভারতীয় পুরুষ দলের ফিফা র‍্যাংকিং যেখানে ১৩৯-এ নেমেছে, সেখানে উলটো দিকে, আরও একবার ইতিহাসে নাম লেখালেন ভারতের মেয়েরা। অনূর্ধ্ব-২০ এশিয়ান কাপে যোগ্যতা অর্জন করল ভারতের মহিলা ফুটবল দল। গত রবিবার ইয়াঙ্গুনের থুউন্না স্টেডিয়ামে আয়োজক দেশ মায়ানমারকে ১-০ গোলে হারাল ভারত। এই জয়ের ফলে গ্রুপের শীর্ষস্থানে শেষ করেছে ভারত। ২০২৬ সালে থাইল্যান্ডে অনুষ্ঠিত অনূর্ধ্ব-২০ মহিলা এশিয়ান কাপে খেলবে ব্লু-টাইগ্রেসরা। শেষবার ২০০৬ সালে ভারতের জুনিয়র মহিলা দল এশিয়ান কাপে খেলেছিল। গত মাসে ভারতের সিনিয়র মহিলা ফুটবল দলও এএফসি এশিয়ান কাপের মূল পর্বে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছিল। সঙ্গীতা-রিম্পাদের পথই অনুসরণ করলেন পূজা-নেহারা। ভারতের জুনিয়র মেয়েদের জন্য ২৫ হাজার ডলারের পুরস্কারও ঘোষণা করেছে এআইএফএফ।

SOMANY®
TILES | BATHWARE
ZAMEEN SE JUDEY

সোমানী সিরামিক্স লিমিটেড
(রেজি. অফিস: ২, রেড ক্রস প্লেস, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০০১, CIN: L40200WB1968PLC021114)
একক এবং সম্মিলিত অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবৃতি থেকে সংক্ষেপিত অংশ
ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০.০৬.২০২৫

(টাকা: লক্ষে)

| বিষয় | একক | | | | সম্মিলিত | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ত্রৈমাসিক সমাপ্ত | | | বছর সমাপ্ত | ত্রৈমাসিক সমাপ্ত | | | বছর সমাপ্ত |
| | ৩০.০৬.২০২৫ অনিরীক্ষিত | ৩১.০৩.২০২৫ নিরীক্ষিত | ৩০.০৬.২০২৪ অনিরীক্ষিত | ৩১.০৩.২০২৫ নিরীক্ষিত | ৩০.০৬.২০২৫ অনিরীক্ষিত | ৩১.০৩.২০২৫ নিরীক্ষিত | ৩০.০৬.২০২৪ নিরীক্ষিত | ৩১.০৩.২০২৫ নিরীক্ষিত |
| কার্যক্রম থেকে মোট আয় | ৫৮,১৮২ | ৭৪,২৬৮ | ৫৬,১৪৩ | ২৫৬,৯৪২ | ৬০,৮৮৮ | ৭৬,৮৯৯ | ৫৭,৮৫৮ | ২৬৫,৮৭৬ |
| মোট লাভ/(ক্ষতি) কর, ব্যতিক্রমী ও/অথবা অতিরিক্ত আইটেমের পূর্বে করের পূর্ববর্তী মোট লাভ (ক্ষতি)/(ব্যতিক্রমী ও/অথবা অতিরিক্ত আইটেমের পর) | ২,২৫৬ | ৩,৬৮৪ | ২,১৪০ | ১০,৩২৫ | ১,১৩৯ | ২,৪৯৬ | ১,৮৩৮ | ৮,৭২১ |
| কর পরবর্তী মোট লাভ/(ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী ও/অথবা অতিরিক্ত আইটেমের পর) | ২,২৫৬ | ৩,৬৮৪ | ২,১৪০ | ১১,২৬৭ | ১,১৩৯ | ২,৪৯৬ | ১,৮৩৮ | ৮,৫২১ |
| কর পরবর্তী মোট লাভ/(ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী ও/অথবা অতিরিক্ত আইটেমের পর) | ১,৬৭৬ | ২,৮৪৭ | ১,৫৮৫ | ৮,৫৬৮ | ৭৩৫ | ১,৮৭১ | ১,২২৬ | ৫,৭৯৮ |
| সম্পূর্ণ আয়ের সামগ্রিক ফলাফল [কর পরবর্তী লাভ/(ক্ষতি) ও অন্যান্য সামগ্রিক আয় কর পরবর্তী) অন্তর্ভুক্ত)] | ১,৬৭৬ | ২,৭৯৩ | ১,৫৮৫ | ৮,৪৯৬ | ৭৩৫ | ১,৮১৯ | ১,২২৬ | ৫,৭৩০ |
| ইক্যুইটি শেয়ার ক্যাপিটাল | ৮২০ | ৮২০ | ৮২০ | ৮২০ | ৮২০ | ৮২০ | ৮২০ | ৮২০ |
| রিজার্ভ (পুনর্মূল্যায়ন রিজার্ভ ব্যতীত) | | | ৭৯,২০৮ | | | | | ৭৬,৩৪৬ |
| **শেয়ার প্রতি আয়** | | | | | | | | |
| মৌলিক (প্রতি শেয়ারের মূল্য ২/- টাকা) (অতিরিক্ত আইটেমের পূর্বে / পর) টাকায় | ৪.০৯ | ৬.৯৪ | ৩.৮৬ | ২০.৮৯ | ২.৫৩ | ৫.২০ | ৩.০০ | ১৪.৬৫ |
| ডাইলিউটেড (প্রতি শেয়ারের মূল্য ২/- টাকা) (অতিরিক্ত আইটেমের পূর্বে / পর) - টাকায় | ৪.০৮ | ৬.৯৪ | ৩.৮৫ | ২০.৮৯ | ২.৫২ | ৫.২০ | ২.৯৯ | ১৪.৬৫ |

নোট:
১. উপরোক্ত তথ্য হলো ত্রৈমাসিক এবং বছর সমাপ্ত আর্থিক ফলাফলের সংক্ষিপ্ত রূপ, যা SEBI (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা ও প্রকাশনা নিয়মাবলী) বিধিমালা, ২০৬৫ এর প্রবিধান ৩৩ অনুযায়ী স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা হয়েছে। সম্পূর্ণ ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক আর্থিক ফলাফল কোম্পানির ওয়েবসাইট (http://www.somanyceramics.com) এবং BSE (http://bseindia.com) এবং NSE (http://nseindia.com)  স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে, এছাড়াও নিম্নলিখিত QR কোড স্ক্যান করে অ্যাক্সেস করা যাবে।
২. এই আর্থিক ফলাফলগুলি কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১৩৩ অনুযায়ী ভারতীয় হিসাবরক্ষণ মানদণ্ড (Ind AS) এবং প্রযোজ্য অন্যান্য স্বীকৃত হিসাবরক্ষণ অনুশীলন ও নীতিমালা অনুসারে প্রস্তুত করা হয়েছে।

তারিখ: ১৩ আগস্ট, ২০২৫
স্থান: নতুন দিল্লি

সোমানি সিরামিকস লিমিটেডের পক্ষ থেকে
শ্রীকান্ত সোমানি
চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক
DIN 00021423